উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 18 May 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 357

এক বছর।

একটাই লক্ষ্য।

আমরা শুধু খবর পৌঁছতে আসিনি।
আমরা নতুন করে বাংলার কথা বলতে এসেছি,
বুকে বল ও মনে সাহস নিয়ে।

এই সময় খুলে দিয়েছে এক সাহসী নতুন যুগের দ্বার।
যাতে বিশ্ব শুনতে পায় বাংলার এক নতুন কণ্ঠস্বর।
আর এই এক বছরে, এই পদক্ষেপ প্রবল গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই ১২ মাসে আমরা বেড়েছি এবং বেড়েই চলেছি।
শুধু সংখ্যায় নয়, ভাবনায়, সংযোগে আর প্রভাবে।

এডিশন লঞ্চ
আজ এই সময় পৌঁছে গেছে বাংলার ২৩টি জেলায়।

ডিজিটাল রূপান্তর
১১ মিলিয়নের বেশি পাঠক আর সঙ্গে নতুন মোবাইল অ্যাপ।

অত্যাধুনিক অফিস
সজ্জিত নতুন কর্মস্থান এবং টেকনোলজি যা
টিম এই সময়-কে তৈরি করছে ভবিষ্যতের জন্য।

গর্বের সংযোজন
হিমালয় দর্পণ, একমাত্র নেপালি দৈনিক,
এখন আমাদের পরিবারের অংশ।

নজির সৃষ্টি
২.৫ লক্ষের বেশি দর্শক আমাদের কলকাতা বইমেলা প্যাভিলিয়ন-এ।

দ্রুত সম্প্রসারণ
পূর্ব ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে
বাংলার নতুন সাহসী কণ্ঠস্বর।

প্রতিটি হেডলাইন, প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি এডিশন, প্রতিটি কণ্ঠে
আমাদের পরিচয় অনন্য এবং অটল।

বাংলায় শিকড়। সর্বত্র সম্মানিত।

শীঘ্রই আসছে ইংরাজি ও হিন্দিতে।

পাশে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ,
সঞ্জয় বসু

এই সময় সংবাদপত্র

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

iOS Android

ResponseIndia

কম বয়সে ঋণের বোঝা কমানোর ৪ উপায়

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

উদারীকরণের হাওয়া বইছে গোটা বিশ্বে। সব দেশেই মুদ্রাস্ফীতি আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ছবিটা কমবেশি একরকম। সব দেশের মধ্যে আমাদের ভারতও রয়েছে। এদেশের মানুষের একটি বড় অংশ বাড়তে থাকা খরচ, স্বচ্ছল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং আয়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন তরুণদের মধ্যে এখন কিনে পরে দেনা শোধের মানসিকতাকে আরও জোরদার করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে অতি দ্রুত ঋণ পাওয়া এবং অ্যাপ-ভিত্তিক ঋণ পরিষেবার সুযোগ। বেহিসাবি ঋণ শুধু যে গ্রহীতাদের সমস্যায় ফেলছে তা নয়, এটি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির পক্ষে গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে বলে রাখা ভালো, ঋণ নেওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আপনার ঋণ নেওয়ার কারণ। প্রায়ই দেখা যায়, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বাড়তি ঋণ নেওয়ার টোপ গিলে অনেকেই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। যা আর্থিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। কীভাবে এই ফাঁদ এড়াবেন এবার সেটা নিয়ে আলোচনা করব।

ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্য মূল্যায়ন

আপনি যদি ঋণের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে চান, তাহলে আপনাকে সবার আগে ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করতে হবে। জেনারেশন জেড প্রায়শই অকারণে এমন জিনিসপত্র কেনার

দিকে ঝোঁকে, যার প্রয়োজন তেমন একটা পড়ে না। এই ধরনের কেনাকাটার বড় অংশই হয় শুধুমাত্র শখ পূরণ করতে। তাই কিছু কেনার জন্য ঋণ নেওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার কি সত্যিই এটা দরকার? যদি না হয়, তাহলে এর জন্য ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি নগদের জন্য BNPL (Buy Now, Pay Later) পরিষেবা ব্যবহার করেন, তবে এটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারে যা আপনাকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে পারে। তাই কোনটি সত্যিই জরুরি সেটা ভেবে নিন।

বাজেট তৈরি করুন, মেনে চলুন

এটি ঋণ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে কার্যকর উপায়, যা সবার ক্ষেত্রে কাজ করে। বাজেট না থাকলে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বেতনের অনুপাতে খরচ বেশি হয়ে গেলে ঋণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। হাতের টাকা শেষ হয়ে গেলে অনেকেই ধার-দেনা করেন বা তাৎক্ষণিক ঋণ অ্যাপগুলির দ্বারস্থ হন। এই মনোভাব আপনাকে সাহায্য করছে নাকি ঋণের জালে আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলছে? এই ফাঁদে না পড়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল, নিজের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা। সেই হিসাব কষে ফেলার পর অপ্রয়োজনীয় খরচগুলি এড়িয়ে চলুন। মাসের বাজেট তৈরি করুন এবং সেটা মেনে চলুন। হঠাৎ করে টাকার দরকার পড়লে জরুরি তহবিল ব্যবহার করতে পারেন।

ছোট ঋণ পরিশোধ করুন

BNPL পরিষেবায় ঋণের প্রতিটি কিস্তি দেরিতে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত চার্জ করা হয়। আপনি যদি দুটি কিস্তি সময়ের মধ্যে জমা করতে না পারেন, তাহলে আপনাকে বাড়তি ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। একইভাবে, তাৎক্ষণিক ঋণ অ্যাপগুলি প্রচুর সুদ নেয় এবং তাদের দেরিতে কিস্তি পরিশোধের চার্জও মাত্রাতিরিক্ত বেশি হয়।

তরুণদের অনেকে দৈনন্দিন খরচ মেটাতে এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করেন। সময়ে দেনা মেটাতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। তাই সবার আগে এই ধরনের ঋণ সুদ সহ মিটিয়ে দেওয়া জরুরি। তারপর অ্যাপ্লিকেশনগুলি মোবাইল থেকে আনইনস্টল করে দিন। বোনাসের টাকা বা অন্য কোনও উৎস থেকে পাওয়া অর্থ ঋণ শোধ করতে ব্যবহার করতে পারেন। সেটা সম্ভব না হলে বেতনের টাকা জমিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ শোধ করুন।

ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ করুন সময়ে

একইভাবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রেডিট কার্ডের বিল মিটিয়ে দিন। কারণ ক্রেডিট কার্ডের ঋণ শোধ করতে দেরি হলে বাড়তি ফি ছাড়াও আপনার মূল ঋণের ওপর সুদ যোগ হতে থাকে, যা দেনার পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়।

ঋণমুক্ত জীবন শুধু আপনার আর্থিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই নয়, মানসিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট তৈরি করা, তা মেনে চলা, ঋণ অ্যাপ ডিলিট করে দেওয়া, ঋণ না নেওয়া, বেহিসাবি জিনিসপত্র কেনা থেকে বিরত থাকা প্রাথমিকভাবে কঠিন মনে হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এর সুফল আপনি বুঝতে পারবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বিনিয়োগকারীদের জন্য একটা দুর্দান্ত সপ্তাহ উপহার দিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। চলতি সপ্তাহের মাত্র ৫ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স উঠেছে ২৮৭৬.৫ পয়েন্ট এবং নিফটি ১০১১.৮ পয়েন্ট। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে সেনসেক্স ৮৫৯৭৮.২৫ এবং নিফটি ২৬২৭৭.৩৫ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন উচ্চতার রেকর্ড গড়েছিল। সেই উচ্চতা থেকে মাত্র ৪.৫ শতাংশ দূরে রয়েছে দুই সূচক। বড় কোনও অঘটন না হলে আগামী কয়েক সপ্তাহে ফের নয়া রেকর্ড গড়তে পারে সেনসেক্স ও নিফটি। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই আগামী দিনে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

রাজকীয় এই উত্থানে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে শুল্ক নিয়ে সমঝোতা। আমেরিকা-চিনের শুল্ক চুক্তি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। ভারতের সঙ্গেও চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত। শুল্ক নিয়ে লড়াই স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় ফের শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দেখিয়েছেন লগ্নিকারীরা। সূচকের উত্থানের পরেই বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে রেকর্ড গড়ার পর থেকেই লাগাতার সংশোধন হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। মূলত বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারত থেকে লগ্নি তুলে নেওয়ায় লাগাতার পতন চলছিল শেয়ার বাজারে। চলতি বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে ফের তাঁরা ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় স্বমহিমায় ফিরছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমে যাওয়া এবং মূল্যবৃদ্ধির হার। টানা তিন মাস এদেশে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের নীচে রয়েছে। যা আগামী দিনে সুদের হার আরও কমার আশা বাড়িয়েছে। চলতি বছরে পর পর দুই দফায় ০.৫০ শতাংশ রেপো রেট কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। জুনের বৈঠকে আরও এক দফা সুদের হার কমানো হতে পারে। এর পাশাপাশি ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে প্রথম সারির সংস্থাগুলি প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফলপ্রকাশ করায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরেছে লগ্নিকারীদের। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা স্তিমিত হওয়া, আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির হার কমা, বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিক বৃষ্টির পূর্বাভাসও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে শেয়ার বাজারে।

আপাতত সূচকের মুখ ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও ছোট মাপের সংশোধন যে কোনও সময়ে আসতে পারে। এই সংশোধনে আতঙ্কিত না হয়ে একে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ার নির্বাচন করার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি। কোনও একটি শেয়ারে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি আগামী দিনে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়ার পর কিছুটা ঝিমিয়ে আছে সোনা। আগামী দিনে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে সোনার দামে। তবে রুপোর দামে উত্থান বজায় থাকতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **এলআইসি হাউজিং** : বর্তমান মূল্য-৬২১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৮৩/৮২৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৮০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪,১৬৪, টার্গেট-৭৫০।
- **হিন্দালকো** : বর্তমান মূল্য-৬৫৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৬/৭৭২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৬২০-৬৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১,৪৭,৭৬৬, টার্গেট-৭৮৫।
- **কর্ণাটক ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-১৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬২/২৪৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৭৫-১৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৩৮২, টার্গেট-২৭৭।
- **মহানগর গ্যাস** : বর্তমান মূল্য-১৩৯১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৭৫/১৯৮৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩২৫-১৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৭৪৩, টার্গেট-১৫৮০।
- **বায়োকন** : বর্তমান মূল্য-৩৩৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৯/৪০৪, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৩১০-৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৭৪৮, টার্গেট-৪২৫।
- **অ্যাক্সিস ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-১২০৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৩৩/১৩৩৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১১৬০-১২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৪৫২৭, টার্গেট-১৪৫০।
- **কোল ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-৪০৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৯/৫৪৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৮০-৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৯৪৬৭, টার্গেট-৪৭৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : গেইল

● **সেক্টর** : গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ● **বর্তমান মূল্য** : ১৮৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ** : ১৫০/২৪৬ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ১,২২,৪৮০ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১০ ● **বুক ভ্যালু** : ১২৭.৪৬ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ৪.০৩ ● **ইপিএস** : ১৮.৯৩ ● **পিই** : ৯.৮৪ ● **পিবি** : ১.৪৭ ● **আরওসিই** : ১৪.০ শতাংশ ● **আরওই** : ১৩.০ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ২২৫

একনজরে

- ১৯৮৪-এ প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং বণ্টনকারী সংস্থা।
- দেশে বিক্রি হওয়া প্রাকৃতিক গ্যাসের ৬৮ শতাংশ এই সংস্থার। দেশে গ্যাস পাইপলাইনের ৬৫ শতাংশ গেলের দখলে রয়েছে। এছাড়া ৪২ শতাংশ সিএনজি স্টেশনই গেলের।
- সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে দেশে শীর্ষে রয়েছে এই সংস্থা।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১০১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ২০২৫-২৬-এ এই লক্ষ্যমাত্রা ৮৫০০ কোটি টাকা।

- আমেরিকা এবং সিঙ্গাপুরেও ব্যবসা রয়েছে এই সংস্থার।
- রিনিউয়েবল এনার্জি এবং গ্রিন হাইড্রোজেন ক্ষেত্রেও লগ্নি করছে এই সংস্থা।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে ২৪৯২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে এই সংস্থা। তৃতীয় কোয়ার্টারের তুলনায় মুনাফা সামান্য কমলেও চলতি অর্থবর্ষে ফের মুনাফা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে ৫১.৫২ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২৬.৪৫ শতাংশ এবং ১৪.৬৯ শতাংশ শেয়ার।
- বর্তমান সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে গেলের শেয়ারদর।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ার বাজারের বৃহস্পতি তুঙ্গে

অপারেশন সিঁদুর আপামর ভারতবাসীকে যে বিপুল আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন এবং তার সম্ভাব্য প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় শেয়ার বাজারের দারুণ উত্থানের মাধ্যমে। বিগত এক সপ্তাহে নিফটি৫০ উত্থান দেখেছে ৪.২১ শতাংশ। সেনসেক্স উত্থান দেখেছে ৩.৬২ শতাংশ। নিফটি ব্যাংকের উত্থান ৩.২৮ শতাংশ এবং নিফটি আইটি ৫.৮৩ শতাংশ। বললে এতটুকু অত্যুক্তি হবে না যে, এইসময় ভারতের বৃহস্পতি একেবারে তুঙ্গে। যেমন-পালটা মার দিয়ে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দেওয়া, সিপিআই (কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স) মূল্যবৃদ্ধি ৩.১৬-য় নেমে আসা (যা বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন), আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৬২ থেকে ৬৫ ডলারের মধ্যে সীমিত থাকা (প্রতি ব্যারেল), বিভিন্ন কোম্পানির চতুর্থ কোয়ার্টারের ফলাফল সন্তোষজনক থাকা, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা (এইবার এলনিনো থাকবে না বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা)।

এই সমস্ত কারণে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা। এমনকি যে এফআইআইরা বিগত কয়েকমাস ধরে কয়েকলক্ষ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসছেন। পয়লা বৈশাখের দিন থেকেই লাগাতার বিনিয়োগ করে চলেছেন এই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। এখন এমন অবস্থা যে, মাসের ২৬ তারিখ অবধি এফআইআইরা মোট ২৩৭৮২.৬৪ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন যা ঘরোয়া ডিআইআইদের কেনা মোট ২৩২৯৮.৫৫ কোটি টাকার থেকে অনেক বেশি। কেবল মাত্র লার্জ ক্যাপ শেয়ারগুলি নয়, তুফান উঠেছে স্মল ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ শেয়ারগুলিতেও। বিএসই স্মল ক্যাপ মাত্র এক সপ্তাহে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.২১ শতাংশ। বিএসই মিড ক্যাপ এক সপ্তাহে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮৭ শতাংশ।

বাজার কাঁপাচ্ছে সমস্ত ডিফেন্স স্টক

বিগত এক সপ্তাহে যে কোম্পানির শেয়ারগুলি দুরন্ত উত্থান দেখিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ডায়নামিক কেবলস (৫২.২ শতাংশ), হাই এনার্জি ব্যাটারিজ (৩৮.৫ শতাংশ), গার্ডেনরিচ শিপইয়ার্ড (৩৮.৩ শতাংশ), কোচিন শিপইয়ার্ড (৩৭.১ শতাংশ), আপার ইন্ডাস্ট্রিজ (৩৫.১ শতাংশ), কির্লোস্কার অয়েল

ইঞ্জিন (৩৩.৭ শতাংশ), টিটাগড় রেল সিস্টেমস (৩২.৮ শতাংশ), রাইটস লিমিটেড (৩২.৭ শতাংশ), মিশ্র ধাতু নিগম (৩১ শতাংশ), বিড়লা কর্পোরেশন (৩০.৯ শতাংশ), ওয়ারি টেকনলজিস (২৭.৬ শতাংশ), ইন্টেলেক্ট ডিজাইন (২৭.৫ শতাংশ) প্রভৃতি।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়ে যায়, তার মধ্যে রয়েছে অনুপম রসায়ন, এআরএসএস ইনফ্রা, অ্যাস্ট্রা মাইক্রো, ভারত ডায়নামিকস, বেল, ক্যামলিন ফাইন, করমণ্ডল ইন্টারন্যাশনাল, ডালমিয়া ভারত, ডিভিস ল্যাব, ফোর্স মোটরস, আইসিআইসিআই ব্যাংক, ম্যাক্স ফিন্যান্সিয়াল, মাজাগাঁও ডক, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি। যে সেক্টরটি গোটা বাজারে জৌলুস ফিরিয়ে এনেছে, তা হল ডিফেন্স সেক্টর। অবশ্য বছর কয়েক আগেও ডিফেন্সকে সেক্টর হিসেবে পরিগণিত করা কঠিন ছিল। এখন সময়কাল বদলেছে। ফলে শিপবিল্ডিং, টেকনলজি, কমিউনিকেশন, লজিস্টিকস, এরোস্পেস, ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক্স সবগুলির মধ্যে থেকেই বেশকিছু কোম্পানিকে ডিফেন্স সেক্টরের অন্তর্গত হিসেবে ধরা হচ্ছে। এই কোম্পানিগুলিকে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বিগত এক সপ্তাহ ধরে মাতিয়ে রেখেছে।

হ্যাল বিগত এক সপ্তাহে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৫৫ শতাংশ, বেল ১৩.৫৩ শতাংশ, ভারত ডায়নামিক্স ১৮.২১ শতাংশ, ডেটা প্যাটারনস ১৯.৯৮ শতাংশ, এমটিআর ১৩.১৯ শতাংশ, মাজাগাঁও ডক ১৮.৮৯ শতাংশ, প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভস ১১.২৫ শতাংশ, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ৬.৬৬ শতাংশ, জেন টেকনলজিস ২১.৫৪ শতাংশ ইত্যাদি। ব্রহ্মোস মিসাইল, আকাশ স্যাম, অ্যান্টিড্রোন টেকনলজিস, তেজস, আইএনএস বিক্রান্ত-এইসব কিছু মিলিয়ে হঠাৎ যেন ভারতীয় মননে একটি বিপুল সম্ভাবনার ছবি পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু সরকার নয়, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিও ডিফেন্স সেক্টরে টাকা ঢালতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, যে দেশগুলি ভারত থেকে অস্ত্রসম্ভার কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, আর্মেনিয়া, ইজিপ্ট, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া প্রভৃতি। এছাড়া শুক্রবার বিপুল উত্থান দেখে বিভিন্ন রেলওয়েজ কোম্পানিগুলিও।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গল্পের গোরু কতটা সহজেই গাছে উঠতে পারে তা সম্প্রতি ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবাই টের পেয়েছেন। গণমাধ্যমের একাংশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পিছনে ব্যবসার নিখুঁত অঙ্ক। সেই ফেক নিউজকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অভিজ্ঞতা এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে।

ভুয়ো খবর

▸▸ ১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

গুপ্তচরবৃত্তি, গ্রেপ্তার ইউটিউবার জ্যোতি

পাক গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে এবার ধরা পড়লেন হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। মাস দুয়েক আগেই পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তিনি। ▸▸ ৯

শাহবাজের স্বীকারোক্তি

পাকিস্তান যে অপারেশন সিঁদুরের কথা ঘুণাক্ষরে টের পায়নি তা কার্যত স্বীকার করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। রাত আড়াইটের সময় তাঁকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান আসিম মুনির। ▸▸ ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

উত্তর-পূর্বের জন্য বিকল্প পথ

কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পূর্বের যোগাযোগে নতুন রাস্তা তৈরি করছে ভারত। বাংলাদেশের পালাবদলের আবহে এমন সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ▸▸ ৯

শিলিগুড়ি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 18 May 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 357

বাংলাদেশি পণ্যে নিষেধাজ্ঞা ভারতের

অন্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

আমদানি বন্ধ

রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, মিষ্টান্ন দ্রব্য, তুলা, প্লাস্টিক, পিভিসি তৈরির পণ্য, কাঠের আসবাবপত্র

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ১৭ মে : পালাবদলের পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার সুর অনেকটাই চড়া হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা সময় ভারতের সেভেন সিস্টারকে নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যও করেছেন মুহাম্মদ ইউনূস। এই পরিস্থিতিতে শনিবার রাতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেশকিছু পণ্য আমদানি বন্ধ করল ভারত। কেন্দ্রীয় বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, মিষ্টান্ন দ্রব্য, তুলা, প্লাস্টিক, পিভিসি তৈরির পণ্য আমদানি করা যাবে না। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব পড়বে উত্তরবঙ্গে।

অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরামের সমস্ত ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং উত্তরবঙ্গের চ্যাংরাবান্ধা এবং ফুলবাড়ি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ওই সমস্ত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে, এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যই প্রযোজ্য। বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য ভারত হয়ে তৃতীয় দেশ, বিশেষত নেপাল বা ভুটানে রপ্তানি হয়, সেই ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। এর আগে গত মাসেই ভারত, বাংলাদেশকে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ভারতীয় শুল্কবন্দর ব্যবহারের অনুমতি অর্থাৎ 'ট্রান্সশিপমেন্ট' সুবিধা স্থগিত করেছিল। ভারতের যুক্তি ছিল, এতে দেশীয় রপ্তানিকারকদের ক্ষতি হচ্ছে। যদিও সে সময় নেপাল ও ভুটানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রকের পক্ষে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের স্বার্থে। তাঁদের অভিযোগ, এতদিন বাংলাদেশ বিনা প্রতিবন্ধকতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে প্রচুর পরিমাণে পণ্য সরবরাহ করত। অথচ, ভারতের পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতি টন, প্রতি কিলোমিটারে ১.৮ টাকা হারে শুল্ক নেয়, যা তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ শুল্কের (০.৮ টাকা) তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। তাই ভারত জাতীয় স্বার্থেই পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যেসব পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে চ্যাংরাবান্ধা এবং ফুলবাড়ি স্থলবন্দর দিয়ে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়। সেক্ষেত্রে দুই স্থলবন্দরেই বড় প্রভাব পড়বে। ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জমির বাদশার কথা, 'বাংলাদেশ থেকে ফুলবাড়ি স্থলবন্দর হয়ে পোশাক, প্লাস্টিকের কিছু পণ্য আসে। প্রতিদিন ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে পোশাকবোঝাই বাংলাদেশের ৩০ থেকে ৩৫টি ট্রাক আসে। খাদ্য ও প্লাস্টিক সামগ্রী বোঝাই ৫-৭টি ট্রাক আসে। ফুলবাড়িতে এই সামগ্রীর জন্য অনেকগুলি গুদাম গড়ে উঠেছে। সেগুলি অন্ধকারে চলে গেল। এই এলাকার শ-দুয়েক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে।'

দাগাপুর চা বাগানের এই জমিতে তৈরি হবে হোটেল।

বাগানের জমিতে হোটেল-চুক্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : প্রশ্ন আছে, উত্তর নেই।

দাগাপুর চা বাগানের জমিতে হোটেল তৈরির চুক্তি পাকা। মালিকপক্ষ এ নিয়ে একটি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সই করেছে। কিন্তু সরকারি অনুমোদন রয়েছে কি না তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তর থেকে এখনও এই বাগানে চা পর্যটনশিল্পের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কীভাবে মালিকপক্ষ একটি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল তৈরির চুক্তিপত্র সই করল?

দাগাপুর চা বাগানের ডিরেক্টর বসন্ত বারেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। বাগানের ম্যানেজার সন্ত ছেত্রীর দাবি, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের সঙ্গে যোগযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহলের বক্তব্য, 'দাগাপুর চা বাগানের জমিতে বিলাসবহুল হোটেল তৈরির ছাড়পত্রের বিষয়টি আমার জানা নেই।'

রাজ্য সরকার প্রথমে চা বাগানের পরিত্যক্ত জমির ১৫ শতাংশ নিয়ে চা পর্যটনকেন্দ্র তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছিল। কিছুদিন আগে নীতি বদলে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। আর সেই খবর পেয়েই তরাইয়ের বেশ কিছু চা বাগানে রাতের অন্ধকারে চা গাছ উপড়ে ফেলে দিনের আলোয় জমিকে ফাঁকা দেখানোর প্রবণতা তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন দাগাপুর চা বাগানে এমনই কাণ্ড ঘটেছে। এখানেও চা বাগানের একরের পর একর জমি থেকে রাতের অন্ধকারে চা গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। বাগান ম্যানেজারের বাংলো এবং অফিসের উলটো দিকের দুটি প্লটে প্রায় ৩০ একর জমি থেকে এভাবে চা গাছ তুলে জমি ফাঁকা করা হয়েছে। সেখানে শতাধিক ছায়াগাছও কেটে ফেলা হয়েছে। ১ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রথম এই খবর প্রকাশিত হয়। তার পরেই জেলা প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তের পরে মাটিগাড়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর যে রিপোর্ট দিয়েছে সেখানে বেআইনিভাবে বাগানের গাছ কাটা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে, এভাবে চা গাছ উপড়ে ফেলে বাগানের জমি ফাঁকা করার ঘটনায় মালিকপক্ষের সঙ্গে প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশের অভিযোগও উঠেছে।

এরপর বারোর পাতায়

অন্ধকারে প্রশাসন

- দাগাপুর চা বাগানের জমিতে এক বহুজাতিক সংস্থা হোটেল বানাবে
- বাগানের ২২ একর জমিতে হোটেলে ১৮০টি বিলাসবহুল ঘরের ব্যবস্থা থাকবে
- রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তর থেকে এখনও এই বাগানে চা পর্যটনশিল্পে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি
- তাহলে কীভাবে হোটেল তৈরির ছাড়পত্র মিলল তা নিয়ে প্রশ্ন, সবার মুখে কুলুপ

চালুর আগেই ফাটল লুপ পুলের পথে

৭১৭এ জাতীয় সড়কে লুপ পুলে ওঠার মুখে অ্যাপ্রোচ রোডে ফাটল।

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৭ মে : বর্ষার আগেই বাগ্রাকোট থেকে সিকিমগামী নির্মীয়মাণ ৭১৭এ জাতীয় সড়কে লুপ পুলের দু'দিকের অ্যাপ্রোচ রোডে ধস নামল। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হতেই লুপ পুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। যদিও শনিবার এই সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এনএইচ-১০ আপাতত বন্ধ থাকার কারণে সিকিমের বেশ কিছু গাড়িকেও এই পথে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।

বাস্তবে শনিবার সকালে লুপ পুলের দু'দিকেই সাধারণ মানুষ, পুলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থার আধিকারিকদের কথায় বেশ কিছু তথ্য সামনে এসেছে। পুলের মূল কাঠামোর চুইখিম প্রান্তে রাস্তার ফাটল একেবারে পুল ছুঁয়ে ফেলেছে। প্রায় ১০ মিটার জায়গাজুড়ে ফাটল রয়েছে পুলের এই প্রান্তের রাস্তায়। ফাটলের কিছুটা জায়গায় রাতারাতি কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে ঢেকে রাখার চিহ্নও দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, বাগ্রাকোটের প্রান্তে পুল থেকে ৫০ মিটার দূরে অ্যাপ্রোচ রোডেও ২০-২৫ মিটার রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছে। গত দু'তিনদিনের বৃষ্টিতেই ফাটল দেখা দিয়েছে সদ্য তৈরি রাস্তায়।

নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আমানউল্লাহ খান শনিবার বলেন, '২০টি পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লুপ পুলের মূল কাঠামো এখনও ঠিকঠাক আছে। কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির জেরে দু'পাশের অ্যাপ্রোচ রোডের কিছুটা অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে সেই জায়গাগুলি দ্রুত মেরামত করা হবে।'

ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এক আধিকারিক বলেন, 'পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে এভাবে ধস নামা বা রাস্তায় ফাটল ধরা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনটা যে হতে পারে তা আমাদের জানাই ছিল।' তিনি জানান, রাস্তার নীচের মাটি প্রাকৃতিকভাবে 'কমপ্যাক্ট' বা সংযুক্ত হতে আরও দু'তিন বছর লাগবে। তারপর সড়কটি স্থিতিশীল হবে। যদিও এদিন সকালে বাগ্রাকোট প্রান্তে লুপ পুলের মূল কাঠামো থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে রাস্তার ধারে বড়মাপের ফাটল দেখিয়ে নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন রোহিত রাই, প্রতাপ খাতির মতো বাগ্রাকোটের সাধারণ মানুষ। ধস মোকাবিলায় পাহাড়ের ঢালে যে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা জরুরি ছিল, তা করা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আমানউল্লাহ খান অবশ্য বলেন, 'আগামী পাঁচ বছর এই রাস্তার শুরু থেকে প্রথম ১৩ কিলোমিটার অংশের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। ধস বা ফাটল যাই হোক না কেন, দ্রুত মেরামত করা হবে।'

জয়ন্তকে সরাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে অধ্যাপকরা তাঁদের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার আর রুচিবিরোধী ভাষায় কথা বলার হেস্তনেস্ত করতে চাইছিলেন। সেই কারণেই শিলিগুড়ি পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত করকে পদচ্যুত করার দাবিতে শনিবার কলেজের টিচার্স কাউন্সিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিল।

এদিন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের উপস্থিতিতে টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক হয়। কলেজের ৬৩ জন অধ্যাপকের মধ্যে ৫৭ জন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই জয়ন্তর পদচ্যুতির দাবি জানিয়ে চিঠিতে সই করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'টিচার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে বৈঠকে ছিলাম। সভাপতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। নানা কাজে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। সেই কারণে সর্বসম্মতিতে টিচার্স কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' এদিন জয়ন্তকে পদচ্যুত করার দাবিতে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির শিলিগুড়ি কলেজ শাখার স্থায়ী শিক্ষাকর্মীরা অধ্যক্ষকে একটি স্মারকলিপি দেন।

গত ১৩ মে কলেজের দুই অধ্যাপক ডঃ ঝিনুক দাশগুপ্ত এবং অভিজিৎ মজুমদার ও এক শিক্ষাকর্মীর অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার পেনশন ফাইল তৈরিতে পরিচালন কমিটির সভাপতির নির্দিষ্ট করে দেওয়া পেনশন সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) উপেক্ষা করে পরিচালন সমিতির সভাপতি তিনজনের ফাইলে সই করেননি। জয়ন্ত বিরুদ্ধে পাঠানো চিঠিতেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, জয়ন্ত কর বিভিন্ন সময়

শিলিগুড়ি কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক। শনিবার।

বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে টিচার্স কাউন্সিল সরব হয়েছিল। এর আগে অধ্যাপকদের ওপর নজরদারি চালাতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কথা বলা থেকে অস্থায়ী শিক্ষককর্মীদের বিমা করাতে স্বজনপোষণের অভিযোগ- এমন নানা বিষয়ে জয়ন্তকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। টিচার্স কাউন্সিল অভিযোগ তুলেছে, রাজ্যের তরফে চেক, বিল এবং অর্থ সম্পর্কিত কাগজপত্রে সই না করতে চাওয়ায় বা দেরি করায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেরি হয়েছে। পাশাপাশি বিমা করানো ও লাইব্রেরির বই কেনার ক্ষেত্রে কীভাবে জয়ন্ত স্বজনপোষণ করেছেন, সেই অভিযোগও চিঠিতে লেখা হয়েছে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে সভাপতি অপমান

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

রাজপথে টেট উত্তীর্ণদের 'বেকারমেলা'

▸▸ তিনের পাতায়

শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চায় ভারত

▸▸ দশের পাতায়

চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থানে কটাক্ষ ববির

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ মে : পুলিশের হাতে বেধড়ক মার খাওয়ার পরেও বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অবস্থান শনিবার তিনদিনে পড়ল। বৃহস্পতিবারের লাঠিচার্জের সপক্ষে পুলিশি সাফাইের পর তাঁদের আন্দোলনের প্রতি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (ববি) ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মন্তব্য নতুন করে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। তবে পুলিশের সংবেদনশীলতার অভাব ছিল বলে বিধানসভার অধ্যক্ষের কথা সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিয়েছে।

শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেন ফিরহাদ। তাঁর কথায়, 'অনেকেই ফিরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ভরসা করে। টিভিতে মুখ দেখানোর জন্য বিকাশ ভবনের সামনে এখন আন্দোলন চলছে। কারও প্ররোচনায় পা দিয়ে নাটক করছেন ওঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভায় যা বলেছিলেন, তার ওপর ভরসা রাখলে সব সমাধান হয়ে যেত।'

একই সুর কুণালের গলায়। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিহারাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করেছেন। রিলিফ স্টেপও ঘোষণা করেছেন। সেখানে শুধু অশান্তি সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছে। সব্যসাচী দত্তকে আক্রমণ করে কী লাভ? হাত-পা ছুড়ে ক্যামেরার দিকে মুখ করে আন্দোলনকারীরা শুয়ে পড়ছেন।'

ফিরহাদ সতর্ক করেছেন, সমস্যা সমাধানের বদলে বরং এই আন্দোলনে রিভিউ পিটিশনে

এরপর বারোর পাতায়

শশী থারুর ও নরেন্দ্র মোদি।

কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করে মোদির টিমে থারুর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : যতই শাসক-বিরোধী ঐক্য দেখানো হোক না কেন, বিদেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধি পাঠানো নিয়ে প্রথমেই গোল বাধল। কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ওই প্রতিনিধি তালিকায় শশী থারুরের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে ভয়ানক চটেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কংগ্রেসের অভিযোগ, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গে কথা বললেও লাভ হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তালিকায় শশী থারুরের নাম রেখে দেয়। বরং কংগ্রেসের আপত্তি নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, 'এটা কি নিরাপত্তাহীনতা না পরশ্রীকাতরতা? নাকি হাইকমান্ডকে অবজ্ঞা করছেন দেখে তাঁকে সহ্য করতে না পারা?' রাহুল কেন থারুরকে বেছে নেননি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্য এবং পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় হিসেবে তুলে ধরতে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সাংসদদের বিশ্বের

এরপর বারোর পাতায়

স্বাস্থ্যবিধি লাটে, ছাড়ে প্রতিযোগিতা

খাদ্যপ্রেমের সুযোগে স্বাস্থ্য নিয়ে চলছে ছেলেখেলা। নজরদারির ফাঁক গলে মাছি উড়ে বসছে বাসি খাবারে। পরিস্থিতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিশেষ প্রতিবেদন। আজ প্রথম পর্ব।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : ব্যস্ততাময় জীবন। নিউক্লিয়ার পরিবারে দুজনেই চাকরিজীবী। রোজ রান্নাবান্না বড় ঝামেলা। কেউ কেউ আবার দিনভর কলেজ-কোচিং বা কর্পোরেট চাকরির ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত। আলাদিনের প্রদীপ মোবাইল ঘষলে (পড়ুন খুললে) জিনের মতো সামনে হাজির দু'তিনটে ফুড ডেলিভারি সংস্থার অ্যাপ। ইচ্ছেপূরণ করতে জুড়িমেলা ভার। রয়েছে হাজারো বিকল্প। কোথায় কত ছাড়, একবার চোখ বুলিয়ে অর্ডার। গরম গরম খাবার আসবে প্যাকেটবন্দি হয়ে।

রেস্তোরাঁর নাম আর বড়জোর ঠিকানাটুকু জানা ক্রেতার। রান্নাঘরের ছবিটা কেমন, কী ধরনের মশলা ব্যবহার হচ্ছে বা মজুত রাখা হয় কোন পরিবেশে ইত্যাদি অজানা তাঁর। যে অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থার মাধ্যমে অর্ডারটি দিচ্ছেন, তারা কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যবিধির খেয়াল রাখার কোনওরকম দায়ভার নিচ্ছে না। খাবার নিম্নমানের হলেও বড়জোর রিভিউ নিয়ে দায় সারা হয়।

ছবি : এআই

অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে' গোছের আশ্বাস দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রেস্তোরাঁ বা ক্লাউড কিচেনে সরাসরি ফোন করে অভিযোগ জানালে তারা অস্বীকার করে। তাহলে সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? ফুড ডেলিভারি সংস্থার মাধ্যমে খাবারের ব্যবসার ওপর নজরদারি প্রয়োজন। সম্ভব হলে তা করা দরকার স্থানীয় স্তরে। যেন সহজে অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা মিলতে পারে।

অনলাইনে খাবার অর্ডারের অভিজ্ঞতা সকলের সুখকর নয়। এই যেমন শিলিগুড়ির গেটবাজারের বাসিন্দা সুশান্ত ভৌমিক। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মাটিগাড়ার একটি

এরপর বারোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমে শুভ। বাবা ও মায়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জন্য সারা সপ্তাহ ধরে মানসিক যন্ত্রণায় কাটবে। সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসায় অর্থাগম চললেও মধ্যভাগ থেকে সামান্য মন্দা থাকবে। পুত্রের কৃতিত্বে গর্ব।

বৃষ : কোনও হারানো সম্পর্ক ফিরে পাওয়ায় আনন্দ। এই সপ্তাহে আপনার অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির তীব্র সম্ভাবনা। আপনার কথার ভুলে পারিবারিক অশান্তি হতে পারে।

মিথুন : ব্যবসার নতুন শাখা খোলার চিন্তাভাবনা বাস্তব রূপ পেতে পারে। সারা সপ্তাহ কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। পথে সামান্য কারণে কোনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে এ সপ্তাহে শত্রুপক্ষ আপনার কাছে পরাস্ত হবে। বাড়ির বয়স্কজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বাড়িতে আনন্দানুষ্ঠান।

কর্কট : বিগত কোনও ঘটনার জন্য সপ্তাহভর চিন্তায় কাটবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতা আপনার তীব্র সমস্যা তৈরি করবে। বহুদিন ধরে যে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা করছেন এ সপ্তাহে চালু করলে সাফল্য পাবেন। মাথাব্যথার সমস্যা। উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সিংহ : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমে কাটবে। ব্যবসায় সামান্য লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। পূর্বের কোনও ভুল কর্মের খেসারত দিতে হবে এই সপ্তাহে। আপনার সন্তানের নেওয়া সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেই ভালো হবে। গবেষক, চিকিৎসকদের জন্য সপ্তাহটি শুভ। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগাযোগ হবে। মা ও বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে।

কন্যা : সপ্তাহের প্রথমভাগে কর্মচারী সমস্যায় নিজের ব্যবসায় ক্ষতি হবে। এক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের জন্য মন ব্যতিব্যস্ত থাকবে। মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে আসবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সাবধানে থাকুন। প্রেমে শুভ।

তুলা : এ সপ্তাহে কাঠ, কেমিক্যাল দ্রব্য, ইমারতি ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে ঝুঁকি নেই। মাঝেমধ্যে মানসিক অস্থিরতা কাজ করবে। সপ্তাহের শেষভাগে কোনও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পেরে এক ধরনের তৃপ্তি মানসিক শান্তি দেবে। শারীরিক দিক থেকে শুভ, সামান্য যা মানসিক দূরত্ব ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে তৈরি হয়েছিল, তা আজই কেটে যাবে।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে বহুদিনের সমস্যা আজ সমাধান হবে। তবে নিজের উদ্যোগে অবশ্যই কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রিয়জনের সামান্য বিতর্কে বেশি প্রতিক্রিয়া না দেখানোই ভালো। সংগীতজগতের ব্যক্তিরা সামান্য যোগাযোগেই বড় কাজ পেতে পারেন।

ধনু : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসায় অর্থাগম হবে। পুরোনো মূল্যবান দ্রব্য কিনে লাভবান হতে পারেন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সপ্তাহটি আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো সংবাদ পাবেন। লিভার ও অন্ত্রের রোগ নিয়ে দুর্ভোগ।

মকর : সপ্তাহ ধরে ব্যবসাক্ষেত্রে নানাবিধ সুযোগ আসবে। বিশেষ কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় জটিল সমস্যার সমাধান হবে। জরুরি কোনও কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে।

কুম্ভ : সপ্তাহটি আনন্দেই কাটবে। জ্যোতিষচর্চায় সফলতা আসবে। শিক্ষক, অধ্যাপকরা তাঁদের কৃতিত্বের সম্মান পাবেন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মনের পরম তৃপ্তি। চাকরিপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

মীন : ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে পারেন। সপ্তাহের মধ্যভাগে বাড়িতে প্রিয় মানুষের আগমনে আনন্দ। যানবাহন ও বাড়ি কেনার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির বিশেষ নজরে আসবেন। ফাটকা ও লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। মা ও বাবার পরামর্শ মেনে সাংসারিক সমস্যার সমাধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ বৈশাখ, ১৮ মে, ২০২৫, ৩ জেঠ, সংবৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৯ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।৯। রবিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ২।২০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৩।৫০। শুক্রযোগ রাত্রি ৩।৬। গরকরণ দিবা ২।৩০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।২০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৫০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৩।৫০ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ২।২০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ২।২০ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি- ৯।৫৫ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১২।৫৫ গতে ২।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৩।৫০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।৫০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪২ গতে ৯।২২ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১০।৩৪ গতে ১২।৪০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩২ গতে ৫।২৪ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-1", B.A.Pass, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা তার নিকটস্থ পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9749110901, 7501152825. (C/113479)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ কায়স্থ, 30/5', M.A. পাশ, নরগণ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। Ph : 7501847530. (C/116444)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, মুম্বই নিবাসী, 31/5'-5", MBA, আন্তর্জাতিক ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য 35-36, সুশিক্ষিত, সুপাত্র কাম্য। মুম্বই-এ কর্মরত অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-9820798938. (C/116461)

■ সাহা, 32, M.A., 5'-4", বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরতা, ডিভোর্সি পাত্রীর চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7602184795. (S/C)

■ বারুজীবী, 35/5', M.A., B.Ed., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9563246996. (C/115554)

■ ৩২/৫'-৫", M.A., B.Ed., Hons. (Geo.), ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই (শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। ৯৮৩১০৫৯৫৮৩. (C/116472)

■ শিলিগুড়ি, কুলীন কায়স্থ, 39/5'-1", সুন্দরী, ফর্সা, সচ্ছল পরিবার, ডিভোর্সি, চাকরিরতা, উচ্চশিক্ষিতা, ইস্যুলেস পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সুচাকুরে ইস্যুলেস পাত্র 44-45 মধ্যে চাইছি। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9064330955. (C/116482)

■ দেব, 26/5', B.Pharm, পূঃ, কায়স্থ, Wipro Kolkata-তে কর্মরত Siliguri নিবাসী, পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি/বেসরকারি পাত্র কাম্য। (M) 9832413689. (C/116340)

■ WB, রাজবংশী ক্ষত্রিয় (SC), ২৯/৫', B.A., ফর্সা, সুশ্রী, TCS-এ কর্মরতা, সঃ/বেঃ উচ্চপদস্থ, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কলিকাতা অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। (M) 8637097470. (C/115861)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-7", ফর্সা, M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8145701088, কোচবিহার। (C/115925)

■ পাত্রী EB, ফর্সা, সুশ্রী, 29+/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., উচ্চশিক্ষিত, উপযুক্ত, 32-33, 5'-6"-5'-8"-এর মধ্যে MNC/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9832541759. (C/116469)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., ব্রাহ্মণ, সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8768218905. (C/116471)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুন্দরী, M.Sc., 5'-3", বয়স-27, WB Govt. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য কায়স্থ, সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9476134110. (C/116474)

■ Kulin Kayastha Ghosh, 36/5'-2.5", B.Tech., MBA, fair, beautiful, only daughter seeks groom within 37-41yrs., Government/Private/well reputed Businessman from Siliguri/Kolkata. Ph : 9905439783, 9939894123. (C/116478)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, 27/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। M.A., B.Ed., CTET, NET, 32 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8167863854, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/116479)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 25/5'-1", B.A.(H), Eng., ফর্সা, স্লিম, কলকাতা পুলিশে কর্মরতা, এইরূপ পাত্রীর জন্য কলকাতায় কর্মরত, সরকারি/বেসরকারি সুপাত্র কাম্য। (M) 7797126641. (C/115928)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী, 28/5'-1", B.A. পাশ, কর্মকার, স্বঃ/অসবর্ণ, সঃ/বেসঃ যোগ্য পাত্র চাই। মোঃ 9933774597. (C/115862)

■ কায়স্থ, 33/5'-4", এমএ, বিএড, প্রাথমিক টেট পাশ, সুন্দরী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 6295129193. (C/115864)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কেরলের কালিকট NIT-র ডঃ অধ্যাপিকার ৩৫/৫', ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্রের উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ রাত ৮.৩০-১১টা। (M) 9733483528. (C/115858)

■ ব্রাহ্মণ, বশিষ্ঠ গোত্র, দেবগণ, ৩১+/৫'-৬", ফর্সা, সুন্দরী, B.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা-মাতা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সেঃ গভঃ কর্মী, একমাত্র কন্যার জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত যোগ্য পাত্র কাম্য। 9932534997. (C/115857)

■ ব্রাহ্মণ, 26, উচ্চতা 5'-2.5", এমএ, বিএড, গুণী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বেঃ সঃ চাঃ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 9832312481. (C/116485)

■ কায়স্থ, M.A. (রবীন্দ্র নৃত্য), 29+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, দেবারিগণ, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9800477878. (C/115926)

■ কায়স্থ, 29+ বছর বয়সি, সুশ্রী, শিক্ষিতা, উচ্চতা 4'-11", পাত্রীর জন্য চাকরিরত/ব্যবসায়ী, ভদ্র স্বভাবের পাত্র কাম্য। পাত্রী বায়োটেকনলজিতে M.Sc. করেছে। বর্তমানে B.Ed. করছে। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাসস্থান। (M) 9434209639. (C/116342)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 30/4'-10", মাঙ্গলিক, B.A., LLB, ফর্সা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9475082883, 8900537502. (C/116341)

■ নমশূদ্র, 24, M.A., B.Ed., 5'-1", পিতা চা বাগানে কর্মরত, মা সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। (M) 9647748106. (S/C)

■ কায়স্থ, 33+/5'-1", M.Com., NET, SET, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা (SACT) পাত্রীর জন্য Prof./ডাক্তার/উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7469979934. (C/116342)

■ 2001-এ জন্ম, বাঙালি, কায়স্থ রায়, সুশ্রী, ফর্সা, দেবগণ, 5'-3", শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, পিতা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 080-69129252. (K)

■ 34/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, আমেরিকায় Ph.D. পাঠরতা। মা শিক্ষিকা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার। উপযুক্ত পাত্র চাই। 7063773757. (K)

■ নমশূদ্র, 36/4'-11", সুশ্রী, ফর্সা, স্নাতক, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িতে উপযুক্ত 40/42-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9434852160. (C/116489)

■ কায়স্থ ঘোষ, 35/5'-4", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9635540357. (C/116490)

■ পাত্রী বারুজীবী, মাঙ্গলিক, সুন্দরী, 25/5'-2", B.A. (Hons.), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি, ইসলামপুর নিবাসী পাত্র চাই। (M) 7908370239. (C/116493)

■ শিলিঃ নিবাসী, সাহা, দেবারি, B.Tech., 26/5'-2", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিঃ গ্রগণ্য। অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 8101097665. (C/116494)

■ ব্রাহ্মণ, 30+/5'-3", M.Sc., B.Ed., Ph.D. পাঠরতা, বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8918759504, (W) 8116184460. (C/115931)

■ সাহা, ৩৪/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/115929)

■ জলপাইগুড়ি, সাহা, 29+/5'-5", M.A., B.Ed., (Pol. Sc.), 32-35 মধ্যে জলপাইগুড়ি নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত সাহা পাত্র কাম্য। অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9800179955. (C/115865)

■ তিলি কুণ্ডু, 26+/5'-3", M.A., B.Ed., বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে (স্থায়ী), ভদ্র পরিবারের যোগ্য পাত্র চাই। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। 8597635530. (C/115863)

■ কায়স্থ, 38+/4'-9", H.S. (ব্যাক), ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8167581218. (B/B)

পাত্র চাই

■ সাহা, 28/4'-10", M.Sc., B.Ed., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, 30-35 পাত্র চাই। (M) 7679516084. (C/115563)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৮, M.Sc., B.Ed., সেন্ট্রাল গভঃ স্কুলটিচার, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc., B.Ed., ICDS-এ কর্মরতা, আর্ট-এ ডিপ্লোমা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116346)

■ সাল ১৯৯৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা, কাস্ট-ব্রাহ্মণ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, বয়স ৩৪, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গভঃ চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116346)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২২ বছর বয়সি, বিএসসি পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116346)

■ সাহা পাত্রী, 23/5'-3", B.A. পাশ, ভদ্র ফ্যামিলির সুন্দরী মেয়ের জন্য উত্তরবঙ্গের সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/116346)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭/৫'-৩", M.Sc., ভালো গান জানে, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য সরকারি চাকরিজীবী, নামী প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/116346)

■ সাহা, 25/5'-3", B.A. পাশ, পরমা সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9734485015. (C/116346)

■ মধ্যবিত্ত পরিবারের, 23 বছর বয়সি পাত্রীর জন্য দাবিহীন সুপাত্র চাই। 9733066658. (C/116346)

■ বাংলা, M.A, 33/5', পাল, ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ। M-9614906228 (M-115364)

■ মালদা নিবাসী, 27+/5'3", M.A (English), B.Ed একমাত্র ফর্সা সুশ্রী কন্যার জন্য স্থায়ী সরকারি চাকুরিজীবী প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। পাত্রের বয়স ২৭-৩২ কাম্য। M - 9474473094, W.No - 9907685569 (M-114089)

■ পাত্রী কায়স্থ, কর্মকার, B.Tech (Agril), Food Tech (MSc), 28/5'4", ফর্সা, সুশ্রী, মালদা নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরিজীবী/উপযুক্ত পাত্র চাই। (M - 9064463729) (M - 115361)

■ B.A, D.El.Ed, 33+/5'2" সাদাদাগ পাত্রীর কর্মকার/অসবর্ণ পাত্র চাই। M-9064060502 (M - 115365)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, 32/5'-8", B.Tech., MBA, SBI Bank-এর Asst. ম্যানেজার পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 7407777995. (C/116346)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 30/5'-6", B.A., ব্যবসায়ী, কায়স্থ, সুশ্রী সংসারী পাত্রী কাম্য। (M) 7908504529.

■ কর্মকার, 28/5'-8", B.Com. পাশ, ব্যবসায়ী (সুপ্রতিষ্ঠিত), উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা ২৫, কর্মকার/কায়স্থ পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 8158910150. (S/N)

■ অসম বাসিন্দা, পূঃ বঃ শীল, 29/5'-7", সরকারি ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অধিকারী, বর্তমান শিলিগুড়ি নিবাসী, ভদ্র পরিবারের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজছেন। হোয়াটসঅ্যাপ, Ph-7044309868/Mail - mazudj.25@gmail.com (K)

■ রাজবংশী, M.A., Eng., B.Ed., 35+/5'-7", SSC, 9-10, 11-12 Level, আপার প্রাইমারি, TET পাশ, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত। যোগ্য পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9800416643. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 37/5'-6", B.A., ITI, বেঃ সঃ ফার্মে কর্মরত। নিজ ত্রিতল বাড়ি। মাঃ আয় 30 হাজার। নিকটস্থ ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9064587607. (K/D/R)

■ কায়স্থ, বয়স 38, শাণ্ডিল্য গোত্র, M.A., B.Ed., প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ভদ্র ঘরের ঘরোয়া পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 7797708905. (C/115555)

■ হোটেল ম্যানেজার, শেয়ার বাজারে যুক্ত, টিউশন, M.A., B.Ed., UP TET, ফর্সা, সুদর্শন, নেশাহীন, কায়স্থ, 38/5'-8", ছোট পরিবার, পিতা পেনশনার, ফর্সা, শিক্ষিতা, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রী কাম্য, (জলঃ)। 7031047412. (C/115859)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯+, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116346)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed (Eng.), সরকারি প্রাইমারি শিক্ষিকা (২০১০ সাল), জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832056340. (C/115562)

■ M.A. শিক্ষিকা সুন্নি মুসলিম মালদা নিবাসী জলপাইগুড়িতে কর্মরতা 38+/5', সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী 40+ পাত্র চাই। M - 9046556914 (M-114094)

■ ব্রাহ্মণ, B.Tech. Engg., MNC-তে কর্মরত, 28/5'-6", রাক্ষসগণ, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশিক্ষিতা, সুমুখশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8250818872. (C/116466)

■ পাত্র 32, কায়স্থ, দেবগণ, মকর রাশি, শিলিগুড়ি নিবাসী, বিদেশি সংস্থার বেসরকারি কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত। সাধারণ মধ্যবিত্ত, পরিবারের দেখতে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434330236. (C/116457)

■ মালদা গাজোল নিবাসী অরুণাচলপ্রদেশ কর্মরত (শিক্ষক) 33/5'9" পাত্রের জন্য ২৮ অনূর্ধ্ব শিক্ষিতা 5'3" পাত্রী চাই। M -6289078487 (M-114072)

■ সেন, 42+/5'-2", M.A. Eng., B.Ed., টেট পাশ, পার্টটাইম শিক্ষক, ৬০ বছর চাকরি+টিউশন+LIC এজেন্ট। (M) 7076275150. (C/116335)

■ পাত্র কুণ্ডু, বয়স 25+, উচ্চতা 5'-4", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি ৪ তলা, একমাত্র পুত্র। ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8918880491. (S/N)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ রুচিশীল, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116346)

পাত্রী চাই

■ কোচবিহার নিবাসী, বণিক, বিদেশে কর্মরত, 34/5'-6", হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি, সুদর্শন পাত্রের জন্য 25-30 মধ্যে সুন্দরী এবং উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকের যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। অসবর্ণে আপত্তি নাই। (M) 9434067174. (C/115924)

■ পাত্র 31 বছর, 5'-7", কায়স্থ। নামী ওষুধ কোং-তে এরিয়া সেলস ম্যানেজার। যোগ্য পাত্রী কাম্য। Ph : 7602734504. (C/116470)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারুজীবী, M.A., B.Ed., 33+/5'-7", পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9679269053. (U/D)

■ সাহা, B.A. পাশ, 34+/5'-5", ব্যবসায়ী, নিজস্ব দোতলা দোকান আর তিনতলা বাড়ি আছে। সাহা, সুশ্রী ও সৎ পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9832538825. (U/D)

■ ৪৬, বিপত্নীক, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য, সন্তান সহ গ্রহণযোগ্য। (M) 8584004516. (K)

■ ৩৬, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9903319516. (K)

■ EB, 34/5'-6", কায়স্থ, নরগণ, চেন্নাইতে বেঃ সঃ কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8637802281. (C/116338)

■ কায়স্থ, 35/5'-6", B.Tech., M.Tech., Ph.D., Post Doc., বর্তমানে বিদেশে কর্মরত। M.Tech., M.Sc., MBA, Ph.D. পাত্রী চাই। (M) 9933376029. (C/115927)

■ ইসলামপুর নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩৪/৫'-৯", B.A., প্রাইঃ কোঃ চাকরিরত পাত্রের সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8436361404. (C/115930)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, ক্লাস VIII পাশ, নিজের গাড়ির চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899. (M/M)

■ পাত্র কর্মকার, মালদা নিবাসী, 37/5'-10", H.S. শিক্ষক (2013), নিরামিষাশী পাত্রী কাম্য। Mob : 8759166416. (C/116484)

■ ব্রাহ্মণ, 40/5'-5", মিউচুয়্যাল ডিভোর্সি, বালুরঘাট নিবাসী, জলপাইগুড়িতে বেঃ সঃ সংস্থায় ম্যানেজার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, মালদা, রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। Ph : 8967521140. (C/113485)

■ মিত্র, 35+/5'-8", B.Tech., শিলিগুড়িতে বাড়ি, কলকাতায় TCS-এ কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 32, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, সুশ্রী, দেবারি, মাঙ্গলিক ছাড়া পাত্রী চাই। (M) 9434715782. (C/113484)

■ WB, ব্রাহ্মণ, 34+/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী, অনূর্ধ্বা ৩০, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া, উঃ বঙ্গ পাত্রী প্রয়োজন। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9749586743. (B/B)

■ পূর্ব বঃ কায়স্থ, 35+/5'-5", বিহার সরকারের Govt. PGT (10+2) Teacher, পাত্রের ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি সাইট ও ঘটক বাদে। (M) 7970630970, 8235314362. (C/116487)

■ 1990-এ জন্ম, দেবগণ, 5'-10", MBBS, MS, Doctor, মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান, পিতা কেন্দ্র সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, নিজস্ব বাড়ি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 080-69129252. (K)

■ কায়স্থ, 30+/5'-4", ICSE, B.Tech., TCS কলকাতায় কর্মরত, একমাত্র সন্তান, Prev. Org.-Capg. & Amazon, পিতা Ex. কেন্দ্রীয় সরঃ কর্মী। জলপাইগুড়ি নিবাসী। সুশ্রী, শিক্ষিতা, কর্মরতা, অনূর্ধ্ব 30, উপযুক্ত পাত্রী চাই। W/App : 7908886766. (C/115856)

■ কায়স্থ, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, 38/5'-4", কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (Group-B), নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9143738269. (C/115559)

■ ব্রাহ্মণ, 5'-2", শিক্ষিত, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 28, গৃহকর্মে নিপুণ পাত্রী চাই। M.No. 9593252242. (C/115560)

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত 29 ঊর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/115557)

■ ব্রহ্মণ, ৩১/৫'-৩", H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। ধূপগুড়ি/ফালাকাটা অগ্রগণ্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য) শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, নর, 37+, MCA, M.Tech., কলকাতায় কর্মরত (সরকারি), স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। Ph : 9475395417, 7908367238 (শুধুমাত্র WhatsApp-এ মেসেজ পাঠানোর জন্য)। (C/116344)

■ কোচবিহার, যাদব, একমাত্র পুত্র, 35/5'-11", সুদর্শন, M.A., M.Sc., B.Ed., M.Phil., NET, Ph.D.(R), সঃ হাইস্কুল শিক্ষক, সুশ্রী, সঃ চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলবে। 7001722479. (C/115932)

■ বসাক, তন্তুবায়, 35/5'-6", B.A. (H), বেসরকারি স্কুলে কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9064212351. (A/B)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 29/5'-5", কায়স্থ, MBA পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9832336994. (C/115565)

■ গোয়ালা ঘোষ, 28/4'-6", M.P. পাশ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, দুগ্ধ ব্যবসায়ী (মাঃ ৫০ হাজার) পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 7908606829. (C/115564)

■ পাত্র দত্ত বণিক, 32/6'-1", নিজস্ব ব্যবসা ও ইলেক্ট্রিশিয়ান, পিতৃহীন, একমাত্র সন্তান। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য জেনাঃ, সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্বা 26 পাত্রী কাম্য। 9679943399. (C/116499)

■ পাত্র ঘোষ, বয়স 40/5'-6", M.A. পাশ, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুযোগ্য ও ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9732371571. (C/116392)

■ Siliguri, established businessman, 29yrs., Saha (EB), BBA. Looking for a suitable bride. 9609053552. (C/116447)

■ পূঃ বঃ বৈদ্য, 5'-7"/40 বৎঃ, MNC (সুরাট)-এ কর্মরত, B.A., তুলা রাশি, দেবগণ, 33-34'এর মধ্যে সুন্দরী, বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/সম্ভ্রান্ত, কায়স্থ পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9330011934. (C/116340)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com. পাশ, 5'-2", SC, 38+, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/116344)

■ দত্ত, দাবিহীন, 40+/5'-7", উচ্চমাধ্যমিক, ব্যবসায়ী পাত্রের 34 মধ্যে ফর্সা, মাধ্যমিক পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250336960. (C/116344)

■ শিলিগুড়ি, মাহিষ্য, General, 29/5'-4", B.Tech. Engg., বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7478682965. (C/113486)

■ কায়স্থ, 34/5'-9", M.Tech., গভঃ উচ্চপদে কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র পুত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্রী চাই। 8653243203. (C/116346)

■ M.Sc., Ph.D., 30/5'-9", IIT-তে পোস্ট ডক্টরেট পদে কর্মরত। উপযুক্ত ফর্সা, রাজবংশী পাত্রী চাই। (M) 9734006280. (C/116346)

■ পাত্র 44/5'-6", সুদর্শন, কায়স্থ, নরগণ, মকর রাশি। একমাত্র সন্তান, ডিভোর্সি। MBA, MNC নাসিকে (মহারাষ্ট্র) উচ্চপদে কর্মরত। নিজ বাড়ি শিলিগুড়িতে। সুন্দরী, শিক্ষিতা, ডিভোর্সি/বিধবা ইস্যুহীন পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 8830965695. (C/116346)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Cent. Govt. উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9432076030. (C/116346)

■ অসম নিবাসী, 34/5'-9", M.Tech., রেলের গ্রুপ-A অফিসার পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের পাত্রী চাই। 9144170307. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৩৯+, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩২, M.Tech. পাশ, নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116346)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩০, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, ৪৮, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116346)

■ বয়স ৩৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র ইনকামট্যাক্স ইনস্পেকটর পদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116346)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Com., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116346)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, M.Tech., CPWD (সেন্ট্রাল গভঃ)-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116346)

■ পাত্র কায়স্থ ঘোষ, উঃ বঃ, সরকারি বিদ্যালয়ে ICT শিক্ষক, 38/5'10"। ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। চাকুরি অগ্রগণ্য। M - 7872818924 (রায়গঞ্জ) (M - 115364)

■ কর্মকার (সরকার), 31/5'6", একমাত্র পুত্র, B.Tech, কলকাতায় কর্মরত, অলিম্মান, দেবারী। সুন্দরী, শিক্ষিতা সুপাত্রী কাম্য। M - 9531738238 (রায়গঞ্জ)। (M - 115364)

■ পাত্র Officer, Central Bank, Head Office, Mumbai. Per Annum 18L, 30YRS, 5'11" MBA (Finance, IIT). Gen মাহিষ্য। কলিকাতায় আসার চেষ্টা আছে বা নিজ গৃহে Work Farm খুলিতেও ইচ্ছুক। সুন্দরী, লম্বা, ফর্সা, উচ্চশিক্ষিত, '26-29' YRS Gen পাত্রী কাম্য। Bio-Data, Photo 6289379449 Whats-App No পাঠাতে পারেন। (Not Matrimony Office etc) দুই দিনাজপুর, মালদা, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M - 114090)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116322)

কলকাতার এজেসি বোস রোডের পাশে বহুতলে আগুন। শনিবার। ছবি- আবির চৌধুরী।

ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগই অস্ত্র

অভিষেকের নেতৃত্বে ‘দাবি যাত্রা’র ভাবনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ মে : কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে আবার রাজ্যজুড়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। জেলায় জেলায় এই আওয়াজ তুলতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের খবর, আপাতত শাসকদলের রদবদল অনেকটাই কার্যকর হওয়ায় আবার অভিষেক সক্রিয় হচ্ছেন। শনিবার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের ছক কষতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই অভিষেকের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে দলনেত্রী সবুজসংকেত দেবেন। এই বিষয়ে পুরো দলকে অবহিত করতে তৃণমূলের রাজ্য পর্যায়ে সাংগঠনিক বৈঠক ডাকারও কথা চলছে।

দলীয় সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের ডিএ নিয়ে নির্দেশের পর বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থানের চাপ রাজ্য সরকারের ওপর এসে পড়েছে। এই অবস্থা সামাল দিতে সরকারি পর্যায়ে অর্থ সংস্থানের নানা চিন্তাভাবনা চলছে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায়। তাঁর নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, অর্থসচিব ও পুরো অর্থ দপ্তরকে শামিল করা হয়েছে। সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে এই দায়িত্বে শামিল হয়েছেন। রাজ্যের উদ্ভূত এই অর্থসংকট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে তাঁর কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছে বলে খবর নবান্নের শীর্ষ মহলের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

পরিকল্পনা

- শাসকদলের রদবদলের পর অভিষেক সক্রিয় হচ্ছেন
- কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের ছক কষতে শুরু করেছেন
- উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই মমতা তাতে সবুজসংকেত দেবেন বলে খবর
- এই বিষয়ে পুরো দলকে অবহিত করতে তৃণমূলের রাজ্য পর্যায়ে সাংগঠনিক বৈঠক ডাকারও কথা চলছে

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, অর্থ সংস্থানে সরকারি পর্যায়ে যা পরিকল্পনা চলছে চলুক। ২০২৬-এ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার প্রস্তুতিও জোরদারভাবে শুরু করতে চাইছেন তিনি। কেন্দ্রের সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে এখনই সরব হওয়া দরকার। বিভিন্ন খাতে রাজ্যের বিপুল পরিমাণ টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। তাদের এই বঞ্চনার পিছনে বিরোধী দল বঙ্গ বিজেপির নিয়মিত ইন্ধন রয়েছে। কেন্দ্রবিরোধী প্রচারে এই দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিচক্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর এটা একটা রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশলেই তিনি ঘা দিতে চান কেন্দ্র ও বিরোধী দল বিজেপিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবাসীর মধ্যে কেন্দ্রবিরোধী মনোভাব ভোটের আগে চাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে। অর্থনৈতিক চাপ সামাল দিতে কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের বকেয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ যে কেন প্রয়োজন তা রাজ্যবাসীর কাছে প্রচারে তোলা দরকার বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন।

দলের খবর, ভোটের আগে শাসকদলের এই প্রচারের ঝড় তুলতে অভিষেককেই নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে তুলে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, দলের এই প্রচারের ঝড় তুলতে আবার অভিষেক জেলায় জেলায় দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ‘দাবি যাত্রা’র মতো কর্মসূচির পরিকল্পনা করছেন।

‘বাংলার বাড়ি’র দ্বিতীয় কিস্তি বিলি শুরু রাজ্যে

কলকাতা, ১৭ মে : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকা পাঠানোর কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। ব্লক প্রশাসনের তরফে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছোবে শীঘ্রই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা সফরে গিয়ে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর কথামতোই কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন।

জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি জানিয়েছেন, ‘পুরো প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন আধিকারিকরা। দ্বিতীয় পর্যায়ে টাকা পেয়ে উপকৃত হবেন বহু মানুষ। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর অনেকটাই এগিয়ে।’ জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য খরচ হবে ৩৭৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার বেশি। লক্ষ্য ৬২ হাজার ৫৯১টি পরিবারকে সাহায্য। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা আটকানোয় বহু পরিবার সমস্যায় পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো আমাদের উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে ১২ লক্ষেরও বেশি এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।’

গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রযুক্তি

কলকাতা, ১৭ মে : গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা আরও নিখুঁত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য। ১২টি অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন বা এটিএস কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। সূত্রের খবর, ১২টি জেলাকে ইতিমধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনায় টেস্টিং স্টেশনগুলি গড়ে তোলা হবে। বিষয়টি নিয়ে নবান্নের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে।

গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য। বর্তমানে ম্যানুয়াল ফিটনেস কেন্দ্রগুলিতে খালি চোখে গাড়ির অবস্থা দেখে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেই কাজ করেন মোটর ভেহিকল দপ্তরের টেকনিক্যাল অফিসাররা। অনেক ক্ষেত্রে অসদুপায়ে বা বেআইনিভাবে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। ফলে রাজ্য প্রশাসনকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। তাই এই অটোমেটেড টেস্টিং স্টেশন চালু করার বিষয়ে এগোচ্ছে রাজ্য। প্রযুক্তি নির্ভর এই ব্যবস্থায় গাড়ির সমস্যাগুলি সহজেই ধরা পড়বে।

টেট উত্তীর্ণদের ‘বেকার মেলা’

প্রতীকী খাবার বিক্রি করে আন্দোলন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ মে : চক-ডাস্টারের পাশেই রাখা ভিক্ষাপাত্র। গ্যাসের ওপর চলছে রান্না। সার দিয়ে মুড়ি, চানাচুর, ভাত, আলু, ডিম ও সবজির স্টল। এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পথচলতি সকলেই বেশ অবাক। কাছে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, প্রত্যেকটি স্টলের সামনে লেখা রয়েছে, ‘মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বেকার মেলা’। ঠিক এমনই ছবি শনিবার দেখা গেল কলেজ স্কোয়ারে। প্রতীকী খাবার বিক্রির মাধ্যমে বিক্ষোভ দেখাল ‘২০২২ প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড ঐক্য মঞ্চ’।

২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও নিয়োগপত্র মেলেনি তাঁদের। প্রায় তিন বছর ধরে সল্টলেক, ধর্মতলা, কালীঘাট সহ একাধিক জায়গায় লাগাতার শূন্যপদে নিয়োগের দাবি নিয়ে তাঁরা ঘুরেছেন। তবে এখনও ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি।

শুক্রবার থেকে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে তিনদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেছেন এই টেট চাকরিপ্রার্থীরা। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাঁদের কর্মসূচি চলছে। তাঁদের প্রতিনিধিদল বিকাশ ভবনের অবস্থান মঞ্চে চাকরিহারাদের পাশেও দাঁড়াচ্ছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও জ্যৈষ্ঠের চড়া রোদে নিজের বাবাকে সঙ্গে করে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন রায়গঞ্জের আদিত্য সাহা। তিনি বলেন, ‘ভাতা দিয়ে কখনও শিক্ষক তৈরি হয় না। তিন বছর হয়ে গেল টেট পাশ করে বসে আছি। আজ বাবা রয়েছেন বলে পরিবারের দেখাশোনা সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ১ লক্ষ শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে। তাহলে আমাদের নিয়োগ কেন হচ্ছে না?’

ফুচকা, মুড়ি, চপ নিয়ে বসেছে ‘বেকার মেলা’। কলেজ স্কোয়ারে। শনিবার।

> ভাতা দিয়ে কখনও শিক্ষক তৈরি হয় না। তিন বছর হয়ে গেল টেট পাশ করে বসে আছি। আজ বাবা রয়েছেন বলে পরিবারের দেখাশোনা সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ১ লক্ষ শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে। তাহলে আমাদের নিয়োগ কেন হচ্ছে না?
>
> **আদিত্য সাহা**
> *২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ*

> মুখ্যমন্ত্রী তো আমাদের চপ ভাজতে বলেছেন। তাই রোদে বসে চপ ভাজছি। একমাত্র ২০২২ সালের টেট-এই কোনও দুর্নীতি হয়নি। আমাদের হাতে ওএমআর শিটও রয়েছে। তবু আমরা বেকার। আমাদের দাবি প্রাথমিক শিক্ষকের ৫০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।
>
> **অদিতি কর্মকার**
> *২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ*

গ্যাসের সামনে বসে প্রতীকী রান্না করছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার অদিতি কর্মকার। তাঁর অভিযোগ, ‘মুখ্যমন্ত্রী তো আমাদের চপ ভাজতে বলেছেন। তাই রোদে বসে চপ ভাজছি। একমাত্র ২০২২ সালের টেট-এই কোনও দুর্নীতি হয়নি। আমাদের হাতে ওএমআর শিটও রয়েছে। তবু আমরা বেকার। আমাদের দাবি প্রাথমিক শিক্ষকের ৫০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।’

প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রবল দুশ্চিন্তায় টেট চাকরিপ্রার্থীরা। মিজানুর ইসলাম, পার্থজিৎ বণিকদের দাবি, ‘এরপর উত্তর না এলে আমরাও সংসদের অফিসে তালা ঝোলাব।’

চড়া রোদে টানা অবস্থানে চাকরিহারারা। -সংবাদচিত্র।

এসএসসি ভবন ঘেরাওয়ে অনড়

কলকাতা, ১৭ মে : বিকাশ ভবনে ‘যোগ্য’দের অবস্থান চলছে। পাশাপাশি এসএসসি ভবনের সামনে অবস্থান চালাচ্ছেন ‘অযোগ্য’ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। গত বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা এসএসসি ভবন ঘেরাও করে রেখেছেন। প্রথমে এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে ঘেরাও করে রাখা হলেও পরে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। শনিবারও অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সরেননি ‘অযোগ্য’ চাকরিহারারা।

তাঁদের মঞ্চ ‘ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং ফোরাম’-এর তরফে কমলেশ কপাট জানান, ‘আমাদের দাবি খুব স্পষ্ট। আমাদের স্কুলে ফেরানো হোক। যোগ্য ও অযোগ্যর স্পষ্ট তালিকা প্রকাশ নিয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ করতে হবে। আমাদের বেতনও চালু করতে হবে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, মঙ্গলবার আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য তিনি পদক্ষেপ করবেন।’ বৃহস্পতিবার থেকে ঘেরাও হয়ে থাকা এসএসসি ভবনের কর্মচারীরা অবশ্য ছাড়া পেয়েছেন শুক্রবার। ১৫ জন আধিকারিক আটক হয়েছিলেন। ইউনাইটেড মঞ্চ দাবি জানিয়েছিল, ‘যতক্ষণ না চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমাদের কোনও কথা হচ্ছে, আমরা কোনও আধিকারিককে বাইরে বেরোতে দেব না।’ তাঁদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে শেষপর্যন্ত এসএসসির চেয়ারম্যান বৈঠক করলে ‘অযোগ্য’রা আটক হয়ে থাকা আধিকারিকদের মুক্তি দিয়েছেন। তবে সিবিআইয়ের প্রকাশিত ওএমআর শিটের সত্যতা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার প্রতিশ্রুতিমাফিক এসএসসির চেয়ারম্যান বৈঠক করবেন কিনা, সেই নিয়ে চিন্তায় চাকরিহারারা।

৬০ পেরিয়ে বাবা হওয়ার অনুমতি

কলকাতা, ১৭ মে : ষাট পেরোনোর পরও বাবা হতে চান তাঁরা। কারও বয়স ৬৩, কারও ৬১। তাই কৃত্রিম উপায়ে পিতৃত্বের স্বাদ পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন একাধিক ব্যক্তি। কিন্তু বাদ সাধছে কেন্দ্রীয় আইন। তবে আদালতের নির্দেশে বাবা হতে পারবেন তাঁরা। এই ধরনের একগুচ্ছ মামলার শুনানি হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সম্প্রতি দুটি মামলায় কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান ধারণের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনলজি বা এআরটি সংক্রান্ত ২০২১ সালের কেন্দ্রীয় বিধি অনুযায়ী নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে সন্তান নেওয়ার বয়স উল্লেখ করা আছে। এক্ষেত্রে পুরুষের বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ৫৫ ও নারীর ক্ষেত্রে ৫০ বছর। সর্বনিম্ন বয়স উভয়ের ক্ষেত্রেই ২১ বছর। সম্প্রতি বিচারপতি সিনহার এজলাসে এই ধরনের দুটি মামলায় সম্ভাব্য মায়েদের বয়স সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকলেও সম্ভাব্য বাবাদের বয়স বেশি। একটি মামলায় সম্ভাব্য বাবার বয়স ৬১, আর একটিতে ৫৬ বছর। প্রথম মামলাটিতে সম্ভাব্য বাবার বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় বিচারপতি সিনহা শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, মামলাকারী ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় শিশু জন্মানোর পর কতদিন বাবার সান্নিধ্য পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম হওয়ার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় নির্ভর করে। তবে এই দুটি মামলার ক্ষেত্রে কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান ধারণের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। তবে আর একটি মামলায় নারীর বয়স ৩৪ আর পুরুষের বয়স ৬৩ হওয়ায় আদালত মনে করছে, এই মামলাটিতে আরও বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বিধিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক হাইকোর্টে বহু মামলা হয়েছে। শেষপর্যন্ত তা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। এখনও সেগুলির সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়নি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 83J 51758 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে আমি যে পুরস্কার জিতেছি তা একটি বিশাল আশীর্বাদ স্বরূপ। স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয় করেছিলাম যা আমার ভাগ্যকে খুব ভালোভাবে পরিবর্তন করেছে। আমি আশা করি ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার মাধ্যমে অন্যদেরও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করবে।"

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা গণেশ মাঝি - কে 04.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মীনাক্ষীর পর কে, প্রশ্ন যুব সংগঠনে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ মে : জুন মাসেই সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। তখনই যুব সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নির্ধারিত হবে। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তবে মীনাক্ষী ওই পদ থেকে সরলে তার পরিবর্তে ডিওয়াইএফআইয়ের হাল কে ধরবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে সংশয় তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি কিছু জেলায় সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচন নিয়ে রীতিমতো দলের মধ্যেই বিদ্রোহের আঁচ দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সম্মেলনে এই ধরনের অস্বস্তিও এড়াতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

২১ থেকে ২৩ জুন বহরমপুরে ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। তার আগে একাধিক জেলায় সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। সূত্রের খবর, রবিবার দার্জিলিংয়ে, ২২ ও ২৩ মে কোচবিহার, ২৪ ও ২৫ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, ২৭ ও ২৮ মে মালদায় সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে পুরুলিয়ায় সিপিএমের যুব সংগঠনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে।

দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হয়। কমিটির ৪৮ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন সদস্যই তা নিয়ে বিরোধিতা করেন। এমনকি সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহার সামনেই বাকবিতণ্ডায় জড়ান কর্মী, সমর্থকরা। অনেকেই সভাপতিকে পছন্দ না হওয়ায় পদত্যাগও করেন। শেষপর্যন্ত ঘরোয়া আলোচনাতেই বিষয়টি মিটিয়ে নিয়েছে সিপিএম।

তবে জুন মাসে রাজ্য সম্মেলনে মীনাক্ষী সরে গেলে তাঁর পরিবর্তে নতুন মুখ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দলের অন্দরেই চর্চা, মীনাক্ষীর জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হলে তার মধ্যে আন্দোলনের সক্রিয়তা, মাঠে নেমে লড়াই করার প্রবণতা, দলীয় ভাবমূর্তি যথোচিতভাবে তুলে ধরার বিষয়গুলি থাকতে হবে।

মীনাক্ষী সরে গেলে আন্দোলনের ঝাঁঝ ধরে রাখা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, তিন বছর অন্তর ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন হয়। তিনটি মেয়াদের বেশি কাউকে পদে রাখা যায় না। ন্যূনতম বয়স ৪০ বছর হতে হয়। এক্ষেত্রে দলের একাংশ মনে করছেন, মীনাক্ষী ৪০ পেরিয়েছেন।

উত্তরাধিকারে সংশয়

- জুনে ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্মেলন
- বর্তমানে সংগঠনের সম্পাদক মীনাক্ষী
- তাঁর পরবর্তীতে ওই পদে কে বসবেন তা নিয়ে দলেই শুরু হয়েছে সংশয়
- সম্প্রতি সংগঠনের বেশ কয়েকটি জেলা সম্মেলনে সভাপতি, সম্পাদক নির্বাচন ঘিরে অশান্তি দেখা গিয়েছে
- রাজ্য সম্মেলনে এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে চাইছে দল

তবে মাত্র একবার যুব সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন। তাই ব্যতিক্রমীভাবে তাঁকে নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল করে রেখে দেওয়া যেতেই পারে। মীনাক্ষীর জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য। তাই তিনি সরলে মুখ কে হবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। তবে দলের আরেক অংশ মনে করছে, মীনাক্ষীকে পদ থেকে সরানো হলেও তাঁকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে। নতুন মুখ যুবর মধ্যে থেকেই উঠে আসবে।

GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES
(A Fully Dedicated College of Pharmacy)
Trinity Trust, Asansol
Estd : 2000
Approved by AICTE, PCI & UGC 2(F), Affiliated to MAKAUT
26th Year A Hallmark of Academic Excellence
COURSES OFFERED
B.PHARM | M.PHARM
B.PHARM LATERAL | PHARMACEUTICS
PHARMACOLOGY
B.Pharm Graduates can appear for any Govt. Jobs except SSC
Admission Going on :- 2025 - 2026
GPAT Qualified Students 2024

AIR- 5 Sanchari Sadhu
AIR- 89 Soumen Paria
AIR- 260 Bikash Duary
AIR- 1158 Manaseej Banerjee
AIR- 3587 Ayan Neogi

nirf
National Institute Ranking (Framework India Ranking 2023 Pharmacy rank Band 102-125)
Gupta College of Technological Sciences, is one of the most renowned Pharmacy College in India

Ladies hostel available with all meals & free wi-fi facilities.
Ashram More, G.T. Road, Asansol, Dist : Paschim Bardhaman, Asansol- 713301(W.B.)
Contact : 0341- 2313120, 2314604 (M) 9800625765 , 9800636765
Email : gctsasansol@gmail.com website : www.gctsindia.in

প্রয়াত সংস্কৃতি অন্বেষক বিমলা

নিউজ ব্যুরো

১৭ মে : সমাজসেবক, ব্যবসায়ী, জ্ঞান প্রবাহের প্রতিষ্ঠাতা বিমলা পোদ্দার ৮৮ বছর বয়সে গত ১৪ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এরপর সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। বিমলা জ্ঞান প্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এটি বারাণসীভিত্তিক সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র। তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন।

ওই সংস্থার অধীনে তিনি ভারতের সংস্কৃতি অন্বেষণ সম্পর্কিত কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য ২০১৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিতও করেন।

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড আলাস্কা বিকেল ৫.৩৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ অগ্নিপরীক্ষা, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.০০ প্রতারক, ১.০০ বেদের মেয়ে কাঞ্চনমালা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৪০ মজনু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মানুষ কেন বেইমান, দুপুর ২.০০ সংঘর্ষ, বিকেল ৫.০০ তবু ভালোবাসি, রাত ৯.৩০ ১০০% লভ, ১২.৪৫ পাকা দেখা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহান, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তুমি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সঙ্গী, রাত ৯.০০ ত্রয়ী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কলঙ্কিনী

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.২৮ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.৪৭ বিবাহ : আ জার্নি ফ্রম এনগেজমেন্ট টু ম্যারেজ, বিকেল ৫.১৪ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ বাগি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ পঙ্গা, দুপুর ২.০০ অংরেজি মিডিয়াম, বিকেল ৪.১৫ কাই পো চে, সন্ধে ৬.৩০ পাটিয়ালা হাউস, রাত ৯.০০ মহেঞ্জোদারো

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০২ ওয়েলকাম ব্যাক, দুপুর ১.০৯ কোই মিল গয়া, বিকেল ৫.১৩ ক্র্যাক, রাত ৮.০০ রিয়েল টেভর, ১০.৪৮ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.২৪ জিরো, দুপুর ২.০৭ সলাম ভেঙ্কি, বিকেল ৪.২৬ রাজি, সন্ধে ৬.৪৭ মিশন মজনু, রাত ৯.০০ খো গয়া হম কহাঁ, ১১.১৭ ওমেরতা

পঙ্গা বেলা ১১.৪৫
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

অ্যানাকোন্ডা
রাত ৮.৪৫ **মুভিজ নাউ**

রুই বড়ি কালিয়া এবং **আচারে আমলকী** তৈরি শেখাবেন সোনা হালদার বালা। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

হঠাৎ জল বৃদ্ধি মাল ও তিস্তা নদীতে।।

শনিবার অ্যানি মিত্র ও মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

অবহেলায় পড়ে তোপখানা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৭ মে : রাজ আমলের নিদর্শন হলেও কোচবিহারের ম্যাগাজিন রুম বা তোপখানা আজ চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। হেরিটেজ তালিকায় নাম উঠলেও আজ পর্যন্ত এই ভবনটির দিকে নজর পড়েনি কারও। বর্তমানে ভবনটির অবস্থা শোচনীয়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের অনেকেই ক্ষুব্ধ। এব্যাপারে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইছেন তাঁরা।

কোচবিহারের ম্যাগাজিন রোডের ধারে অবস্থিত এই ঘরে রাজ আমলে রাজাদের গুলি, বন্দুক, গোলাবারুদ মজুত থাকত। বয়সের ভারে হেরিটেজ তকমা পেলেও প্রাপ্য যত্ন পায়নি এই ঐতিহাসিক নিদর্শন। ১৮০০ সালের মাঝামাঝি এটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে অনুমান। প্রবীণ নাগরিকদের কাছ থেকে জানা যায়, তোপখানার চারিদিকে চারটে গোলাকার রক্ষীঘর ছিল। তা আজ একটিতে এসে ঠেকেছে। বাকি তিনটির আজ আর কোনও চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিক ঘিরেছে আগাছায়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, কোচবিহারের বহু মানুষই জানেন না এই ম্যাগাজিন রুমের কথা।

কোচবিহারের রাজারা ১৩টি তোপধ্বনির অধিকারী ছিলেন। সেসময় অতিথিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই তোপধ্বনির প্রচলন ছিল। সেসব গোলাবারুদ, কিছু যুদ্ধাস্ত্র এই তোপখানায় রাখা হত। শহরবাসীকে সময় জানান দেওয়ার জন্য দুপুর ১২টায় এই তোপখানা থেকে তোপ দাগা হত। এই তোপখানা বা ম্যাগাজিন রুমের জন্যই পঞ্চরঙ্গী মোড় থেকে জেলখানা বা সংশোধনাগার পর্যন্ত রাস্তাটির নাম হয়েছে ম্যাগাজিন রোড।

ম্যাগাজিন রুমের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে পিডব্লিউডি। সেখানে একসময় তাদের কয়েকটি কোয়ার্টার্র ছিল, আজ তা তালাবন্ধ। জানা গেল, বছর তিনেক আগে এই হেরিটেজ ভবনটি সংস্কারের জন্য পিডব্লিউডির তরফে এস্টিমেট পাঠানো রয়েছে। আজ পর্যন্ত তার অনুমোদন আসেনি বলে জানিয়েছেন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ। ফলে বছর দুয়েক আগে সংস্কারের জন্য ভবনটির ভেতর ও বাইরের দেওয়ালে গজিয়ে ওঠা গাছ থেকে শুরু করে জঙ্গল সব পরিষ্কার করা হলেও আজ আবার তা জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে।

একসময় তোপখানার ভগ্নপ্রায় বারান্দা সিমেন্ট দিয়ে নতুন করে বানানো হয়েছিল। যদিও সেই সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই হেরিটেজ কমিটির কাছে। মাঝে এই ম্যাগাজিন রুমে প্যান্ডেল করা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'হেরিটেজ তালিকায় নাম থাকলেও এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ভবন একেবারেই অবহেলায় রয়েছে। এতদিনেও সেখানে সরকারের নজর পড়েনি যা অত্যন্ত দুঃখের। আর কিছুদিন এভাবে পড়ে থাকলে ম্যাগাজিন রুমটি ধ্বংস হতে বাধ্য।'

জরাজীর্ণ কোচবিহারের ম্যাগাজিন রুম তথা তোপখানা।

গ্রেপ্তার ৯

ময়নাগুড়ি, ১৭ মে : শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে সাত জুয়াড়ি সহ দুজন বেআইনি মদ বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৪২টি দেশি মদের বোতল। ওইদিন ভোটপট্টি ও ব্যাংকান্দি এলাকায় পৃথক দুটি জুয়ার আসরে হানা দেয় পুলিশ। জুয়ার আসর থেকে ২ হাজার ১৫০ টাকা বোর্ড মানিও উদ্ধার করা হয়।

e-TENDER NOTICE

E-Tenders are hereby inviting by Prodhan of Alihanda Gram Panchayat for the execution of works under 15th FC vide. N.I.T No. MLD/HCPUR-1/AGP/01/2025 and N.I.T No. MLD/HCPUR-1/AGP/02/2025 of Dated-13.05.2025. Details are available in the office of the undersigned & log on to of website www.wbtenders.gov.in. Last date of submission Bids : up to 26.05.2025 (up to 5:00PM)

Sd/-
Prodhan
Alihanda Gram Panchayat
Chanchal-I P.S, Malda

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.-02(e)/BDO/K-I of 2025-2026, Dated-16.05.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda on behalf of Gov.t of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 31.05.2025 upto 15.00 hours.

Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

e-Tender Notice

Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/007/BDOKNT/25-26 Work Sl No. 01 to 04, Dated :- 16-05-2025. Last date of submission of bid through online is 24-05-2025 upto 09:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 16-05-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_টিআরডি_০১_২৫-২৬, তারিখ : ০৮-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ইএল_টিআরডি_০১_২৫-২৬, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে - কাটিহার ডিভিশনে (ফেজ-I) তে শার্প অ্যাঙ্কর টার্মিনেশন এবং আরআরএ পরিবর্তন করে ওএইচই সিস্টেম উন্নতির ব্যবস্থা। কাজের আনুমানিক মূল্য : ১,৯৮,৭১,২৬৪.৩৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৪৯,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৬-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অবধ আসাম এক্সপ্রেসের ইন্টিগ্রেটেড হাউসকিপিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-২৬, তারিখ : ১৫-০৫-২০২৫। টেন্ডার নং : এম-টিএসকে-২০২৫-২৬। কাজের নাম : এক বছর সময়ের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে ১৫৯০৯/১৫৯১০ অবধ আসাম এক্সপ্রেসের মেই নটেই নড ইন্টিগ্রেটেড হাউসকিপিং। কাজের স্থান : ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, নিউ তিনসুকিয়া, লিডু, মাকুম, সিমালুগুড়ি, মরিয়নি, যোরহাট। টেন্ডার মূল্য : ৩,৮৭,৫২,৪৬৬.১০ টাকা। বায়না মূল্য : ৩,৪৩,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় : ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় : ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবা

ঠিকার আধারে ১৩৩ জন প্রাক্তন সৈনিকের নিযুক্তি

ডিআরএম ডাক নং. ডিআরএম/২০২৫/বি/৩২২৬৬০৩ তারিখঃ ১৪-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সেবার জন্যে ডাক শুল্ক- তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের সমগ্র সুরক্ষা শ্রেণীর ট্রাফিক এলসি গেটসমূহে গেটমেন হিসেবে ঠিকাভিত্তিতে ১৩৩ জন প্রাক্তন সৈনিকের নিযুক্তি, সেবার জন্যে ডাক শুল্ক-১৩৩ জনের হেতু কনজিউমেবলস, সেবার জন্যে ডাক শুল্ক- তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে গেটমেন হিসেবে ঠিকা ভিত্তিতে ১৩৩ জন প্রাক্তন সৈনিকের নিযুক্তির হেতু বোনাস। আনুমানিক ডাক রাশিঃ ১৫,৮৭,৩৬,৬১২.১৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৪৩,৭০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তির তারিখ/সময়ঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। ডাক খোলার তারিখ/সময়ঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৬.৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে সরকারি ই-মার্কেটিং ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নদীর তীর ও সেতুর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলির জন্য সুরক্ষার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/১৭ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৪-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে; আইটেম নং ১: আইটেমের সংক্ষিপ্তবিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - এডিইএন/শিলাপাথরের আওতাধীন (৩৪টি) নদীর তীর এবং সেতুর (বিআর. নং. ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৮, ৭১০, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ ও ৭৪১) ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের জন্য সুরক্ষার কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১২,২৪,৬৯,৬৯৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭,৬২,৪০০/- টাকা; উপরের টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার তারিখ ০৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ০৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বাংলাদেশি প্রস্তাব ফেরালেন বাচিকশিল্পী

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ মে : প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে টানটান সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ব্যবসায়ীরা তুরস্কের আপেল, মার্বেল বর্জন করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এই আবহে বাংলাদেশ থেকে আসা জনপ্রিয় কোম্পানির বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দেওয়ার আহ্বান ফেরালেন বালুরঘাটের ভয়েস ওভার আর্টিস্ট। ভারতের প্রতি ওপার বাংলার কুরুচিকর মন্তব্য ও বিরূপ আচরণের প্রতিবাদ জানাতেই তাঁর এই পদক্ষেপ বলে জানান ভয়েস ওভার আর্টিস্ট শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

শিল্পীর এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে বালুরঘাটের প্রবীণ বাচিকশিল্পী বিভাস দাস বলেন, 'বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ইতিহাস ভুলতে বসেছে। বাংলাদেশের জন্ম যে দেশের হাত ধরে তার বিরুদ্ধাচরণ করছে দেশটি। সমগ্র শিল্পসমাজকেই নতুন করে তাদের ইতিহাস বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলেই তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।'

বালুরঘাট শহরের কচিকলাপাড়ায় বাড়ি শুভজিৎবাবুর। তিনি একাধারে যেমন সংগীতশিল্পী, তেমন বাচিকশিল্পী হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। তিনি ২০২০ সালে অভিনেতা মীর ও সুদীপ্তা চক্রবর্তীর বিচারে কলকাতায় গোল্ডেন ভয়েস তালিকায় উঠে এসেছিলেন। সানডে সাসপেন্স প্রোজেক্ট, রেডিওর মহাভারতে অর্জুন, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। এমনকি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারি চ্যানেলেও বাংলা ভার্সনে তাঁর কণ্ঠ রয়েছে। কাজ শুরুর প্রথম দিকে তিনি বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিয়েছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশাত্মবোধকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করছেন। যার জেরে বাংলাদেশের জনপ্রিয় স্ন্যাকস ও ড্রিংকস কোম্পানির এক বিজ্ঞাপনের কাজ ফিরিয়েছেন তিনি।

শুভজিৎ জানান, 'শিল্পীসত্তার পাশাপাশি জাতীয়তা সত্তা রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা আমাদের দেওয়া হয় সেটি করি। তেমন বাছবিচার শিল্পীরা করেন না। কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে দেখছি পাশের দেশ আমার দেশকে নিয়ে অপমানজনক ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করছে। যা মেনে নিতে পারিনি। শিল্পের প্রতি যেমন নিষ্ঠা ভালোবাসা রয়েছে, তেমনি দেশের প্রতিও দায়বদ্ধতা আছে।'

বালুরঘাটের এই প্রজন্মের বাচিকশিল্পী সঞ্জয় কর্মকার বলেন, 'বর্তমান আবহে বাংলাদেশের অবস্থান লজ্জাজনক। শুভজিতের এই প্রতিবাদ যথোপযুক্ত। বাংলাদেশের অকৃতজ্ঞতার জবাব দেওয়া উচিত। আমার কাছেও এমন প্রস্তাব এলে তা নাকচ করতাম।'

শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কেন সিদ্ধান্ত

- বাংলাদেশের জনপ্রিয় কোম্পানির বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দেওয়ার প্রস্তাব ফেরালেন শিল্পী
- ভারতের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্যের আচরণের প্রতিবাদ জানাতে এই পদক্ষেপ
- কাজ শুরুর প্রথম দিকে তিনি বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিয়েছেন
- এই মুহূর্তে দেশাত্মবোধকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করছেন

দুর্ঘটনায় মৃত্যু আশাকর্মীর

ক্রান্তি, ১৭ মে : শনিবার দুপুরে ক্রান্তির লস্করপাড়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক আশাকর্মীর। মৃতের নাম পাপিয়া দেবশর্মা। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার কাজে নিযুক্ত থাকা একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে গঙ্গাদেবী অবধি রাস্তার কাজ চলছিল। সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছিল ডাম্পারটি। লস্করপাড়ার কাছে রাস্তার সামগ্রী ফেলার পর পেছনদিকে নেওয়ার সময় পাপিয়াকে পিষে দেয় সেটি। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মারা যান তিনি।

SAMAGRA SHIKSHA MISSION
Haren Mukherjee Road,
Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.-01-DEO/SSM/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Education Officer, SSM, from bonafide resourceful contractors for different electrical works under Samagra Shiksha Mission.

Date & Time Schedule for Bids
Start date of submission of bid : 17.05.2025 at 11.30 am. Last date of submission of bid : 23.05.2025 upto 03.30 pm.
All other details will be available from SSM Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/- DEO, SSM

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

স্পোকেন ইংলিশ

■ ডাকযোগে ইংরেজি দ্রুত শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। বিস্তারিত জানতে কল করুন। M : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/116346)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116344)

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/116495)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি কলেজের পেছনে 2 BHK Flat এবং Single Room ভাড়া দেওয়া হইবে। M : 98324-91711. (C/116486)

■ ভাড়া-2 BHK, নীচতলা, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি, সরকারি/ব্যাংক কর্মচারী অগ্রগণ্য। M : 9083352087. (C/116342)

ভাড়া

■ Rent 2000 sq.ft. ground floor, prime location near Children Park, Hakimpara, Slg. M : 9632398352. (C/116342)

■ Two Rooms with Kitchen approximately 700 sq.ft Rent for office purpose at Ashrampara, Nazrul Sarani, Siliguri, M : 9434046503.

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 27/9, স্পিতী ভ্যালি 5/9, হিমাচল+ অমৃতসর 8/10, কাশ্মীর 28/9, 8/10,রাজস্থান 8/10, মুম্বই-গোয়া 2/10, কেরল 10/10, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530 (K)

ক্রয়

■ খড়িবাড়ি ব্লকে একবিঘা রেজিঃ জমি কিনতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

বিক্রয়

■ Almost ready, 3 BHK flat for sale, Hakimpara, Siliguri. M : 9832097101. (C/116342)

■ শিলিগুড়ি সুকান্তপল্লিতে বাড়ি বিক্রয়। Ph. 9635013301. সময় - Afternoon 1-3 P.M. Evng 7-9 P.M. (C/113483)

বিক্রয়

■ Land for sale Rs./Lr Khatiyan at Farabari, Siliguri Rs. 390000 per Katha, 9832060869, 9832014897.

■ 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, 3rd flr. সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। ফোন- 9434874112/ 7001659763. (C/116446)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/116338)

■ আলিপুরদুয়ার নেতাজিপাড়ায় ৬ ডেসিঃ জমি বিক্রয়। দলাল নহে। যোগাযোগ 9679622412. (C/116492)

■ হ্যামিল্টনগঞ্জ হাইস্কুল সংলগ্ন সাড়ে আট কাঠা জমির উপর দ্বিতলবাড়ি সত্বর বিক্রয় করিব। যোগাযোগ-94343-51193/7908867597. (C/116491)

■ নিউটাউনপাড়া, জলঃ বালাজী কনস্ট্রাকশন, 1st ফ্লোর, 2 BHK, 900 sq.ft. ফ্ল্যাট বিক্রয়, শিবু চন্দ। M : 8016402203. (C/115866)

■ আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে ৬টি ঘর, ২টি বাথরুম, ২টি কিচেন সহ চারদিকে বাউন্ডারি ওয়ালযুক্ত ৬ ডেসিমেল (App.) জমি বিক্রয়। 9800020321/7407549888. (C/115558)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, বাবুপাড়ায় কৃষ্ণকুঞ্জ ভবনের কাছে 1285 sq.ft. & 1185 sq.ft ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য আছে। M : 9434327111. (C/116342)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া 2 BHK ফ্ল্যাট 550 sq.ft. শীঘ্রই বিক্রয় M : 9474897702. Cont- 4 to 8 P.M. (C/116342)

■ শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেইন রাস্তার ওপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, পার্মানেন্ট সোলার লাইট, পুরো জমিতে সম্পূর্ণ বাউন্ডারি করে ছোট ছোট জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। 93324-92359. (C/116344)

■ Flat sale- দেশবন্ধুপাড়া, NJP, near দাদাভাই মাঠ, 2 BHK- 3rd ফ্লোরে। M : 8918612289. (C/116342)

■ শিলিগুড়ি-ডাবগ্রামে 1 BHK flat বিক্রয়। ক্রেতারাই কেবল যোগাযোগ করবেন - 9641402111. (C/116342)

■ Flat for sale, 2 BHK, E.V. Pally, Sanghati More. M : 9832097070. (C/116356)

■ শিলিগুড়ি, দেশবন্ধুপাড়ায়, গোপাল মোড়ে-গ্রাউন্ড ফ্লোর, 1325+135 sq.ft বিক্রয়, ৩৭ লক্ষ। M : 8759115645. (C/116342)

■ পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি সংহতি মোড়ের কাছে ২ কাঠা জমির ওপর তিনতলা সুসজ্জিত বাড়ি বিক্রয় করতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

বিক্রয়

■ Sale for 148 sq.ft. shop, 35 ft wide road, Nabgram , near Winners Club, Sreema Sarani, Siliguri. (Mob) - 7908821451, 9434045098. (C/116344)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণি সংহিতা আবাসনে 2 BHK ফ্ল্যাট 3rd ফ্লোর 999 sq.ft. গ্যারাজ সহ বিক্রি। সত্বর যোগাযোগ- M : 8250040839.

■ Flat for sale at Hakimpara 1300 sq.ft 1st floor front side 3 BHK resale. Price- 45 lac. M : 7076462095. (C/116345)

কর্মখালি

■ Livpure কোম্পানিতে মার্কেট সার্ভের জন্য আংশিক ও পূর্ণ সময়ের জন্য Male/Female Market Coordinator প্রয়োজন। Age 18-40, যোগ্যতা- মাধ্যমিক, Salary+Attractive Incentive+TA সহ অন্যান্য অনেক সুবিধা। Biodata সহ যোগাযোগ করুন- Anandam,Nazrul Sarani, Siliguri. Ph 9933326699

■ Require Governess/Lady Asst. for a Retd. Govt. Engineer.(M) 9434249237.(C/116450)

■ স্ক্র্যাবার প্যাডের সেলসম্যান চাই, না টার্গেট, না ফুলটাইম। কিনুন- বেচুন নিজেই করুন। (মো) ৮০১৬৩২১২০৬- শিলিগুড়ি। (C/116476)

কর্মখালি

■ Required Driver for Bolero pick up(Commercial Licences). 6294594693-9434059042(C/116477)

■ শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে দিন-রাতের কাজের মহিলা চাই। 7866820773 (C/116342)

■ Require experience loan sales executive and loan agent for loan products. Mobile: 7001205756(C/116345)

■ অল রাউন্ডার ম্যানেজার ও কুক (হোটেল), মল-এর জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। Gangtok. 9434117292(C/116343)

ACCOUNTANT WANTED

■ Father LeBlond School is seeking an experience Accountant -5 years of experience in accounting - knowledge of Tally and MSOffice - Good communication skills WhatsApp CV to 8101913715.

Urgent Requirment

■ Wanted TGT English, PRT Science, Art & Craft Teacher, NTT/Montessori education for Greenwood English Medium School (a reputed CBSE School) in Baisi, Purnia, Bihar. Contact No.9523947260/ 9693354088(A/B)

কর্মখালি

■ Pepsico ও Nestle কোম্পানিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ ও মহিলা সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন। মাইনে 15000+ শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M: 9064738552, 8001179732. (C/116488)

■ TEACHERS WANTED Create Model Question Papers- Class 10, Board: CBSE & ICSE, Subjects: Math, Science, English, Computer strong command of current syllabus & pattern Freelance. For details: 9474043664.(C/116497)

■ ST. PAUL"S SCHOOL, Siliguri requires Commerce Teacher. Call- 9434539636(C/116342)

JOB VACANCY

■ Business Development Officer- 6(M/F), Receptionist-2(F), GNM, ANM, ICU TECH, DRIVER. Pulse Hospital, Champasari, Siliguri. (M) 9046037779.(C/116344)

সত্বর কাজ চাই?

■ Govt. YVTC- থেকে ছাত্ররা কোর্স করলে ১০০% কাজের ব্যবস্থা আছে। ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে বিদেশে কাজের সহযোগিতা করা হয়। APD-(M) 8167258938(C/115561)

কর্মখালি

VACANCY NOTIFICATION

A leading Construction Firm operating in Siliguri has opened positions for:-
•Chattered Accountant -
•senior In - House Architect -
•Civil Engineer (B-Tech)
Having minimum 5 years of experience in their respective fields. Engineer should have knowledge for civil, mep, structural site works
WhatsApp send your CV to
nihalsinghslg@gmail.com
or 9547705888

VACANCY FOR THE POST OF PRINCIPAL

Vacancy for the Post of Principal. Location: Tufanganj, Coochbehar. Affiliation : CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations)
A reputed CISCE-affiliated English medium School SISTER NIVEDITA CONVENT SCHOOL located at Tufanganj, Coochbehar invites applications for the post of Principal. Eligibility Criteria: Post Graduate in any discipline with B.Ed. Age: Around 50 Years. Minimum 5 years of teaching experience in a CISCE-affiliated school; with 5 years prior experience in school administration or leadership. Excellent communication, leadership, and interpersonal skills. Familiarity with CISCE rules and regulations, academic planning, and school operations. Salary: Negotiable and commensurate with qualifications and experience. Application Process: Interested candidates may send their detailed CV along with a recent passport-sized photograph to [sisterniveditatfg@gmail.com] within 3 days of this advertisement. Short Listed Candidates will call for across the table discussion.

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তিনদিন মমতা উত্তরকন্যায়

সোমবার সফর শুরু

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : চারদিনের সফরে সোমবার শিলিগুড়িতে পৌঁছে এখান থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর ওদলাবাড়ি সহ ডুয়ার্সে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলে তিনি এই সফরে উত্তরকন্যায় থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় থেকেই বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।'

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সোমবার বিকালে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে সড়কপথে সরাসরি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আসবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এখানে সন্ধ্যায় শিল্পপতিদের নিয়ে একটি বাণিজ্য সম্মেলন করবেন। এই কর্মসূচি শেষে তিনি রাত্রিবাসের জন্য উত্তরকন্যার অতিথিনিবাস কন্যাশ্রীতে যাবেন। পরদিন মঙ্গলবার উত্তরকন্যা সংলগ্ন ফুলবাড়ির হেলিপ্যাডের কাছে ভিডিওকন মাঠে সরকারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই অনুষ্ঠানে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার উপভোক্তাদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা তুলে দেওয়া হবে। বুধবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকটি উত্তরকন্যায় অথবা কাওয়াখালির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলা সরাসরি বৈঠকে অংশ নেবে। বাকি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার দুপুরের বিমানে মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতায় ফেরার কথা।

> এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় থেকেই বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।
>
> **গৌতম দেব**
> *মেয়র, শিলিগুড়ি*

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ডুয়ার্সে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হেরিটেজ ওয়াক

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : শনিবার ছিল জাতীয় সংগ্রহশালা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে দার্জিলিং হেরিটেজ ওয়াক আয়োজন করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ। হেরিটেজ ওয়াকে দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুল, সেন্ট জোসেফ কলেজ, সাউথফিল্ড কলেজ সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া হয়।

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের সামনে থেকে এদিন শুরু হয় যাত্রা। সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মলয় সাহা বলেন, 'দার্জিলিংয়ের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানার জন্যই দু'দিনব্যাপী হেরিটেজ ওয়াক আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে বেশকিছু হেরিটেজ বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।' অধ্যাপক, গবেষক এবং ইতিহাসপ্রেমীরা এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন।

অন্যদিকে, এদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রেও এই দিনটি পালন করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনারা কীভাবে কাজ করেন, তা বিস্তারিতভাবে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল রাকেশ বালি।

এছাড়াও পড়ুয়াদের তেরঙা ব্যাজ তৈরি করা শেখানো হয়। দু'দিনব্যাপী এই কর্মসূচি শেষ হবে রবিবার।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামত চলছে। বন্ধ যান চলাচল। শনিবার। ছবি : সূত্রধর

তোলা দিতে না চাওয়ায় মার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : তোলাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের তপ্ত হল নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) এলাকা। এবারও আক্রান্ত হলেন এক গাড়িচালক। অভিযোগ, ওই গাড়িচালক কাটিংয়ের (কমিশন) টাকা দিতে অস্বীকার করায়, তাঁকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর গলায় থাকা রুপোর চেন ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। কয়েকমাস আগেও তোলাবাজির টাকা না পেয়ে মারধর করা হয়েছিল সিকিমের এক গাড়িচালককে। ফের একই ঘটনা ঘটায় এনজেপির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এনজেপিতে তোলাবাজি নতুন কোনও ঘটনা নয়। প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রেই সক্রিয় তোলাবাজির সিন্ডিকেট। টাকা দিতে অস্বীকার বা প্রতিবাদ করলে যে তার মূল্য চোকাতে হয়, তার প্রমাণ বিকি আগরওয়ালকে মারধরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে তিনি এনজেপি স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। শনিবার সকালে স্ট্যান্ডে গাড়ি নিয়ে ফিরতেই তাঁর কাছে কাটিং দাবি করে সিন্ডিকেটের কয়েকজন সদস্য। বিকি টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর ওপর চড়াও হয় ওই দুষ্কৃতীরা। মারধর করার পাশাপাশি চেন ছিনিয়ে নেওয়া, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। বিকির বক্তব্য, 'তিনদিন আগের একটি ভাড়ার ২০ শতাংশ কাটিং চাইছিল ওরা। আমি টাকা দিতে না চাওয়ায় মারধর করা হয়। অন্য ড্রাইভাররা সেখান থেকে আমাকে না নিয়ে এলে পাপ্পুরা মেরেই ফেলত।'

এনজেপি

সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পর কেন তোলাবাজির টাকা গুনতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এদিন ছয়জনের বিরুদ্ধে তিনি এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, এনজেপি ট্যাক্সি হেল্পার ইউনিট বলে একটি সংগঠন গজিয়ে উঠেছে। যার কোনও অনুমোদন নেই বলে স্বীকার করেছেন সংগঠনটির সদস্যরাই। অভিযোগ, সংগঠনের সদস্যরাই সময় অনুপাতে প্রতিটি গাড়ি থেকে কাটিংয়ের টাকা তুলছে। সকালে গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ১০০, দুপুরে ৪০০ এবং রাতে ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই সিন্ডিকেট। তবে এই টাকা আদায়কে তোলাবাজি মানতে নারাজ সংগঠনটি। যেমন, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি এবং এনজেপি ট্যাক্সি হেল্পার ইউনিটের সদস্য পরিমল মালাকার বললেন, 'প্যাসেঞ্জারের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেওয়া সহ অন্যান্য নানারকম সাহায্য করে থাকি। তার বদলে ড্রাইভাররা খুশি হয়ে আমাদের যা টাকা দেন, তা নেওয়া হয়। তবে কেন এদিন এমন ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখতে হবে।'

সংগঠনের যে কোনও অনুমোদন নেই, তা তিনি স্বীকার করে নেন। আইএনটিটিইউসি এনজেপি শাখার সভাপতি সুজয় সরকার বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ধরনের ঘটনাকে আমরা কখনও সমর্থন করি না। সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে যদি কেউ অন্যায় করে থাকে, তাহলে সংগঠন প্রশ্রয় দেবে না।'

ছয়জনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে খবর। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ মে : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পলাতক। শনিবার নাবালিকার পরিবারের তরফে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ, ধর্ষণের ভিডিও তুলে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল অভিযুক্ত। নাবালিকাকে ধর্ষণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে নির্যাতিতার পরিবার। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ বলেন, 'মেয়েটির মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।'

রাজমিস্ত্রির দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১৭ মে : নিখোঁজ থাকার ১৫ দিন পর মিলল এক রাজমিস্ত্রির দেহ। মৃতের নাম পানিয়া সিংহ (৪০)। তিনি চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারগছ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। গত ৩ মে রামগঞ্জে কাজে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। চোপড়া থানায় এবিষয়ে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। শনিবার দলুয়া এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি জঙ্গল থেকে ওই ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করছে পুলিশ।

চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ মে : বিপুল পরিমাণ চোলাই নষ্ট করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর ফাড়াবাড়ি এলাকায় একাধিক বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। বাড়ির ভিতরে চলছিল চোলাই বিক্রির কারবার। প্রায় ৭২০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নষ্ট করা হয়েছে চোলাই তৈরিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং স্পিরিট। যদিও অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। ঘোষপুকুরের ওসি সঞ্জয় তিরকি বলেন, 'অবৈধ মদের কারবারের বিরুদ্ধে আগামীতেও অভিযান চলবে।'

ভুয়ো নথি বানিয়ে শিলিগুড়িতে ডেরা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ মে : অবৈধভাবে পরিচয়পত্র বানিয়ে বছর পাঁচেক ধরে শিলিগুড়িতে বসবাস করছিলেন বাংলাদেশের সীমারানি কর্মকার। ২০২০ সালে তিনি ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে এসেছিলেন। তারপর ভুয়ো নথিপত্র বানিয়ে এখানেই পরিবার নিয়ে বাস করতেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে যান ওই মহিলা। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ সীমারানিকে মেখলিগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয়। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ধৃত ওই মহিলার কাছে ভারত এবং বাংলাদেশ, দুটি দেশেরই পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। দুই পাসপোর্টেই একই জন্মতারিখ ২৫ মে, ১৯৭৭। কলকাতা থেকে ইস্যু করা ভারতীয় পাসপোর্ট অনুযায়ী তাঁর জন্মস্থান কোচবিহার। অন্যদিকে, ঢাকা থেকে ইস্যু করা বাংলাদেশি পাসপোর্ট অনুযায়ী জন্মস্থান শেরপুর।'

ধৃত বাংলাদেশি মহিলা।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সীমারানি বাংলাদেশি পাসপোর্টে ট্যুরিস্ট ভিসায় চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মাধ্যমে ভারতে এসেছিলেন। পরবর্তীতে ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আর কোনও রেকর্ড নেই তাঁর। ধৃত মহিলার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট ও বাংলাদেশে যাওয়ার বৈধ ভিসা ছিল। তাঁকে দেখে ইমিগ্রেশন দপ্তরের অফিসারদের সন্দেহ হয়। ওই মহিলার বিভিন্ন সচিত্র পরিচয়পত্রগুলি সহ পুরোনো রেকর্ড যাচাই করতে শুরু করেন আধিকারিকরা। অবৈধভাবে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগরে সন্তান সহ বসবাস করছিলেন তিনি। ইমিগ্রেশনে জেরার মুখে ওই মহিলা জানান, তাঁর স্বামী সমরচন্দ্র কর্মকার টাঙ্গাইলের বাসিন্দা। বাংলাদেশি পাসপোর্টে ভারতে আসেন তাঁর স্বামী। এরপর ভারত থেকেই দুবাইতে গিয়ে ব্যবসা করছেন। শিলিগুড়িতে সন্তানদের নিয়ে ওই মহিলা একাই থাকতেন। ইমিগ্রেশন থেকে এরপর তাঁকে মেখলিগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ শনিবার তাকে মেখলিগঞ্জ কোর্টে পেশ করলে, বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

JIS GROUP
Educational Initiatives
#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 | 185 | 45000+
www.jisgroup.org
Accredited by NAAC Grade A & A+, NBA & NIRF
APPLICATIONS ARE INVITED
Marketing Executive: Full time MBA/PGDM from recognized Institute/University with min. 5 years of experience in Marketing with excellent communication & presentation skills.
Counsellor: Graduate with English medium background with min. 3 years of relevant experience.
Walk-in Interview on 24 th May 2025,
10:30 am – 1:30 pm at Hotel Mainak Lodge, C-37, Hill Cart, 2, Pradhan Nagar, Siliguri, W.B.
Call us: 8100749670 / 94341 56071
Bring along with One copy of your latest Resume, all testimonials, PAN, Aadhar & colour photograph.
SCAN HERE

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

টুকরো খবর

বন্ধুত্বের হাত

ইসলামপুর, ১৭ মে : সদ্য উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পেয়েছেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। তাঁর বাড়িতে শুক্রবার পৌঁছে গেলেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। কানাইয়া হামিদুলকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়েছেন। আর এতেই অবাক দলের কর্মী থেকে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁদের অম্লমধুর সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। তবে কানাইয়ার আচমকা হামিদুলের বাড়িতে উপস্থিত হওয়া 'বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া'-র প্রথম পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। কানাইয়া বলেন, 'হামিদুল যোগ্য সংগঠক। তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।'

প্রতিবাদ

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ মে : বিহারে রাহুল গান্ধিকে পুলিশি বাধা এবং সরকারের তরফে গণতন্ত্র হত্যার অভিযোগে বিক্ষোভ মিছিল করল কংগ্রেস। শনিবার বিকেলে ফাঁসিদেওয়া থানা মোড় থেকে বাজার পর্যন্ত মিছিল করা হয়। থানা মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেসের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রোহিত তিওয়ারি, জালাস নিজামতারা অঞ্চল সভাপতি আকবর আলি প্রমুখ।

স্বাস্থ্য শিবির

ইসলামপুর, ১৭ মে : ইসলামপুরে রয়েল স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে বেসরকারি উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, চোখ পরীক্ষা সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন ফিজিওথেরাপি, জেনারেল মেডিসিন সহ একাধিক বিষয়ে এদিনের শিবির করা হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষে গণেশ আচার্য বলেছেন, 'এই বছরই প্রথম স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখানে এসে উপকৃত হয়েছেন।'

চালকের মৃত্যু

চোপড়া, ১৭ মে : সোনাপুরের তিনমাইল রোড এলাকায় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে আমবোঝাই একটি লরি। শনিবারের সেই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় চালক সুরজিৎ ঘোষের (৩০)। মৃতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে। কৃষ্ণনগর থেকে আম নিয়ে তিনি শিলিগুড়ি সুপার মার্কেটে আসছিলেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কচুখেতে প্রৌঢ়ার দেহ

মেখলিগঞ্জ, ১৭ মে : মাঝরাত পর্যন্ত বাড়িতে তুমুল ঝগড়া চলছিল। কিন্তু তার পরিণতি যে এমনটা হতে পারে তা কেই-বা ভাবতে পেরেছিল! কচুখেত থেকে এক প্রৌঢ়ার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। শনিবার সকালে মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ এলাকার ঘটনা। ওই প্রৌঢ়ার দেহে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অজস্র ক্ষত মিলেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সুবর্ণ বর্মন (৬৫) নামে ওই প্রৌঢ়াকে খুন করার পর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ওই খেতে ফেলে রাখা হয়েছিল। ঘটনায় মৃতার নাতি দীপক বর্মনের দিকে সন্দেহের তির। ঘটনার পর থেকেই ওই ব্যক্তি পলাতক। পুলিশ দীপকের স্ত্রীকে আটক করেছে। এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে। আমরা সম্ভাব্য সমস্ত দিক ধরেই তদন্ত চালাচ্ছি।'

সুবর্ণদেবীর দুই ছেলে। তাঁদের একজন অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। দীপক সুবর্ণদেবীর সেই মৃত সন্তানেরই ছেলে। সুবর্ণদেবীর আরেক ছেলে রতন বর্মন কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে থাকেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে নিজের জন্য আলাদা রান্না করতেন। নিজের ভাতার টাকা দিয়েও নাতিদের সাহায্য করতেন। নিজের প্রাপ্য সরকারি ঘরের অর্থে নাতির জন্য ঘর নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান গীতা রায় বললেন, 'জানতে পেরেছি, দীপক মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। সেই সময় তার ঠাকুমা বাধা দিতে গেলে দীপক তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তারপর দেহ কচুখেতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।' রাতে প্রতিবেশীরা ঝগড়ার আওয়াজ পেয়েছিলেন। এরপর এদিন ভোরে ওই বাড়ির লাগোয়া কচুখেত থেকে সুবর্ণদেবীর নিথর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

বেআইনি কারবার বন্ধে পদক্ষেপ পুরনিগমের

দুরমুশ ভাঙাড়ির গোডাউন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের চয়নপাড়ায় এক ভাঙাড়ি ব্যবসায়ীর বেআইনি গোডাউন পুরকর্মীরা ভেঙে দিলেন। গত মাসের শেষদিকে পুরনিগমের তরফে বিপজ্জনক ওই গোডাউনটি সরানোর নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অমান্য করেই সেখানে ব্যবসা চলছিল। শনিবার পুরকর্মীরা সেই গোডাউনটি ভেঙে দেন। তবে গোটা শহর এলাকায় এধরনের ৩০টিরও বেশি গোডাউন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলির বিরুদ্ধে কবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বেআইনিভাবে চলা এই গোডাউনগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চয়নপাড়ায় বেআইনি গোডাউন ভাঙছেন পুরকর্মীরা।

চলতি বছর দোলপূর্ণিমার আগে রায় কলোনিতে এ ধরনের একটি গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর এগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে কি না সে বিষয়ে পুরনিগমের তরফে এরপর জনবহুল এলাকায় চলা এই গোডাউনগুলিতে সমীক্ষা চালানো হয়। এদিন যে গোডাউনটি ভাঙা হয়েছে তার থেকে খানিক দূরে আরেকটি গোডাউনে গিয়ে দেখা গেল, বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত জায়গাটিতে ভাঙাচোরা সামগ্রী রীতিমতো উপচে পড়ছে। ডাকাডাকি করায় ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। ফায়ার লাইসেন্স সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, 'যে কাবাড়ির গোডাউনটি এদিন ভাঙা হয়েছে, সেখানে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল না। আমার গোডাউনে আগুন লাগলে নেভানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে।' কী ব্যবস্থা রয়েছে, এসম্পর্কে প্রতিবেদক প্রশ্ন করতে ওই ব্যক্তি জলভরা একটি ড্রাম দেখালেন। আগুন লাগলে ওই ড্রামের জল দিয়েই তার মোকাবিলা করা যাবে বলে ওই ব্যক্তির দাবি।

চয়নপাড়ার পাশাপাশি রায় কলোনি, নেতাজিনগরেরও এ ধরনের গোডাউনগুলি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কয়েক বছর আগে কয়লা ডিপোতেও ভাঙাড়ির গোডাউনে আগুন লেগেছিল। এখানে এখনও বেশকিছু গোডাউন চলছে। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বললেন, 'আমরা কারও ব্যবসা বন্ধ করতে পারি না। তবে সচেতন করার চেষ্টা চলছে।'

পাপিয়ার পর কে, চর্চা তৃণমূলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার পরবর্তী সভাপতির (সমতল) পদ নিয়ে শহর এবং গ্রামের মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। শহরের নেতাদের দাবি, গ্রামের হাতে প্রায় চার বছর ক্ষমতা ছিল। এবার শহর থেকে সভাপতি করা হোক। আবার গ্রামের নেতার দাবি, নতুন কমিটির চেয়ারম্যান শহর থেকে করা হয়েছে। সভাপতির পদ গ্রামেই দিতে হবে। শহরের চেয়ে গ্রামের ভোটব্যাংক অনেকটাই বেশি বলে তাঁদের বক্তব্য। নতুন জেলা সভাপতি পদেও শহর এবং গ্রামের বেশ কয়েকজন নেতার নাম ঘোরাঘুরি করছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি সফরে এসেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে এখানকার নেতৃত্ব মনে করছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সভাগুলিতে লোক নিয়ে আসার প্রস্তুতি সারতে শনিবার শিলিগুড়ি এবং বাগডোগরায় নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন বিদায়ি সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। পাপিয়া জানিয়েছেন, দু'দিন আগেই এই বৈঠকের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল।

শুক্রবার প্রতিটি জেলায় তৃণমূলের নতুন জেলা নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করা হয়। একমাত্র দার্জিলিং সমতলের সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতির নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ পাপিয়া ঘোষকে সভাপতির পদ থেকে যে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সকলেই একরকম নিশ্চিত। শুক্রবার দুপুরে নতুন জেলা নেতৃত্বের নাম প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই শিলিগুড়িতে তৃণমূলের ঘরে বাইরে আগামী সভাপতি কে হচ্ছেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

> **দৌড়ে অনেকে**
>
> পাপিয়া ঘোষকে সভাপতির পদ থেকে যে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সকলেই একরকম নিশ্চিত
>
> নতুন জেলা সভাপতি পদে শহর এবং গ্রামের বেশ কয়েকজন নেতার নাম ঘোরাঘুরি করছে
>
> সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি সফরে এসেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে

নতুন সভাপতি হিসাবে কুন্তল রায়, কাজল ঘোষ, মনোজ চক্রবর্তী, ব্রজকান্ত বর্মন সহ আরও বেশ কয়েকটি নাম ঘুরছে। কেউ আবার বলছেন, শেষপর্যন্ত শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বর্ষীয়ান নেতাকেই আবার জেলা সভাপতির চেয়ারে বসানো হতে পারে। তবে গ্রামীণ এলাকার বেশিরভাগ নেতা-নেত্রীর দাবি, জেলা চেয়ারম্যান শিলিগুড়ি শহর থেকে করা হয়েছে। সভাপতির পদটি গ্রামকেই দিতে হবে। তাঁদের যুক্তি, শহরে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি বিধানসভা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ১৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় দুটি বিধানসভা রয়েছে। এখানে দলের সাতটি সাংগঠনিক ব্লক কমিটি রয়েছে। গ্রামে ভোটও অনেক বেশি। তাই বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে গ্রাম থেকেই জেলা সভাপতি করা হোক।

শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন যুব সংগঠন করেছেন কুন্তল। জেলা সভাপতি হিসাবে তাঁর নাম অনেকদিন ধরেই ঘুরছে। গ্রামে দলের সূচনালগ্ন থেকেই পার্টির ঝান্ডা ধরে রয়েছেন কাজল। দলের ফাঁসিদেওয়া-২ ব্লক সভাপতি কাজল মহকুমা পরিষদে বিরোধী দলনেতা, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি মহকুমার একমাত্র ফাঁসিদেওয়া ব্লকেই ৫৪০ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী লিড পেয়েছিলেন। আবার দলের মাটিগাড়া অঞ্চল সভাপতি-২ ব্রজকান্ত বর্মনের নামও ঘুরছে। সামনেই বিধানসভা ভোট। রাজবংশী ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে তাঁকে জেলার দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আবার প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মনোজ চক্রবর্তীর নাম নিয়েও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী সোমবার শিলিগুড়িতে আসছেন। তিনি তিনদিন এখানে থাকাকালীন নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেই নতুন জেলা সভাপতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিদায়ি জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ শনিবার শিলিগুড়ির জেলা কার্যালয় এবং বাগডোগরায় তাঁর বাড়িতে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীকে নিয়ে বৈঠক করেন। আগামী মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে লোক নিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোন নেতা বা নেত্রী ক'টা গাড়ি দেবেন, কে কত লোক নিয়ে আসবেন, সেসব আলোচনায় উঠেছে। পাপিয়া বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি হিসাবে আগেই এই বৈঠকগুলি ডাকা হয়েছিল। এদিন সেই বৈঠকই হয়েছে।'

অস্থায়ী শৌচালয় নিয়ে চিন্তা কলেজে

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাণিজ্য সম্মেলন করবেন। তার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। সম্মেলনের জন্য শিলিগুড়ি কলেজে তৈরি করা হচ্ছে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী শৌচালয়। ইতিমধ্যে টিন, বাঁশ দিয়ে বেশ কয়েকটি শৌচালয় বানানো হয়ে গিয়েছে। পাতা হয়ে গিয়েছে প্যানও। আর এ নিয়ে কলেজের একটি অংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

ক্ষোভের কারণ কী? কলেজের অধ্যাপক বদ্যিাবতী আগরওয়াল বলেছেন, 'এর আগেও শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সময়মতো সেগুলো খোলা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কলেজ চত্বরে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। জানি না, এবারও অনুষ্ঠানের পর শৌচালয় খোলা হবে কি না।'

মমতার বাণিজ্য সম্মেলন

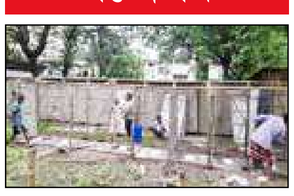

শিলিগুড়ি কলেজে তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী শৌচালয়।

বিদ্যাবতীর আশঙ্কা অমূলক নয়। গতবছর লোকসভা নির্বাচনের সময় জেলা প্রশাসনের তরফে কলেজে বেশ কয়েকটি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল। ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়। কিন্তু তার পরেও বহুদিন সেই অস্থায়ী শৌচালয়গুলি খোলা হয়নি। যা নিয়ে তখন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষকরা। পড়ুয়ারাও বিরক্ত ছিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে একাধিকবার জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়। শেষমেশ অনেকদিন পর শৌচালয়গুলির কাঠামো খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সোমবার থেকে কলেজে ১৩ দিনের ছুটি শুরু হচ্ছে। পড়ুয়ারা না আসলেও অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা আসবেন। তাঁরাই মূলত এ নিয়ে চিন্তিত। যদিও শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ কোনও অসুবিধা হবে না বলে মনে করছেন। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য কলেজে গাড়ি পার্ক করা হচ্ছে। পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে শৌচালয়। যেহেতু কলেজ ছুটি হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে ক্লাস হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। তাই তেমন কোনও সমস্যা হবে না।' কিন্তু শৌচালয়ের কাঠামো দ্রুত খুলে নেওয়া হবে কি না, এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারেননি অধ্যক্ষ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আড়ালে।। *বক্সা টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের রোহিত ঘোষ।*

হাসপাতালে ঢোকার মুখে জল

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ মে : হাসপাতালের সামনে জল জমে যন্ত্রণা বাড়ছে রোগী এবং চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষদের। সিমেন্ট দিয়ে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনের অংশ ঢালাই করার কথা ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি বলে অভিযোগ। জরুরি বিভাগের সামনে জলনিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় বহুবার সমস্যা সমাধানের দাবি উঠেছে। তবে, কাজ হয়নি।

এদিকে, গত জানুয়ারির পর থেকে আর রোগীকল্যাণ সমিতির (আরকেএস) বৈঠক হয়নি। ফলে, এনিয়ে আলোচনাও করা যায়নি। রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শুভজিৎ ঝা বলেন, 'তিন মাস ধরে আরকেএসের মিটিং হচ্ছে না। ফলে এনিয়ে আলোচনা করা যায়নি। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করছেন। তাই সমস্যা কেন মেটানো যায়নি বলতে পারব না।' এই পরিস্থিতিতে কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে হাসপাতালের প্রবেশপথে জল জমে রয়েছে। সেই জমা জল পেরিয়েই চিকিৎসা পরিষেবা নিতে যাচ্ছেন রোগীরা। প্রবেশপথে গর্ত তৈরি হয়েছে। ওই গর্ত দেখতে না পাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

গোয়ালটুলি-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কের পাশেই ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল। সেখানে জরুরি বিভাগের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শুরু করে রোগীরা গাড়ি নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করেন। ভাঙা অংশে অ্যাম্বুল্যান্সের চাকা পড়ে রোগীদেরও কষ্ট হয়। সে কারণে ৩ নম্বর গেটের বদলে ২ নম্বর গেট দিয়ে ঘুরপথ রোগীদের যেতে হয়। তবে ওই গেট দিয়ে বড় গাড়ি জরুরি বিভাগে যায় না। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা মহম্মদ খালেক বলেন, 'দ্রুত বর্ষা শুরুর আগে এই জমা জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।' এই ব্যাপারে ফাঁসিদেওয়ার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শাহিনুর ইসলাম বলেন, 'সমস্যাটি দেখা হচ্ছে।'

ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে জল থইথই।

কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি গৌতমের

বিরিয়ানিতে পোকা কাণ্ডে আসরে শংকর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : শিলিগুড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রাখা, বিরিয়ানির মাংসে পোকা পাওয়ার ঘটনায় এবার আসরে নামলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। চম্পাসারির যে কলেজ ছাত্রী বিরিয়ানিতে পোকা মেলায় ওই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিধায়ক। শংকরের দাবি, ছাত্রী ঋষিতা দাসের কারণেই ঘুম ভেঙেছে পুরনিগমের কর্তাদের। তাই তড়িঘড়ি বিশেষ দল শহরে খাবারের মান দেখতে বেরিয়েছে।

অন্যদিকে, টয়লেটে খাবার রাখা কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। শনিবার সকালে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে পাশে বসিয়ে ওই সমস্ত ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গৌতম। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে বার্তা তাঁর। নাম না করে বিশেষ বিরিয়ানির মালিককেও (যিনি শহরে ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়ে যাচ্ছেন) হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

গৌতমের বক্তব্য, 'প্রতি শুক্রবার করে এই দল খাবারের মান দেখতে বের হবে। মঙ্গলবার করে পুরনিগমে রিপোর্ট জমা করবে। মাসে একবার করে আমরা রিভিউ বৈঠক করব। যাঁদেরই অনিয়ম ধরা পড়বে দোকান সিল করে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

> **বার্তা**
>
> ■ বিরিয়ানিতে পোকা মেলায় যে ছাত্রী প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শংকর
>
> ■ ছাত্রী প্রতিবাদের কারণেই ঘুম ভেঙেছে পুরনিগমের কর্তাদের
>
> ■ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে বার্তা দিয়েছেন মেয়র
>
> ■ শুক্রবার করে পুরনিগমের প্রতিনিধিরা খাবারের মান দেখতে বের হবেন

মেয়রের সুরে সুর মিলিয়ে ডেপুটি বলেন, 'এর আগেও পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে এবারও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করবে।' শংকরের বক্তব্য, 'মেয়রের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। তবে উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা বাস্তবায়িত করতে পারেন না। কারণ ওঁর এমআইসি ও আধিকারিকরা কথা শোনেন না। শহর তাই মেয়রের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে।'

শিলিগুড়িতে অলিগলিতে গড়ে ওঠা খাবারের দোকানের মান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। এরই মাঝে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউন এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারি মোড় এলাকায় দুটি বিরিয়ানির দোকানে মাংসে পোকা মেলে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা এসে দেখেন খাবারের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। এরপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শুক্রবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের একটি যৌথ দল শহরের খাবারের দোকানে আচমকাই ঢুঁ মারে। ওই সময় কোনও খাবারের দোকানে শৌচালয়ে রান্না করা খাবার মেলে, আবার কোথাও রান্নাঘর চরম অপরিষ্কার। এরপরেই একটি দোকান সিল করা হয়। একাধিক ব্যবসায়ীকে সতর্ক করা হয়। এই ঘটনায় শহরজুড়ে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে।

ছাদে ফাটল, বিপদ কলেজে

চোপড়া, ১৭ মে : ছাদে ফাটল। চোপড়ার কমলা পাল স্মৃতি কলেজের একতলায় গড়িয়ে পড়ে বৃষ্টির জল। বর্ষার আগেই বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরে কলেজ ভবনটি নতুন করে রং করা হয়েছে। ছাদের জল গড়িয়ে পড়ায় সেই রং ধুয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। চোয়ানো জলে দেওয়ালে বিদ্যুতের সংযোগের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আলিমুদ্দিন শা বলেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ সমস্যাটি উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে জানিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি। বিষয়টি নবান্নের নজরেও আনা হয়েছে। শুনেছি, মুখ্যসচিব বিষয়টি ডিপিআইকে দেখতে বলেছেন। আশা করা যায়, এবার সমস্যা মিটবে।' যদিও সমস্যাটি নতুন নয়। নতুন কলেজ ভবন তৈরির পর থেকে ছাদ মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে।

বর্জ্য ফেললে জরিমানা

বাগডোগরা, ১৭ মে : বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনের রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা হবে ৫০০ টাকা। শনিবার লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মাইকিং করে এলাকাবাসীদের এমন বার্তা দেওয়া হয়। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এলাকাবাসীদের সচেতন করা সত্ত্বেও লাভ হয়নি। তাই শনিবার আবর্জনা পরিষ্কার করার পর জরিমানার বার্তা দেওয়া হয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের সামনে বন্ধ থাকা পেট্রোল পাম্পের পেছনের ফাঁকা জায়গায় আবর্জনা ফেলেন স্থানীয়রা। ইদানীং স্কুলের সামনের রাস্তাতে আবর্জনা ফেলা শুরু হয়েছে। ফলে রাস্তাটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। মাঝেমধ্যে ওই আবর্জনায় আগুন লাগানো হচ্ছে। সীমানা প্রাচীরের ভেতরে স্কুল চত্বরেও অনেকে আবর্জনা ফেলে যায়।

বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : 'উত্তরের দিশারী'র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গার্লস হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা দেবনাথ, স্থানীয় কাউন্সিলার মহম্মদ আলম খান এবং মহম্মদ ওয়াইদ আলমের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ করা হল। পাশাপাশি 'উত্তরের দিশারী'র প্রতিষ্ঠা দিবস ও ডঃ এসএম নন্দীর স্মরণে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে ৬৩৫ জনের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয় এদিন।

আরেক বইগ্রাম তৈরি হচ্ছে ডুয়ার্সের গরমবস্তিতে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ মে : আলিপুরদুয়ার শহর থেকে জংশন হয়ে ৩১সি জাতীয় সড়কে উঠে হাসিমারাগামী রাস্তা ধরে এগোতে হবে। খানিক দূর গিয়ে প্রধান রাস্তা থেকে বাঁদিকে ঘুরলেই বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীনে থাকা গ্রাম, গরমবস্তি। এখন সেই গ্রামে গেলে দেখা যাবে ব্যস্ততার ছবি। সেখানে একটা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তৈরি হচ্ছে।

শহর থেকে গরমবস্তির দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। সেখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বানানো হচ্ছে কেন? কারণ আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই গ্রাম হয়ে উঠবে জেলার দ্বিতীয় বইগ্রাম। ঠিক যেভাবে পানিঝোরা গ্রামের চেহারা থেকে সবকিছু বদলে গিয়েছে, সেভাবেই ভোল পালটাবে গরমবস্তিও। নেপথ্যে সেই আপনকথা নামের সংগঠনটি। এই মাসের শেষের দিকে বইগ্রাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে গরমবস্তি। ওই গ্রামের বাসিন্দা প্রতীক মারাক থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নিশু মারাক সকলেই আশাবাদী। বলছেন, এলাকার পড়ুয়াদের এর ফলে অনেক উন্নতি হবে।

আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহার কথায়, 'পানিঝোরাকে বইগ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা ছিল পাইলট প্রোজেক্ট। সেটা সফল হওয়ার পর এবার গরমবস্তির দিকে আমরা নজর দিয়েছি।'

বইগ্রাম পানিঝোরা ইতিমধ্যেই রাজ্যে চর্চার বিষয়। ওই গ্রামের পড়ুয়ারা এখন অনেকটাই বইমুখী। এখন গরমবস্তির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও স্থানীয় ভাষায় লেখা গল্প, কবিতা, নাটকের বই রাখা হবে। সেইসঙ্গে চাকরির বইও থাকবে। সব মিলিয়ে হাজারখানেক বই থাকবে। সপ্তাহে ১ দিন স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস হবে। ছবি আঁকা, গান, নাচ, আবৃত্তি শেখানো হবে। মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠও দেওয়া হবে। আর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ওই গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেখানকার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী নিশা ছেত্রীর গলায় ঝরে পড়ল উৎসাহ। বলল, 'আমরাও চেয়েছিলাম আমাদের গ্রামে পানিঝোরার মতো কিছু হোক। খুব ভালো লাগছে।'

বইয়ের প্রতি ভালোবাসা আরও ছড়িয়ে দিতে চাইছেন পার্থরা। যেমন গরমবস্তির পর তাঁদের লক্ষ্য মাঝেরডাবরি, অসুরধুরাবস্তি, কালকূট বনবস্তি, ফালাকাটার একটি চা বাগান ও টোটোপাড়ায় বইগ্রামের মতোই পদক্ষেপ করা হবে। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে পড়াশোনার বিস্তারে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা। সেই কাজে হাব অ্যান্ড স্পোকস মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে হাব হবে পানিঝোরা।

জেলার প্রথম বইগ্রাম পানিঝোরা নিয়েও কিন্তু আরও নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যেমন সেখানকার প্রত্যেকটি বাড়ি, হোমস্টে এবং দোকানগুলির নামকরণ হবে কালজয়ী নানা বইয়ের নামে। সেই কাজ শনিবার থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কোনও বাড়ির নাম খেয়া, কোনও বাড়ির নাম চাঁদের পাহাড় বা আরণ্যক। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট লেখকদের বইয়ের নামেও নাম থাকবে। আপাতত কাঠের ফলক বানিয়ে, তাতে নাম লিখে বাড়িতে লাগাচ্ছে গ্রামের ছেলেমেয়েরাই। এর মূল উদ্দেশ্য হল, বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং বই সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার।

গরমবস্তিতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ চলছে।

> **কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার**
>
> ■ গরমবস্তিতে বানানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
>
> ■ বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও স্থানীয় ভাষায় লেখা গল্প, কবিতা, নাটকের বই রাখা হবে
>
> ■ সেইসঙ্গে চাকরির বইও থাকবে
>
> ■ সপ্তাহে একদিন স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস হবে
>
> ■ ছবি আঁকা, গান, নাচ শেখানো হবে
>
> ■ মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠও দেওয়া হবে

তোমাদের বুড়ো আঙুলের ছাপের মতোই আমাদের ডোরাকাটা দাগ কারও সঙ্গে মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ তোমার বাড়ি গেলে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা...

মুখোমুখি

ওপরে দেওয়া বিষয় নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

লাল চালের সবুজ বাড়ি

সাগরিকা রায়

নব মণ্ডলের বাড়িটি ভারী সুন্দর। তার বাড়ির ঠিকানাই হল "নব মণ্ডল/ প্রযত্নে লাল চালের সবুজ বাড়ি/ কদমতলি/ গঙ্গারামপুর...।"

যখন অসম থেকে মানু মামিমার চিঠি আসে, তখন এই ঠিকানাই তো দেন মামিমা। আর চিঠিও বেশ চলে আসে!

কিন্তু, সব সুখেরও সমস্যা আছে! নব মণ্ডলের বৌ কলাবতীর ইচ্ছে বাড়ির রং এবারে পালটে নীল চালের কমলা বাড়ি হোক। সেটা খুব ভালো হবে, তাই না?

এতে নব-র মন খারাপ হয়ে গেল। নীল চাল? ছ্যা ছ্যা! কমলা দেওয়াল? আরে রামোহ! এর সঙ্গে ঝামেলা আসবে আরও। সব আত্মীয়স্বজনকে নতুন করে ঠিকানা জানাতে হবে -নব মণ্ডল, প্রযত্নে নীল চালের কমলা বাড়ি...।

আবার দেখ, নতুন ঠিকানা কি সব্বার মনে থাকে? দেবদাসের যেমন লিখতে গেলেই ভুল হয়। হবেই হবে। সেবারে নব মণ্ডল লিখতে গিয়ে ও বন মণ্ডল লিখেছিল কিনা? তো? চিঠি ফালাকাটা পর্যন্ত ঘুরে তিন মাস পরে নবর কাছে এল!

মাঝে থাকে শিকদার পিওন। আচ্ছা করে বকুনি দিল, "নব নামটাই তো ভালো। তাকে আবার উলটে দেখার কী হল?"

এদিকে, আরেকটা সমস্যা হবে। নতুন ঠিকানায় চিঠি লিখতে গিয়ে দেবদাস কেন, মানু মামিমাও ভুল করতে বাধ্য। বিজয়া দশমীর সময় চিঠি দেবেই তারা। ঠিকানা ভুল করলেই চিত্তির। সেই চিঠি সোজা চলে যাবে রত্না রাইদের বাড়িতে। এই সেদিন ওদের বাড়ির রং পালটে লাল চালের সবুজ বাড়ি করেছে কিনা? ডিমডিমা চা বাগান থেকে রামাবতার এসেছিল। সে সব শুনে বলল, "এ রকম আমাদের হয়। আমার বাবার নাম নাগেশ্বর। এদিকে, গ্রামে দশটা 'নাগেশ্বর' আছে। তো কী করা যাবে?"

নব মণ্ডল সাগ্রহে গলা বাড়ায়, "চিঠিপত্র ঠিকঠাক যায়?"

"সে কী? কেন যাবে না? নাগেশ্বরের নামের পরে লিখে দিতে হয় নম্বর। আমার বাবার নামে চিঠি পাঠালে তোমাকে লিখতে হবে "নাগেশ্বর ১ নম্বর।" তোমরাও এইরকম করো। নম্বর দাও।"

রামাবতার তো সমাধান করে দিয়ে চলে গেল, নব মণ্ডল পড়ে গেল চিন্তায়। এক নম্বর লাল চালের সবুজ বাড়ি, দুই নম্বর লাল চালের সবুজ বাড়ি! এটা কি সমাধান হল? রত্না রাইয়ের বাড়ি যদি দু'নম্বর লাল চালের সবুজ বাড়ি হয়, তাহলে এক নম্বর বাড়ি কোনটা? সেটা যে নীল চালের কমলা বাড়ি হয়ে গেছে! তাহলে?

চিন্তায় ভাবনায় নব মণ্ডল একাকার হয়ে গেল এতটাই যে জয়লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের জিলিপি পর্যন্ত ওর বিস্বাদ লাগছিল।

মনখুশি এক থালা জিলিপি এনে বলল, "ও দাদা, জিলিপি খাবে না?"

তখন নব মণ্ডল মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নারে দিদি, মন বড্ড প্যাঁচালো হয়ে আছে। সোজাসুজি কিছু মাথায় আসছে না। এই জিলিপির থেকেও প্যাঁচ আমার মাথার মধ্যে বনবন করে ঘুত্তেছে!"

এই কথাগুলো জিলিপির কানে যেতেই সে ভীষণ রেগে গেল। কী? আমার থেকেও বেশি প্যাঁচ নবর মাথায়? এটা হতে পারে?

রেগে গেলে জিলিপি ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন কেউ তাকে খেতে পারে না। নব তাই জিলিপি গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিল। আশ্চর্যের বিষয়, জিলিপি খেতে খেতে নব মণ্ডলের মনে পড়ে গেল শিশুবাড়ির কাগজি বুড়ির কথা। তার বাগানে কাগজি লেবু ভর্তি। কিন্তু সে কাউকে একটা লেবু দেয় না। সেই লেবুর ভারী গুণ। লেবু খেলেই মাথায় এমন বুদ্ধি আসে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে সেই লেবু একটা নিয়ে এলেই হয়!

গন্ধরাজ টোটোওলাকে খবর দিতেই সে এসে হাজির। নব টোটোতে চেপে শিশুবাড়ির দিকে রওনা হল। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে নব যখন কাগজি বুড়ির বাড়িতে হাজির হল, বুড়ি তখন বাসে চেপে রাঙ্গালিবাজনার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। তাকে কে খবর দিয়েছে নব লেবু নিতে আসছে। লেবু কাউকে দেয় না বুড়ি। কিন্তু, নব হল বুড়ির ছোট ছেলে কদমের বন্ধু জটামোহনের পিসেমশাইয়ের বন্ধুর ছেলে। নবকে কী করে "না" বলা যায়? তার চে' বাড়ি থেকে দূরে গেলেই ভালো।

নব গিয়ে দেখে বুড়ি বাড়িতে নেই। আবার বুদ্ধি করে সঙ্গে করে বাড়ির সদর দরজাটা নিয়ে গেছে। দরজা না থাকলে নব কী করে বাড়িতে ঢুকবে?

অগত্যা মন খারাপ করে টোটো চেপে বাড়িতে ফিরে আসছিল নব। রাস্তায় কত লোকের সঙ্গে দেখা হল! কিন্তু নবর ইচ্ছেই হল না কারও সঙ্গে কথা বলে! বাড়ির ঠিকানা কী হবে, এ নিয়েই তার মনে ঝড় চলছে।

ময়নাগুড়ি পর্যন্ত এসে টোটো দাঁড়াল। এখানে খুব ভালো কাঁঠাল পাওয়া যায়। তা নব কি দুটো কাঁঠাল নে যাবে? টোটোওলা গন্ধরাজ জানতে চায়।

নব মন খারাপ করা গলায় বলে, "না গো ভাই গন্ধরাজ, মন ভালো না থাকলে পাকা কাঁঠালও ভালো লাগে না।"

গন্ধরাজ বলল, "সেই যে একটা গল্প আছে, না? রাজকন্যার কাছে গোলাপি হিরের হার ছিল, রাজকন্যা...!" বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছে নব। আর টোটোওলা গন্ধরাজের চোখ ঘুমে ঘোদলাবোদলা ক্যালা ক্যালা হয়ে গিয়েছে। সকলেই ঘুমোতে লেগে গেছে দেখে টোটো বেজায় রেগে গেল। সে ইচ্ছে করে গাঁক গাঁক শব্দ করে বিস্তর গালি দিতে লাগল, "এই গন্দরাজ, এই নোবো মোনডল, ঘরে গিয়ে ঘুমোতে পারিস না তোরা? কেন রে? দুটো পাকা কাঁঠাল টোটোতে তুললে জাপানি রূপকথা কি অশুদ্ধ হয়ে যায় রে?"

ধমক চমকের শব্দে গন্ধরাজের ঘুম চটকে গেল। সে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "কী সব বলতেছ টোটোভাই?"

"বলব না? যাও, দুটো পাকা কাঁঠাল নে আসো। টোটোতে সুন্দর সুবাস আসুক!"

বেশ। গন্ধরাজ রাস্তার ধারের দোকানির থেকে দুটো পাকা কাঁঠাল কিনে নিয়ে একটা নবকে দিল। ঘুম ভেঙে পাকা কাঁঠাল দেখে নবর খুশি দেখে কে?

বাড়িতে ঢুকতেই কলাবতী পাকা কাঁঠাল দেখে আত্মহারা। নব বলল, "কলাবতী আমার বড্ড দুঃখ। ঠিকানা পালটাতে হবে। কী করব!"

এক থালা কাঁঠাল নিয়ে বসে কলাবতী বলল, "আরে ধুর! কী দরকার ঠিকানা পালটানোর? বাড়ির রং না পালটালেই হল!"

কী আনন্দ নবর। সে বসে গেল কাঁঠাল খেতে। বেশ বড় বড় কোয়া। আর রসে ভরা। এমন না হলে কাঁঠাল?

কিন্তু রাজকন্যার হিরের হারের কী হল?

আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল গন্ধরাজকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে।

আমাদের লেখালেখি

লাললঙ্কা দেব

আয়রে আয় টিয়ে
সেলফোনটা নিয়ে
আনলে ঠোঁট রাঙিয়ে দেব
লাল লিপস্টিক দিয়ে
সঙ্গে এনো মোবাইল ফোন
তুমি আমার আপনজন
তোমায় মধুর গান শোনাব
লাল পেয়ারা খেতে দেব
সবুজ আঙুর ফল,
সঙ্গে দেব লাললঙ্কা
আরও মিঠা জল।
আয় রে আয় টিয়ে
বাগানবাড়ি দিয়ে।

-**পুনম সরকার**, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

কাল পুতুলের বিয়ে

আয়রে আয় টিয়ে
সেলফোনটা নিয়ে।
পুটি টুলুকে বলতে হবে
কাল পুতুলের বিয়ে।
ঘর কিন্তু সাজাতে হবে
রঙিন কাগজ দিয়ে।
পাথরকুচির লুচি হবে
নুড়ি পাথরের দম,
বালি দিয়ে পায়েস আর
এঁটেলের চমচম।
ভুলো না কেউ শুনো সবাই
খুব মনোযোগ দিয়ে,
ঠিক দুপুরে এসো কিন্তু
আমার পুতুলের বিয়ে।।

- **দীপিয়া দাস**, একাদশ শ্রেণি,
মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল, শিলিগুড়ি

বুদ্ধি-শুদ্ধি

দুই অক্ষরের একটি শব্দ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে। আবার ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। কিন্তু তাকে উলটে দিলেই ফুল হয়ে যায়। কী শব্দ?

ইংরেজির ছয় সংখ্যাকে ঘুরিয়ে অনেকেই নয় করে দিতে পারবে কিন্তু না ঘুরিয়ে নয় করবে কীভাবে?

চার অক্ষরের একটি বাংলা শব্দ যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে তার ইংরেজি শব্দ হয়, শব্দটি কী?

চার অক্ষরের একটি শব্দ যার মানে হল অনর্গল অসংলগ্ন কথা বলা। তার প্রথম দুটি অক্ষর একটি ফুল এবং শেষের দুটি অক্ষর একটি পাখি। কথাটি কী?

গত সংখ্যার উত্তর
বয়স, নীরবতা, ওঁরা ছিলেন দিদিমা, মা আর মেয়ে

বন্ধুর সঙ্গে দেখা

ঘরে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না। হাঁটতে হাঁটতে একটু বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বিকেলটা বেশ মনোরম ছিল। সকলের চোখেমুখে ছিল নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দ। বাজারের দোকানগুলোও বেশ ঝকঝক করছিল।

দেখতে দেখতেই আমার ছোটবেলার বন্ধু পাপ্পুর সঙ্গে দেখা। ও এখন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাজারের একটা দোকানে কাজ করে। ওকে এটা করতে হয় ওর পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমি বললাম, 'কাল তো নববর্ষ, কী করবি ভাবছিস কাল?'

ও বলল, ''হ্যাঁ! 'নববর্ষ'। পয়লা বৈশাখের কথা বলছিস তো? তা এতে এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? মালিক শুধু এদিন দোকানে পুজো করে আর আমাকে একটি নতুন জামা কিনে দেয়।''

আমি বললাম, 'নববর্ষ' মানে শুধু নতুন একটি জামা-ই নয় বরং তার সঙ্গে নতুন বছর আসার আনন্দ, পুরোনো বছরের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলা আর সকলের অনেক অনেক শুভেচ্ছার আনন্দ।

ও বলল, 'আচ্ছা, তাহলে আমার তরফ থেকেও তোকে শুভ নববর্ষ।' আমি বললাম, তোরও নতুন বছর যেন ভালো কাটে।

- **অঙ্কিত সাহা, অষ্টম শ্রেণি**
স্কুল-জটেশ্বর উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)

প্রজাপতির খাওয়া দাওয়া

প্রজাপতিরা ভাত বা রুটি খেতে পারে না। খাবে কী করে, ওদের তো দাঁতই নেই। তাই ওদের চাই জলীয় বা তরল খাবার। সেটা আবার ওদের মনের মতো হতে হবে। ওরা যে খাবার খায় তা আগে পা দিয়ে টেস্ট করে নেয়। আমরা যেমন জিভ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি। প্রজাপতিরা পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে। টেস্ট করার পর যদি দেখে খেতে ভালো, তবেই খায় নচেৎ নয়। খাবার সময় অবশ্য ওরা মুখের শুঁড় দিয়েই খায়। ফুলের মধু, নরম ফল বা গাছের কাণ্ড থেকে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। সবচেয়ে মজার কথা, বড় হয়ে প্রজাপতির দাঁত না থাকলেও ছোটবেলায় কিন্তু এদের দাঁতের বিকল্প হিসেবে শক্ত চোয়াল থাকে। ছোটবেলায় মানে সেই লার্ভা অবস্থায়, যখন ওদের ওড়ার মতো পাখনা গজায়নি। তখন ওদের মুখ দিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং ওরা গাছের পাতা চিবিয়ে খেতে পারে।

অক্ষর সাজাও

- রচ্চিকাত্রলচ
- কবিতাপরীর্থ
- রবিবাবাসহ
- খুখাটুটাসস
- নতরজকহি
- সাণ্ডিফতমল্য
- কামাবানধির

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : বিনিদ্ররজনী, চাকরবাকর, খুটুরমুটুর, কবি সম্মেলন, আড়ংধোলাই, বিবর্তনবাদ, বিবেচনাযোগ্য

আঁকিবুকি

দিয়া মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি,
টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, আলিপুরদুয়ার।

অন্বেষা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি,
নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল, কোচবিহার।

অভ্রদীপ মৈত্র, ষষ্ঠ শ্রেণি,
সেন্ট পলস স্কুল, জলপাইগুড়ি।

স্বস্তিকা পাল, পঞ্চম শ্রেণি, দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

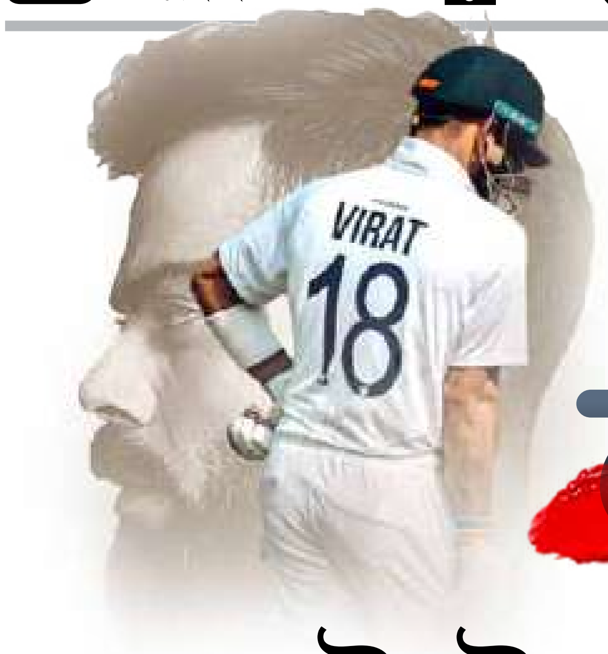

বিজয় মার্চেন্ট। সুনীল গাভাসকার। শচীন তেন্ডুলকার। বিরাট কোহলি। আমরা ভারতীয়রা সৌভাগ্যবান, প্রজন্মের পর প্রজন্ম অসামান্য ব্যাটিং প্রতিভা দেখে এসেছি, যাঁকে দেখে বলতে পারি, বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে, কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে। ওই সোনালি চতুর্ভুজের শেষজন, বিরাট কোহলি অবসর নিলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে। বিরাট কেন বিরাট? সানি-শচীনের স্টাইলের সঙ্গে কোথায় মিল, কোথায় অমিল তাঁর? এসব প্রশ্নের উত্তর আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে খুঁজলেন দুই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ।

বিরাট
বড় বিস্ময় লাগে

শুধু টেস্ট নয়, ক্রিকেটই মিস করবে কোহলিকে

গৌতম ভট্টাচার্য

টেস্ট থেকে বিরাট কোহলির অবসরকে ঘিরে বিশ্বজোড়া আবেগের স্ফুলিঙ্গ এখন স্বাভাবিক নিয়মেই খানিক স্তিমিত হওয়ার পথে। কিন্তু জুন মাসে যখন ভারতের ইংল্যান্ড সফরের প্রথম টেস্টে দ্বিতীয় উইকেট পতনের পর ড্রেসিংরুম থেকে ব্যাট হাতে ক্রিজের দিকে এগিয়ে যাবে না সকলের পরিচিত সেই ১৮ নম্বর জার্সি, তখন অনেকেই নিশ্চয়ই স্মৃতির সরণি বেয়ে পুরোনো কথা ভেবে বেশ খানিক নস্টালজিক হবেন। সেই অতি পরিচিত স্যোয়াগ, সেই বোলার রানআপ শুরু করার আগে হাতের মধ্যে ব্যাট ঘোরানো, আর সবচেয়ে বেশি গ্যালারি থেকে সেই ‘বিরাট, বিরাট’ চিৎকার! হয়তো দেখা মিলবে না ওদেশের সেইসমস্ত কোহলি ভক্তদেরও, যারা তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়কে একবার দেখার জন্য মাঠে রেকর্ড সংখ্যায় উপস্থিত থাকতেন।

কিন্তু কে জানে হয়তো কয়েকমাসের মধ্যে পুরো দৃশ্যপটই সম্পূর্ণ পালটে গেল। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন চেহারার ওই ভারতীয় দল কঠিন এই সফরে নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রেখে নতুন যুগের সূচনা করে ফেলল। কারণ ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, অতীতে যখনই হাহাকার উঠেছে যে গাভাসকার কিংবা পরবর্তীতে শচীনের পর কে? তখনই ক্রিকেট দেবতার আশীর্বাদে নতুন কোনও ভারতীয় ব্যাটিং নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। চলতি সপ্তাহে দেশজুড়ে যখন আবেগের ঘূর্ণিঝড় উঠেছিল, সেসময় এপ্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের ‘কর্নেল’ দিলীপ বেঙ্গসরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, ‘বিরাট আর রোহিতের অনুপস্থিতি যে বড়সড়ো শূন্যতার সৃষ্টি করবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্স আর ওয়াই না থাকলে নিশ্চয়ই ‘এ’ অথবা ‘বি’ সেই কাজ করবে। চিরটাকাল তো এমনটাই হয়ে এসেছে।’

অবশ্য বিরাটের টেস্ট অবসরকে ঘিরে আবেগ যতই বেশি হোক না কেন ঠান্ডা যুক্তিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে কিন্তু এটা ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত। ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজের পর তিনি এই ঘোষণা করতে পারতেন কিনা, এবিষয়ে তর্ক যতই জারি থাকুক, বাস্তবতা হচ্ছে কেবল ২০১৮-এর সিরিজ ছাড়া ইংল্যান্ডের মাঠে সাদা জার্সিতে কোহলির পারফরম্যান্স মোটেও ‘বিরাট’ নয়। সেইসঙ্গে শেষ পাঁচ বছরে যে তাঁর টেস্ট ব্যাটিং গড় ৩০-এর সামান্য বেশি ছিল এবং এই সময়ে একদা ‘টন মেশিন’ যে লাল বলের ক্রিকেটে মাত্র তিনবার তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছেন সেটাও তো ভুলে যাওয়া যায় না।

কিন্তু আমার জন্য ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্ম্যাট থেকে কিং কোহলির এই যে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া সেটা কেবল শুষ্ক পরিসংখ্যানের চেয়েও খানিক বেশিকিছু। শেষ একসপ্তাহে সবচেয়ে বেশিবার যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেটা হল বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেটের ঠিক কত বড় অ্যাম্বাসাডর। কিন্তু আমি বিষয়টিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে বলতে চাই, ভবিষ্যতে বিরাট যতটা না ক্রিকেটকে মিস করবেন তার থেকে অনেকবেশি বিরাটকে মিস করবেন শুধু টেস্ট নয় বরং সামগ্রিকভাবে গোটা ক্রিকেটই।

এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে উপমহাদেশের মানুষের তথাকথিত ধর্ম ক্রিকেট এখন এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১৩ সালে যখন শচীন তেন্ডুলকার যেসময় নিজের ক্যারিয়ারে ইতি টানছেন, তখনকার তুলনায় বর্তমান বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের প্রসার ঘটেছে। টেস্ট ক্রিকেট, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা এখন মূলত ‘বিগ থ্রি’ অর্থাৎ ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ (ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কোনও সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও নেই), নিজের আবেদন অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেছে। সেইসঙ্গে ৫০ ওভারের ক্রিকেটের দিন-দিন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠা ক্রিকেটকে এক বিশেষ জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

আর এখানে দাঁড়িয়েই ক্রিকেটের বিরাটের মতো এক চরিত্রকে মাঠে বিশেষ প্রয়োজন। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে বোলার উইকেট পাওয়ার পর তাঁর সেই পরিচিত ‘ফিস্ট পাম্প’, প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে সেই বিরাটীয় আচরণ, অধিনায়ক না থাকার পরেও মাঠের মধ্যে টিমের সমস্ত বিষয়ে তাঁর উপস্থিতি তাঁকে নিঃসন্দেহে এই খেলার সবচেয়ে বড় ‘শোম্যানে’ পরিণত করেছিল। এইসমস্ত কিছু বেশিরভাগ সময়েই তাঁর মধ্যে থেকে সেরা খেলাটা বের করে নিয়ে আসত, তবে এসবের কারণে তিনি বিতর্কেও জড়িয়েছেন। যার সর্বশেষ উদাহরণ অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই অজি ওপেনার স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ।

‘অস্ট্রেলিয়ার না হলেও অনেকবেশি অস্ট্রেলীয়, যে সাদা পোশাকে কোনওসময় প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি ছিলেন না। একজন তীক্ষ্ণ যোদ্ধা, যে সবসময় নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত।’ কোহলির টেস্টকে আলবিদা জানানোর পরে গ্রেগ চ্যাপেলের বলা এই কথাগুলোই হয়তো কোহলির সম্বন্ধে কিছু বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। নিজের অধিনায়কত্বের শুরুর দিন থেকেই যিনি একটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি এবং তাঁর দল মাঠে নামবেন কেবল জেতার জন্য, ম্যাচ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ করা কিংবা হেরে যাওয়া যেখানে কোনও অপশনই নয়।

শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা সংস্থা ‘বেসলাইন ভেঞ্চার্সের’ কো-ফাউন্ডার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর তুহিন মিশ্র মনে করেন যে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া বিরাট কোহলি নামক ব্র্যান্ডে কোনও প্রভাবই ফেলবে না। তাঁর কথায়, ‘তেন্ডুলকার, কোহলি বা ধোনির মতো খেলোয়াড়রা কখনই খেলার একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ থেকে অবসর নিলেও তাঁদের ব্র্যান্ড ভ্যালুর কোনও পরিবর্তন হবে না। বিশেষ করে কোহলি যখন এরপরেও বেশ কয়েক বছর ধরে ওয়ানডে এবং আইপিএল খেলার জন্য প্রাসঙ্গিক থাকবেন।’

কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে একটা প্রশ্ন সব জায়গায় খুব আলোচিত ছিল, সেটা হল ফ্যাব ফোর অর্থাৎ বিরাট, স্মিথ, রুট এবং উইলিয়ামসনের মধ্যে টেস্টে কে শ্রেষ্ঠ? তারপর থেকে বাকি তিনজন অবশ্য সেঞ্চুরির সংখ্যায় বিরাটকে (৩০) পেরিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে স্মিথ এবং রুট দুজনেরই সেঞ্চুরির সংখ্যা যেখানে ৩৬, সেখানে উইলিয়ামসন রয়েছেন ৩৩-এ। অথচ তারপরেও বিরাটের থেকে টেস্ট ক্রিকেটে সমর্থক কিংবা বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা এতটুকু কমেনি।

আর এখানেই যেই প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে উঠে আসে, তাহল বিরাট কোহলি, যিনি কিনা টেস্ট ক্রিকেটের এতবড় পূজারি ঠিক কোন জিনিসটা তাঁকে আটকাল অফস্ট্যাম্পের বাইরে কেরিয়ারের শুরু থেকেই তাঁর যে দুর্বলতা সেটাকে শোধরাতে?

এপ্রসঙ্গে সম্মানিত ক্রিকেট লেখক এবং ‘ড্রিভেন : দ্য বিরাট কোহলি স্টোরি’-র রচয়িতা বিজয় লোকপল্লি বলেছেন, ‘কৈশোরকাল থেকেই আমি ওঁকে চিনি। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে সে লাল বলের ক্রিকেটের একজন অত্যন্ত অনুগত সেবক ছিল। তবে, নিশ্চয়ই তাঁরমধ্যে কোনও অহংকার কাজ করেছিল, নাহলে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য বিরাট কেন সুনীল গাভাসকারের মতো কারোর শরণাপন্ন হলেন না সেটাই বড় আশ্চর্যের বিষয়।’

আর ঠিক এই দুঃখটা আমিও বয়ে বেড়াব। এরপর তাঁকে যতই একদিবসীয় ক্রিকেটে নীল জার্সি পরে কিংবা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সি গায়ে মাঠে নামতে দেখি না কেন, সেটাই কখনও সাদা জার্সি আর ব্যাগি নীল টুপি মাথায় পরা বিরাটকে দেখার যে আনন্দ তার সঙ্গে মিলবে না।

(লেখক দুবাই গাল্ফ নিউজ ও কলকাতা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক)

একটা বাড়তি ‘শক্তি’ এনেছিলেন টিমে

সৌমিত্র বসু

বিরাট কোহলির জায়গাটা কে নেবেন? যে প্রশ্নটা এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত মাথায় ইতস্তত ঘুরপাক খেত সেই প্রশ্নটাই এখন একটা উত্তর দাবি করে। টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাট কোহলির অবসর ভারতীয় দলের টপ অর্ডারে একটা শূন্যতা তৈরি করেছে। যদিও খেলাকে একদিন বিদায় জানাতেই হয়। কিন্তু কোহলি শুধুমাত্র একজন ব্যাটার নন। মহম্মদ আজহারউদ্দিন-পরবর্তী যুগে তিনিই একমাত্র অধিনায়ক যিনি দলের ওপর সামগ্রিকভাবে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

আত্মপ্রকাশকালে বিরাটের ব্যক্তিত্বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা স্পষ্ট ছাপ ছিল। সৌরভই বুঝেছিলেন, প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে দলে তরুণ রক্ত প্রয়োজন। বিরাট সৌরভের দেখানো সেই রাস্তাতেই হেঁটেছিলেন এবং বলা ভালো, অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। বিরাট হারতে পছন্দ করেন না। অস্ট্রেলিয়ার হার না মানা মানসিকতা বিশ্ব ক্রিকেটে বন্দিত। সেই মানসিকতাকেই ভারতীয় দলে সঞ্চারিত করেছিলেন বিরাট।

২০১৪ সাল। অ্যাডিলেড ওভাল ময়দানে সিরিজের প্রথম টেস্ট। মিচেল জনসন, পিটার সিডলদের আগুনে বোলিং সামলে বিরাট দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ১৪১ রান। বিরাটের সেরা টেস্ট ইনিংসগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংসেও বিরাটের ব্যাট থেকে সেঞ্চুরি এসেছিল। এরপর কে ভুলতে পারে, ২০১৮ সালের পারথ টেস্ট! মাত্র ৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ভারত ব্যাপক চাপে। সেই সময় ক্রিজে আসেন বিরাট এবং করেন ১২৩ রান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বরাবর বিরাটকে অন্য মেজাজে পাওয়া যেত। বিদেশের মাটিতে বিরাট-হুংকার ভারতীয় দলের খেলার ভঙ্গিমাকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল।

২০১৮ সালটা বিরাটের কেরিয়ারে একটা গৌরবময় সাল। সে বছর সেঞ্চুরিয়ান (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং এজবাস্টনে (ইংল্যান্ড) বিরাট অনবদ্য দুটি ইনিংস খেলেন। বিরাটের অতি বড় নিন্দুকও এই অভিযোগ করতে পারবেন না যে, তিনি নিজের রানের জন্য কখনও ব্যাট করেছেন। বরাবর দলকে আগে রেখেছেন তিনি। বিগত কয়েকজন ভারতীয় অধিনায়ককে যদি এককথায় বিশ্লেষণ করতে হয়, তাহলে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে বলা হয়, ঠান্ডা মাথার মানুষ। সৌরভ আগ্রাসী কিন্তু পরিমিত। রাহুল দ্রাবিড় বা অনিল কুম্বলে মার্জিত স্বভাবের। বিরাট ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের সেই অনন্য চরিত্র যিনি দলে একটা বাড়তি ‘শক্তি’ সঞ্চার করেছিলেন। বিশ্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের বুকে এই শক্তির রসদ থাকে।

বিরাটের বর্তমানে ৩৬ বছর বয়স। এখনও তিনি দলে সবার চেয়ে ফিট। আর সেই কারণেই তাঁর এই আচমকা অবসরকে মেনে নেওয়া কঠিন। বিরাট মানেই একটা আগুন। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী, এই তো বিরাটের পরিচয়। প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখতে যিনি সিদ্ধহস্ত। হঠাৎ করেই নিজের প্রিয় ফর্ম্যাটকে বিরাট আগে বিদায় জানাবেন, তা যে কোনও ভক্তের কাছে কল্পনাতীত।

অধিনায়ক হিসাবে বিরাটের পদত্যাগ নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। অনেকেই দায়ী করেছিলেন তৎকালীন বোর্ড সভাপতি সৌরভকে। বিরাট দলের ‘বোঝা’ হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চাননি। শচীন তেন্ডুলকারকেও এই ধরনের কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজ হারের পর বিরাটের টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে তিনি অকারণ সমালোচনা শুনতে চাননি।

বাইরে থেকে চনমনে দেখালেও বিরাট গত কয়েকবছর ধরে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। লাল বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক রানের খরা তাঁকে সম্ভবত ভেতর থেকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। সাদা জামায় বিরাট শেষবার শতরান করেছিলেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে। পারথে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তারপর বিরাটের সর্বোচ্চ রান ৩৬, মেলবোর্নে, বক্সিং ডে টেস্টে।

গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্বে আসার পর থেকেই কানাঘুষো বিরাটকে নিয়ে নানান জল্পনা শুরু হয়েছিল। আগেই দিল্লির দুই ছেলে মাঠের মধ্যেই বিতর্কে জড়ান। ভারতীয় দলে একের পর এক প্রতিভাবান তরুণ উঠে আসছেন। বিরাটের জন্য সেটা একেবারেই চাপের ছিল না। বরং নতুন কোচ গম্ভীরের চাপটা অনেক বেশি অনুভব করছিলেন। তাই ফর্ম হারিয়ে তিনি গম্ভীরের চক্ষুশূল হতে চাননি। কেউ তাঁকে অবজ্ঞার চোখে দেখুক সেটা বরদাস্ত করা বিরাটের স্বভাববিরুদ্ধ। গম্ভীরের সঙ্গে বিরাট কখনও দ্বিমতপোষণ করতেন না। আত্মসম্মানবোধটা তাঁর তীব্র ছিল।

রবি শাস্ত্রীর পরিচালনায় বিরাট ভারতের অধিনায়ক হিসেবে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। শাস্ত্রী সরাসরি বলেছেন, বিরাট মানসিক ক্লান্তির কারণেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। বিশ্ব কখনোই জানবে না, কেন বিরাট টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছরের কেরিয়ারে বিরাট খেলেছেন ১২৩টি ম্যাচ। তিনি ৩০টি টেস্ট সেঞ্চুরির মালিক। বিরাটের এই নিঃশব্দ প্রস্থানকে মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। বিরাটের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের খুব কম অংশই শাস্ত্রী প্রকাশ করেছেন। কেনই বা তিনি করতে যাবেন? বহু বছর ধরে শাস্ত্রী বিরাটের আস্থাভাজন। মুম্বইয়ের রোহিত শর্মা যখন ভারতের অধিনায়ক হয়েছিলেন, তখনও শাস্ত্রী সর্বদা কোহলির প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু টেস্ট থেকে বিরাটের অপ্রত্যাশিত বিদায় রহস্যই থেকে যাবে। এই সিদ্ধান্ত কি তাহলে ঐশ্বরিক?

আপাতদৃষ্টিতে বিগত কয়েক বছরে বিরাট আধ্যাত্মিক হয়ে উঠেছেন। নিম করোলি বাবার আশ্রমে বিরাট ও অনুষ্কা শর্মার ঘনঘন যাতায়াত তীর্থস্থানটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিরুষ্কা জুটি গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে, প্রেমানন্দজি মহারাজের আশ্রমে। বিরাট প্রায় ১০৫০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রীড়াবিদ। কিন্তু ওই যে, কথায় আছে, টাকা দিয়ে শান্তি কেনা যায় না। তারকার খ্যাতি আকাশছোঁয়া। কিন্তু সেই খ্যাতিকে বর্জন করে মোক্ষলাভ সহজ নয়। একমাত্র বিরাটই শচীনের একশো আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছেন। প্রিয় শিষ্যের বিদায়ে কি মুচকি হাসছেন ক্রিকেট ঈশ্বর?

(লেখক হিন্দুস্তান টাইমস ও ইএসপিএনের প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

নয়া পথে জুড়বে কলকাতা ও উত্তর-পূর্ব

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : উত্তর-পূর্বের ৭টি রাজ্যের (সেভেন সিস্টার্স) সঙ্গে ভারতের বাকি অংশের সড়ক ও রেল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল শিলিগুড়ি করিডর। সেই পথের ওপর চাপ কমাতে বিকল্পের খোঁজ শুরু করেছে কেন্দ্র। একদিকে যেমন পূর্ব ভারতের সঙ্গে নেপাল, ভুটানের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে সড়ক এবং রেলপথের মাধ্যমে যুক্ত করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তেমনই বিকল্প একটি পথের কার্যকারিতাও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। তবে তা শুধুই স্থলপথ নয়। সেটি হবে জল ও সড়কপথের মিশ্রণ। যা কলকাতাকে মেঘালয়ের শিলং এবং অসমের শিলচরের সঙ্গে যুক্ত করবে।

ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-এর একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবিত যাত্রাপথের কোনও অংশ বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যাবে না। বাংলাদেশের বদলে গুরুত্ব পাবে মায়ানমার। কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতের পরিকল্পনা কার্যকর হলে শিলিগুড়ি করিডরের বিকল্প পাওয়া যাবে তা-ই নয়, অনেকাংশে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাবে বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের অন্দরে ভারত বিরোধিতার তীব্রতা বাড়ছে। বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন খোদ ইউনূস। বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে ভারতের পক্ষে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা কঠিন হবে বলে ক্রমাগত বার্তা দিচ্ছেন তিনি। চিনের মাটিতে দাঁড়িয়ে মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচলপ্রদেশ ও অসমকে 'স্থলবেষ্টিত অঞ্চল' এবং বাংলাদেশকে 'সমুদ্রের অভিভাবক' বলেছেন ইউনূস। তাঁর দাবি আগেই খারিজ করে দিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। এবার ভারতের নতুন যোগাযোগ পরিকল্পনা 'ট্রানজিট পয়েন্ট' হিসাবে বাংলাদেশের গুরুত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

এনএইচআইডিসিএল-এর সূত্রটি জানিয়েছে, কলকাতা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হবে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের সিত্তে বন্দর। সেখান থেকে কালাদান সড়ক প্রকল্পের অন্তর্গত একটি রাস্তা মায়ানমারের চিন প্রদেশের পালেতওয়া হয়ে ভারতের মিজোরামের জোরিনপুই পর্যন্ত যাবে। আবার জোরিনপুই থেকে একটি রাস্তা লংটলাই হয়ে মিজোরামের আইজলকে যুক্ত করবে। আইজলের সঙ্গে শিলং-শিলচরের সড়ক যোগাযোগ রয়েছে।

অসমের শিলচর থেকে মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরায় খুব সহজে পণ্য পরিবহণ সম্ভব। ২০৩০-এর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। সূত্রটির বক্তব্য, 'প্রস্তাবিত করিডরের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ভাইজাগ এবং কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্বে পণ্য পরিবহণ করা যাবে। করিডরটি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে বলে মনে করছে কেন্দ্র।'

শিলিগুড়ি করিডরের বিকল্প

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ

গ্রেপ্তার মহিলা ইউটিউবার সহ ৬

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে এক মহিলা ইউটিউবার সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্র এবং পঞ্জাব ও হরিয়ানার আরও পাঁচজন। গোয়েন্দাদের মতে, এই চক্রটি বিভিন্নভাবে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের তথ্য সরবরাহ করছিল। কেউ এজেন্ট হিসেবে, কেউ বা টাকা লেনদেনের মাধ্যমে, আবার কেউ গুরুত্বপূর্ণ খবর জোগাড় করে দিত।

হরিয়ানার বাসিন্দা জ্যোতির ইউটিউবে একটি চ্যানেল রয়েছে, নাম 'ট্র্যাভেল উইথ জো'। মূলত ভ্রমণের ভিডিও তিনি পোস্ট করতেন সেখানে। হরিয়ানার ওই সমাজমাধ্যম প্রভাবীর সঙ্গে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

জ্যোতি ২০২৩ সালে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। ওই সময়েই দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশনের আধিকারিক এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত অভিযোগে চলতি সপ্তাহেই (১৩ মে) দানিশকে ভারতে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ, দানিশের মাধ্যমেই পাক গুপ্তচর সংস্থার একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল জ্যোতির।

তদন্তকারীদের সন্দেহ, ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের স্পর্শকাতর তথ্য পাকিস্তানিদের কাছে পাচার করতেন জ্যোতি। হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম এবং স্ন্যাপচ্যাট ব্যবহার করে তিনি পাকিস্তানি চরেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পাকিস্তানি চরেদের পরিচয় গোপন রাখতে মোবাইলে অন্য নামে সেই নম্বরগুলি সেভ করতেন জ্যোতি। তার মধ্যে 'জাট রনধাওয়া' নামে একটি নম্বর সেভ করা ছিল। ওই নম্বরটি আসলে পাকিস্তানি চর শাকির ওরফে রানা শাহবাজের। জ্যোতি যখন বালি এবং ইন্দোনেশিয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও এক পাকিস্তানি চর।

পঞ্জাবের মালেরকোটলার বাসিন্দা ৩২ বছর বয়সি বিধবা গুজালা'ও এই মামলায় মূল অভিযুক্তদের একজন। তিনি ২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশনে ভিসা আবেদন করতে যান এবং সেখানেই দানিশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দানিশ প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে গুজালার সঙ্গে ভিডিও কলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন বলে জানা যাচ্ছে। গ্রেপ্তার হওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন ইয়ামিন মহম্মদ, দেবীন্দর সিং ধিলোঁ এবং আরমান। ষষ্ঠজনের নাম অপ্রকাশিত।

বকেয়া ডিএ

২৫ শতাংশ দিতে হবে ৬ সপ্তাহে

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার (ডিএ) ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেজন্য সর্বোচ্চ সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রাথমিকভাবে সেই সময়সীমা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। ৪ সপ্তাহ নাকি ৩ মাস তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল নানা মহলে। শনিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা যাতে ইতি টেনেছে। ওই নির্দেশিকায় রাজ্যকে বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র একাংশ দেওয়ার কথা বলেছিল। প্রাথমিকভাবে শীর্ষ আদালতের তরফে বকেয়ার ৫০ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, ওই পরিমাণ ডিএ দিতে যত টাকা লাগবে তা দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এজন্য ৬ সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

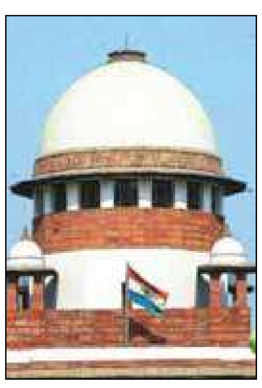

বৃষ্টির মধ্যে ছাতা হাতে মেয়েকে নিয়ে রাস্তা পারাপার। শনিবার মুম্বইয়ে।

গয়া এবার গয়াজি

পাটনা, ১৭ মে : বিহারের ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে প্রথমসারিতে রয়েছে গয়া। এবার সেই গয়ার নাম বদলের সিদ্ধান্ত নিল নীতীশ কুমারের সরকার। শুক্রবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে পাশ হওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী গয়ার নতুন নাম হচ্ছে 'গয়াজি'। গয়ার ধর্মীয় মাহাত্ম্য এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে এই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিহারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস সিদ্ধার্থ।

হিন্দু, বৌদ্ধ দুই ধর্মের মানুষের কাছেই গয়ার ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের অন্যতম বড় জনপদ ছিল এই শহর। পিণ্ডদান করতে প্রতি বছর বহু মানুষ গয়ায় যান। অন্যদিকে, গৌতম বুদ্ধ এখানকার বোধগয়ায় একটি বটগাছের নীচে বোধিলাভ করেছিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও এখানে ভিড় জমান। চলতি বছর বিহারে বিধানসভা ভোট। তার আগে নীতীশ সরকারের গয়ার নাম বদলের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশেষ অধিবেশনে উদ্যোগ নেই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : পহলগাম সন্ত্রাসের জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর এবং আচমকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে সংঘর্ষ বিরতির ঘটনায় প্রথম থেকেই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলছিল বিরোধীরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি মানতে নারাজ। বরং বিজেপির একাধিক সূত্র দাবি করেছে, বিরোধীরা চাইলেও বিশেষ অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে খুব একটা গা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। বিজেপির এক শীর্ষ নেতা নেতা বলেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে পহলগাম হামলা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সরকার পেশ করেছে। অপারেশন সিঁদুর সংক্রান্ত তথ্যও সরকার তুলে ধরেছে। কাজেই সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা মোটেই যুক্তিসংগত নয়।' এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারকে উদ্ধৃত করে ওই নেতা বলেন, 'শারদ পাওয়ার বলেছিলেন, সংবেদনশীল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করা ভালো দেখায় না।' বিশেষ অধিবেশন ডাকা না হলেও সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বোচ্চ সময় বরাদ্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জুনের মাঝামাঝি নয়তো জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বাদল অধিবেশন ডাকা হতে পারে। বাদল অধিবেশনের মুখে কংগ্রেস কেন বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির। এদিকে পাকিস্তানকে বিশ্বমঞ্চে কোণঠাসা করতে বিভিন্ন দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। তাতে সিপিএমেরও প্রতিনিধি থাকার কথা। কেন্দ্রের এই উদ্যোগে শামিল হলেও বিশেষ অধিবেশন না ডাকার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট একে গোপালন ভবন। সিপিএমের পলিটব্যুরোর তরফে বলা হয়েছে, 'আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ওই প্রতিনিধি দলে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে একই সঙ্গে সরকারকে অবিলম্বে সংসদের অধিবেশন ডাকার আর্জি জানাচ্ছি। যাতে ভারতের মানুষের সামনে তথ্য তুলে ধরা যায় এবং কোনও ব্যাখ্যা চাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।' প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কেন শুধুমাত্র বিজেপি ও এনডিএ শাসিত মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পলিটব্যুরো। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও এই ইস্যুতে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন।

অপারেশন সিঁদুরকে লাদেন হত্যার সঙ্গে তুলনা ধনকরের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : ভারতের অপারেশন সিঁদুর অভিযানের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেন হত্যা অভিযানের তুলনা করলেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর কথায়, যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরিকল্পনা করেছিল, মার্কিন বাহিনী ২০১১ সালের ২ মে ঠিক অপারেশন সিঁদুরের ছকেই তার মোকাবিলা করেছিল।

শনিবার নয়াদিল্লিতে জয়পুরিয়া ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ধনকর পরোক্ষে বোঝাতে চান, সামরিক শক্তিতে ভারত ক্রমশ আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে অন্তত নয়টি জঙ্গিঘাঁটিতে ভারত যেভাবে হামলা চালিয়েছে, তা দেশের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।'

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ধনকর এদিন আরও বলেন, 'ভারত যা করেছে, তা গোটা বিশ্বের জানা। শান্তির পথে চলার মনোভাব রেখে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভেদী বার্তা দেওয়াই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এই প্রথম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তইবার শক্ত ঘাঁটিগুলিতে সুনির্দিষ্ট হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলায় শুধু জঙ্গিরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

উপরাষ্ট্রপতি এদিন ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। তিনি বলেন, 'কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার পরে প্রধানমন্ত্রী বিহার থেকে বিশ্বের উদ্দেশে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেটি যে খালি কথার কথা ছিল না, তা এখন গোটা বিশ্ব বুঝতে পারছে।'

ধৃত গুজরাটের মন্ত্রী-পুত্র

আহমেদাবাদ, ১৭ মে : সর্ষের মধ্যে থেকে এবার ভূত বেরিয়ে এল। গুজরাটের ৭১ কোটি টাকার মনরেগা কেলেঙ্কারির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও কৃষিমন্ত্রী বাচু খাবাড়ের ছেলে বলবন্ত খাবাড়। তালুক উন্নয়ন আধিকারিক দর্শন প্যাটেলকেও এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দাহোড়ের ধানপুর এবং দেবগড় বরিয়া তালুকে মনরেগা কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে আসে প্রথমে। কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে মন্ত্রীর ছোট ছেলে কিরণ খাবাড়ের বিরুদ্ধেও। তিনি পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিষয়টি প্রথমে নজরে আসে ডিআরডিএ-র ডিরেক্টর বিএম প্যাটেলের। অডিটে অসংগতি ধরা পড়তেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে মন্ত্রী-পুত্রদের সংস্থা রাজ কনস্ট্রাকশন এবং রাজ ট্রেডার্সের নাম। দুজনেই অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে এতদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়া থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ২০২১ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে কুভা, রেধানা এবং সিমামোই গ্রামের নাম প্রতারণা করে মনরেগার উপভোক্তার তালিকায় তোলা হয়। বাস্তবে কোনও কাজ না হলেও ভুয়ো রিপোর্ট দেখিয়ে টাকা তোলা হয়। তদন্তের জাল বিস্তার করে দেখা যায় কেলেঙ্কারি অনেক গভীরে পৌঁছেছে। এর আগে বিরোধী দলনেতা অমিত চাভাড়া মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন প্যাটেলকে চিঠি লিখে এই কেলেঙ্কারির কথা জানিয়েছিলেন। গোটা পর্বে মুখে কুলুপ এঁটেছেন মন্ত্রী বাচু খাবাড়।

মনরেগা কেলেঙ্কারিতে

আপে ভাঙন

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দিল্লিতে ফের ধাক্কা খেল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। শনিবার দিল্লি পুরসভায় আপের নেতা মুকেশ গোয়েলের নেতৃত্বে দলের ১৩ জন কাউন্সিলার দলত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। আপ ছাড়ার পাশাপাশি ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি নামে নতুন একটি দলের কথাও ঘোষণা করেছেন তাঁরা। গত ফেব্রুয়ারিতে আদর্শনগরে আপের হয়ে লড়েছিলেন মুকেশ। কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। ২০২১ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে আপে যোগ দিয়েছিলেন। ২৫ বছর মুকেশ গোয়েল দিল্লি পুরসভায় কাউন্সিলার। বিজেপির কাছে দিল্লির মসনদ খোয়ানোর পর থেকেই অন্তর্কলহ বাড়ছে আপে। সেই কারণে গত মার্চে আপের সাংগঠনিক রদবদলও করেছিলেন কেজরিওয়াল।

এপ্রিলে বেকারত্বের হার ৫.১ শতাংশ

বেঙ্গালুরু, ১৭ মে : গত মাসেই কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, এবার থেকে তিন মাস অন্তর নয়, প্রতি মাসেই বেকারত্বের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৫ মে প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, এপ্রিল মাসে দেশের ১৫ ও তার চেয়ে বেশি বয়সি নাগরিকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৫.১ শতাংশ ছিল।

এই প্রথম পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক তাদের মাসিক পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা (পিএলএফএস) প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার (৫.২ শতাংশ), মহিলাদের (৫ শতাংশ) চেয়ে কিছুটা বেশি।

গত মাসে ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ১৩.৮ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্বের হার ছিল ১২.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে এটি ছিল ১৭.২ শতাংশ।

ইন্ডিয়া রেটিং অ্যান্ড রিসার্চের সহযোগী পরিচালক পরশ যশরাই জানান, চলতি বছরের এপ্রিলের প্রথম মাসিক পিএলএফএস তথ্য ভারতের শ্রমশক্তির গতিশীলতা এবং শ্রমবাজারের চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে।

যশরাই বলেন, সামগ্রিকভাবে বেকারত্বের হার কম (৫.১ শতাংশ) হলেও শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। গ্রামে বেকারত্বের হার ৪.৫ শতাংশ, শহরে বেকারত্বের হার ৬.৫ শতাংশ। শহুরে মেয়েদের মধ্যে আবার বেকারত্বের হার সর্বাধিক। তরুণীদের (১৫-২৯ বছর) মধ্যে শহরে বেকারত্ব ২৩.৭ শতাংশ। যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ১৫ শতাংশ। তবে গ্রামের চিত্রটি উলটো। গ্রাম্য তরুণীদের মধ্যে বেকারত্ব ১০.৭ শতাংশ এবং গ্রামের তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব ১৩ শতাংশ।

এ বিষয়ে যশরাইয়ের ব্যাখ্যা, শহুরে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেশি থাকায় তাঁরা অনেক সময় চাকরিতে ঢোকেন না। অর্থাৎ চাকরির বাজারের বাইরে থাকেন তাঁরা। আবার শহুরে মেয়েদের জন্য উপযুক্ত চাকরির সুযোগও তুলনায় কম।

সিআইইএল এইচআর সার্ভিসেসের কর্ণধার আদিত্য নারায়ণ মিশ্র বলেন, বেকারত্ব দেশের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সরকারের মাসিক তথ্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঠিক। এতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা সহজ হবে।

এ তো গেল বেকারত্বের খতিয়ান। কিন্তু দেশে কর্মসংস্থানের হার কত? মিশ্র জানান, এপ্রিল মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে গ্রামে কর্মসংস্থানের হার ৩৮ শতাংশ। শহরে তা ৩৪.১ শতাংশ। সব মিলিয়ে দেশের মোট কর্মসংস্থানের হার (ওয়ার্কার পপুলেশন রেশিও) ছিল ৫২.৮ শতাংশ।

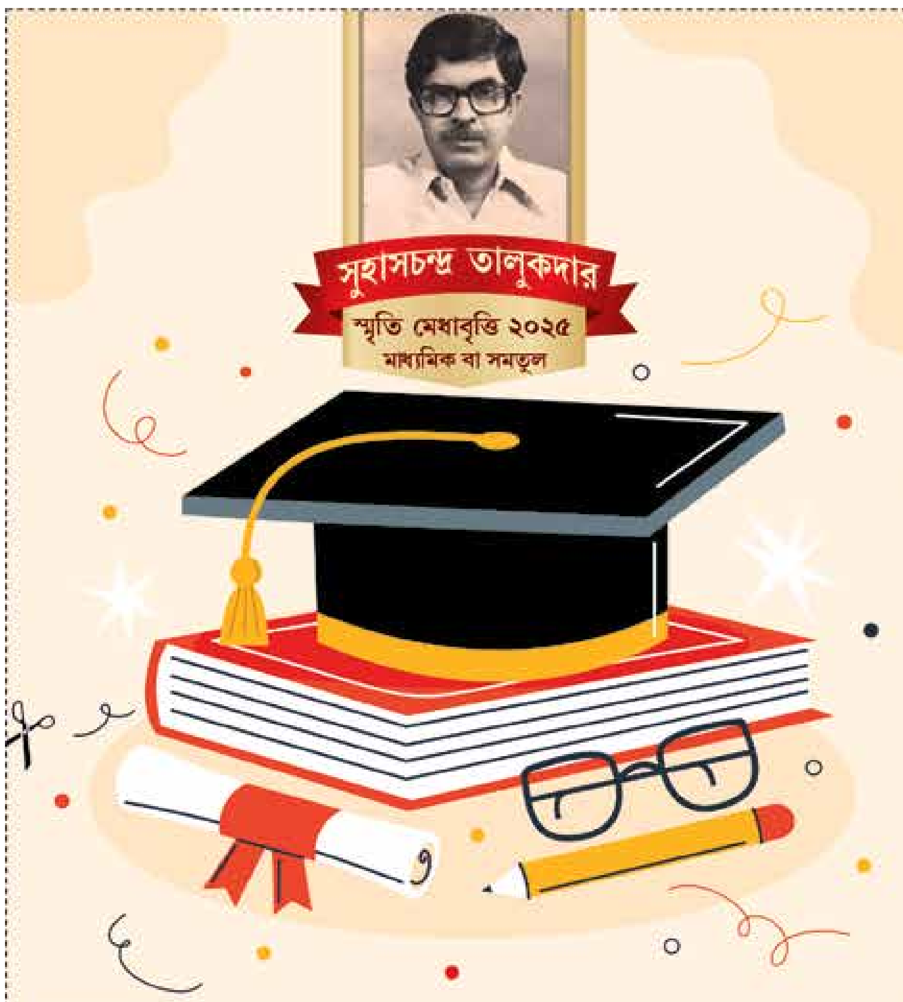

ছাত্র/ছাত্রীর নাম :
বাবার নাম :
সম্পূর্ণ ঠিকানা :
যোগাযোগের মোবাইল নং : কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী :
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর : / শতাংশের হিসাব : %
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় :
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় :
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় :
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :
আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন ২৮ মে

নিপুণ হাতের বাসা... *শনিবার মহারাষ্ট্রের কারাডে।*

এন-এ পৌঁছে গিয়েছিল দুই দেশের সংঘাত, দাবি ট্রাম্পের

এবার কৃতিত্ব দাবি ব্রিটেনের

ওয়াশিংটন, ১৭ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব তাঁর সরকারের বলে দাবি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার সেই কৃতিত্বে ভাগ বসাতে চাইল আমেরিকার সব ঋতুর বন্ধু ব্রিটেনও। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির দাবি, দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে হামলা-পালটা হামলা বন্ধ করতে আমেরিকার সমান্তরালে সক্রিয় ছিল ব্রিটেন। তিনি বলেন, 'ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী সংঘর্ষ বিরতি এবং শান্তি আলোচনা শুরু করতে আমরাও আমেরিকার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।'

এদিকে ভারত অপারেশন সিঁদুরে সাময়িক রাশ টানায় নিজেই নিজেকে কৃতিত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প। এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ভারত-পাক সংঘাত বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যেখানে 'এন' দিয়ে শুরু হয় এমন শব্দ ব্যবহার করতে হত। 'এন' বলতে তিনি যে 'নিউক্লিয়ার' বা পরমাণু অস্ত্রের কথা বোঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ধোঁয়াশা নেই।

ট্রাম্প বলেন, 'খুব গভীর সংকট তৈরি হয়েছিল। দু'পক্ষই খুব শক্তিশালী। উত্তেজনা এমন জায়গায় চলে গিয়েছিল যে এন দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় এমন শব্দ ব্যবহার করতে হত।' এরপর সাংবাদিকের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, 'এন মানে বুঝতে পারছেন তো? পারমাণবিক অস্ত্র বোঝাতে ওটা ব্যবহার করা হয়।' জীবনে তিনি যত বড় বড় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারা সেই তালিকায় ওপরের দিকে থাকবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

'ভাগ কর, শাসন কর' নীতিতে ভারত ও চিনের মধ্যে দেওয়াল তোলার চেষ্টা করছে পশ্চিমী দেশগুলি। এমনটাই দাবি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের। নিজের দাবির পক্ষে একাধিক যুক্তি পেশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, ভারত ও চিন যাতে সংঘাতে জড়ায় সেজন্য দুই দেশকে পরিকল্পিতভাবে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে পশ্চিমীদের কথা বললেও আলাদা করে কোনও দেশের নাম করেননি লাভরভ। তবে তাঁর অভিযোগের তির যে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাংশের দিকে সেই ব্যাপারে একমত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা।

রুশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভারত ও চিনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে পশ্চিমী বিশ্ব। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরের ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকালেই সেটা বুঝতে পারবেন। ওই অঞ্চলটিকে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা বলে উল্লেখ করতে শুরু করেছে পশ্চিমের দেশগুলি। এটা করা হচ্ছে ভারত-চিনের মধ্যে বিভেদকে উসকে দিতে।' ভারত ও চিনকে 'বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী' বলে দাবি করেছেন লাভরভ। পশ্চিমী দেশগুলির প্ররোচনায় পা না দিতে দুই দেশকে সতর্ক করেছেন তিনি।

শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চায় ভারত

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৭ মে : ভারতের সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ভারতের তরফে নাকি আমেরিকার পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দু-দেশের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি একটি বাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে। তবে এর জন্য তিনি তাড়াহুড়ো করতে চান না বলেও ট্রাম্প জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য নিয়ে শনিবার পর্যন্ত ভারতের বিদেশ, অর্থ বা বাণিজ্যমন্ত্রকের তরফে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

একদিকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের ধারাবাহিক বয়ান এবং অন্যদিকে কেন্দ্রের নীরবতায় বিতর্ক দানা বাঁধছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে মোদি সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে বলেছে কংগ্রেস। আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্কছাড় ভারতের অর্থনীতির পক্ষে কতটা সুফল বয়ে আনবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। এতে আমেরিকায় ভারতের পণ্য রপ্তানি কতটা বাড়বে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

এক সাক্ষাৎকারে ভারতকে উদ্দেশ করে ট্রাম্প বলেন, 'ওরা তো ব্যবসা করাটাই প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। আপনারা জানেন আমেরিকাকে ১০০ শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ওরা।' বাণিজ্য চুক্তি কবে থেকে কার্যকর হবে? ট্রাম্পের জবাব, 'খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তবে আমার তাড়া নেই। দেখছেন তো, সবাই আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইছে।'

দোহায় বিজনেস ফোরামে ট্রাম্প প্রায় একই কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমেরিকার পণ্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে ভারত। ফলে সেখানে জিনিসপত্র বিক্রি করা খুব কঠিন। তবে ভারত যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে মার্কিন পণ্যের ওপর কোনও শুল্কই থাকবে না।' বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর অবশ্য সেদিনই ট্রাম্পের দাবি খারিজ করে বলেছিলেন, 'ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এগুলি খুব জটিল বিষয়। আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা এমন বাণিজ্য চুক্তি চাইছি যাতে দু'পক্ষই লাভবান হয়। যতক্ষণ না চুক্তি হচ্ছে, ততক্ষণ এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য অনুচিত।'

> তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তবে আমার তাড়া নেই। দেখছেন তো, সবাই আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইছে।
> – ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জয়শংকরের বার্তার বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। কিন্তু ট্রাম্প যেভাবে বয়ান দিয়ে চলেছেন, তাতে ভারত-আমেরিকার প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জটিলতা বাড়তে পারে।

মাঝরাতে শরিফের ঘুম ভাঙান মুনির

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ১৭ মে : 'ব্রহ্মোস' দিয়ে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' যে পাকিস্তানের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা কার্যত মেনেই নিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ভারতের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে শুধু পাকিস্তানি বায়ুসেনার নূর খান ঘাঁটিই নয়, শরিফের রাতের ঘুমও মাটি করে দিয়েছিল। একটি জনসভায় পাক প্রধানমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি, '৯-১০ মে-র রাত আড়াইটে নাগাদ জেনারেল আসিম মুনির আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, ভারত ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এটি নূর খান এয়ারবেসে পড়েছে। অপরটি অন্যত্র পড়েছে।' রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদের মাঝামাঝি অবস্থিত নূর খান এয়ারবেসটি পাকিস্তানি বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান রণকৌশলগত সামরিক ঘাঁটি। ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধেও ওই ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল ভারত।

শাহবাজ শরিফ অবশ্য এও দাবি করেছেন, ভারতের তরফেই নাকি সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব প্রথমে এসেছে। তিনি বলেন, 'সকালে আমি যখন সাঁতার কাটছিলাম তখন আমার কাছে ফের জেনারেল আসিম মুনিরের ফোন আসে। তিনি জানান, ভারতকে আমরা কড়া জবাব দিলেও তারা সংঘর্ষ বিরতি চেয়েছে। আমি ওঁকে বলি, শত্রুপক্ষে সবলে জবাব দেওয়ার পর তারা যেভাবে সংঘর্ষ বিরতি চেয়েছে, সেটা গর্বের বিষয়।' ভারত অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। বরং কেন্দ্রের একটি সূত্র দাবি করেছে, হামলার জেরে ত্রস্ত পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে হটলাইনে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। সেই কারণে ১০ তারিখ বিকাল ৩টে ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানি ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাসিফ আবদুল্লা ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের সঙ্গে হটলাইনে কথা বলে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী ১০ তারিখ সন্ধ্যা থেকে স্থল, আকাশ এবং সমুদ্রপথে সামরিক সংঘাতে বিরতি শুরু হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ভারত

শরিফের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও। এক পাকিস্তানি কনটেন্ট ক্রিয়েটর এক্সে লিখেছেন, 'পার্লামেন্ট বা অন্য কারও সঙ্গে কথা না বলে শরিফ তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এটা কীভাবে সত্যি হতে পারে?' আরও এক পাকিস্তানি নাগরিকের খোঁচা, 'পাকিস্তানের ওপর যখন বোমা ফেলা হচ্ছে তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাঁতার কাটছিলেন। একজন ধূর্ত মানুষ সবসময়ই ভুল করেন। আর আমরা সেই ভুল ধরে ফেলেছি।'

নাগরিকত্বের জন্য রিয়্যালিটি শো

ওয়াশিংটন, ১৭ মে : ক্ষমতায় এসেই আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে কড়াকড়ির ইঙ্গিত দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলতি মাসের শুরুতে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছেন তিনি। যেখানে অভিবাসীরা স্বেচ্ছায় আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে চাইলে তাঁদের বিমানের টিকিট এবং হাজার ডলার করে দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি মোটা টাকার বিনিময়ে ধনী অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছে ট্রাম্প সরকার। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন নাগরিকত্বের জন্য ভারতে জনপ্রিয় বিগ বস-এর মতো রিয়্যালিটি শো'র আয়োজন করা।

আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, নাগরিকত্ব পেতে ইচ্ছুক অভিবাসীদের নিয়ে তারা একটি রিয়্যালিটি টিভি শো'র পরিকল্পনা করেছে। অভিবাসীদের ছোট ছোট দল তৈরি করে আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হবে। সেখানে বিগ বস-এ অংশগ্রহণকারীদের মতো তাঁদেরও কিছু কাজ এবং বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হবে। যার মাধ্যমে আমেরিকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রীতিনীতির প্রতি অভিবাসীরা কতটা সংবেদনশীল, তা বিচার করা হবে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে আমেরিকার নাগরিকত্ব। তবে গোটা বিষয়টি এখনও চিন্তাভাবনার স্তরে রয়েছে বলে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তরফে জানানো হয়েছে।

সংস্থার এক মুখপাত্র জানান, রিয়্যালিটি শো'র নাম হতে পারে 'দ্য আমেরিকান'। মার্কিন রিয়্যালিটি টিভি শো'র বিখ্যাত সঞ্চালক তথা অভিনেতা রব ওয়ার্সফের 'ডাক ডাইনেস্টি' এবং 'দ্য মিলিওনেয়ার ম্যাচমেকার'-এর মতো অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণে দ্য আমেরিকান পরিচালিত হবে।

গজরাজের জন্য... *শনিবার আগ্রায়।*

রোহিঙ্গা বিতাড়ন নিয়ে আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : দিল্লিতে বসবাসকারী ৪৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমন অভিযোগ ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে রাষ্ট্রসংঘ। তারা এই ঘটনাকে 'অমানবিক এবং অগ্রহণযোগ্য' বলে নিন্দাও করেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, রোহিঙ্গা বিতাড়নের ঘটনাটি ঘটে আন্দামান সাগরে মায়ানমারের উপকূলের কাছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের অফিস ১৫ মে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছিল। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করা হয়। বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চ জরুরি শুনানির আবেদন নাকচ করে শুক্রবার বলেছে, সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ রোহিঙ্গা সংক্রান্ত মামলা শুনছে এবং যার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৩১ জুলাই, সেখানেই এই আবেদন করতে হবে।

পাকিস্তানকে জানিয়ে প্রত্যাঘাত কেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্য ধরে রাখতে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি। যদিও কেন্দ্রের এই অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস। উলটে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বক্তব্যের একটি ভিডিও শেয়ার করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রশ্ন তুলেছেন, পাকিস্তানকে জানিয়ে প্রত্যাঘাত করা হল কেন? ওই ভিডিওতে সাংবাদিকদের সামনে বিদেশমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে যে হামলা চালানো হবে, সেই কথা ইসলামাবাদকে প্রথমে জানিয়েছিল ভারত। রাহুলের বক্তব্য, 'আমাদের আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানকে জানিয়ে দেওয়া একটি অপরাধ। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জনসমক্ষে মেনে নিয়েছেন যে ভারত সরকার এই কাজটি করেছিল। কে এটার অনুমতি দিয়েছিলেন? এর ফলে আমাদের বায়ুসেনা কতগুলি বিমান হারিয়েছে?' রাহুলের পোস্ট করা ভিডিওতে বিদেশমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'অভিযানের শুরুতেই আমরা পাকিস্তানকে একটি বার্তা পাঠাই। বলি, আমরা আপনাদের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিতে হামলা করছি। আমরা কোনও সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালাচ্ছি না। কাজেই সেনাবাহিনীকে এই ঘটনা থেকে বাদ রাখাই যেতে পারত। কিন্তু পাকিস্তান ভালো পরামর্শ নিতে চায়নি।' রাহুলের পোস্ট করা ভিডিও ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই পিআইবি-র তরফে দাবি করা হয়, জয়শংকর এই ধরনের কোনও কথা বলেননি।

> আমাদের আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানকে জানিয়ে দেওয়া একটি অপরাধ। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জনসমক্ষে মেনে নিয়েছেন যে ভারত সরকার এই কাজটি করেছিল। কে এটার অনুমতি দিয়েছিলেন? এর ফলে আমাদের বায়ুসেনা কতগুলি বিমান হারিয়েছে?
> রাহুল গান্ধি

সীমান্তে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা দু'দেশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ মে : 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের পরিস্থিতি খানিকটা হলেও বদলাচ্ছে। ১০ মে ভারত ও পাকিস্তানের ডিজিএমওদের মধ্যে সমঝোতার পর শুক্রবার ভারতীয় সেনা জানায় যে, দুই দেশের মধ্যে আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার ফলে সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা খানিকটা কমানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '১০ মে দুই ডিজিএমও-র মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আস্থার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সতর্কতার মাত্রা কমানোর পদক্ষেপ চলবে।' পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাক দার দাবি করেন, দুই ডিজিএমও হটলাইনে কথা বলেছেন এবং সংঘর্ষ বিরতির সময়সীমা ১৮ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ইজরায়েলি হানায় গাজায় হত ১৪৩

গাজা, ১৭ মে : নকবা দিবসেই ফের গাজার ওপর হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে গাজা উপত্যকাজুড়ে একের পর এক ইজরায়েলি হামলায় অন্তত ১৪৩ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে।

জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে ইজরায়েলি বোমা হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যান রোগীরা, এমনটাই জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। আল-তওবাহ ক্লিনিকে ওই হামলায় মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন শিশু সহ অন্তত ১৩ জনের।

এই হামলার দিনটিই ছিল 'নকবা দিবস'-এর ৭৭তম বর্ষপূর্তি। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের সময় প্যালেস্তিনীয়দের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

মৃত্যু ছাড়াল ৫৩ হাজার

নিজভূমে পরবাসী হতে হয়েছিল প্যালেস্তিনীয়দের। ৭৬ বছর আগের নকবা দিবসের (বিপর্যয়ের দিন) সেই স্মৃতিই ফের ফিরে এল ১৫ মে দিনটিতে।

গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, চলমান যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত নিহত হয়েছেন অন্তত ৫৩,০১০ জন প্যালেস্তিনীয়। আহত হয়েছেন প্রায় ১,১৯,৯১৯ জন। গাজা সরকার পরিচালিত জনসংযোগ দপ্তর জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া হাজার হাজার মানুষকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ৬১,৭০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

অন্যদিকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইজরায়েলে চালানো হামলায় ১,১৩৯ জন নিহত হন এবং ২০০ জনের বেশি মানুষকে বন্দি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

১০ লক্ষ গাজাবাসী

লিবিয়ায় সরানোর ছক ডোনাল্ডের

ওয়াশিংটন, ১৭ মে : ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা দখলের প্রস্তাব দেওয়ার কয়েক মাস পর শনিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি নতুন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ১০ লক্ষের মতো প্যালেস্তিনীয়কে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকা থেকে স্থায়ীভাবে লিবিয়ায় পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনা 'গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা' করা হচ্ছে এবং ট্রাম্প প্রশাসন এই নিয়ে লিবিয়ার

নেতৃত্বের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছে। আলোচনা হয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গেও।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লিবিয়ার কয়েক হাজার কোটি টাকার তহবিল দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা আটকে রেখেছে। ওই অর্থ ২০১১ সালে লিবিয়ার একনায়ক মুয়াম্মার গদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে আটকে আছে। প্যালেস্তিনীয়দের পুনর্বাসন দিতে লিবিয়ার বর্তমান সরকার রাজি হয়ে গেলে বিনিময়ে ওই তহবিল ছেড়ে দিতে পারেন ট্রাম্প। তবে এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি এখনও হয়নি।

এদিকে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের এক মুখপাত্র প্যালেস্তিনীয়দের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ওই প্রতিবেদনটিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বর্তমান বাস্তবতায় এমন কোনও পরিকল্পনার সুযোগই নেই। এই ধরনের আলোচনা কোনও স্তরেই হয়নি এবং পরিকল্পনাটিও আদৌ বাস্তবসম্মত নয়।'

এ বিষয়ে হামাসের শীর্ষনেতা বাসেম নাইম বলেন, তিনি এই ধরনের কোনও আলোচনার খবর জানেন না। তাঁর সাফ কথা, 'প্যালেস্তিনীয়দের ভবিষ্যৎ প্যালেস্তিনীয়রাই ঠিক করবে। অন্য কেউ নয়। তাছাড়া প্যালেস্তিনীয়রা তাদের মাতৃভূমি গাজার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তারা নিজেদের জন্মভূমি, পরিবার আর ভবিষ্যতের জন্য শেষপর্যন্ত লড়বে।'

আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য ট্রাম্প প্যালেস্তিনীয়দের গাজা থেকে সরিয়ে অন্য কোনও দেশে পাঠানোর কথা বলে আসছেন। পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত হিসাবে মিশর, জর্ডন বা আরব দেশগুলির কথা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। কিন্তু কোনও দেশ এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায়নি। প্যালেস্তিনীয়রাও প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন বারবার। তাঁরা মাতৃভূমি ছেড়ে যাবেন না বলে জানিয়েছেন। ফলে সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।

প্রথম বিদ্যুতের আলো ১৭ মাও অধ্যুষিত গ্রামে

রায়পুর, ১৭ মে : বাল্ব জ্বলছে। হ্যাঁ, বিদ্যুতের আলো। সেই আলোর ছটা বাসিন্দাদের চোখেমুখে। পটকা ফাটিয়ে, বাজি পুড়িয়ে আনন্দে মাতোয়ারা পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা মাওবাদী অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ের বুকমারকার, কাট্টাপার ইত্যাদি গ্রামের মানুষ। ঘুপচি ঘরে আলোর বন্যা দেখে হইহই করে নাচ-গান শুরু করে দিয়েছে শিশুরা।

গ্রামবাসীদের কাছে বিদ্যুতের আলো ছিল স্বপ্ন। তাঁদের নিত্যদিন কাটত গুলির আওয়াজ শুনে। মাওবাদ-সন্ত্রাসে সিঁটিয়ে থাকা গরিবগুর্বোরা স্বপ্নেও ভাবেননি

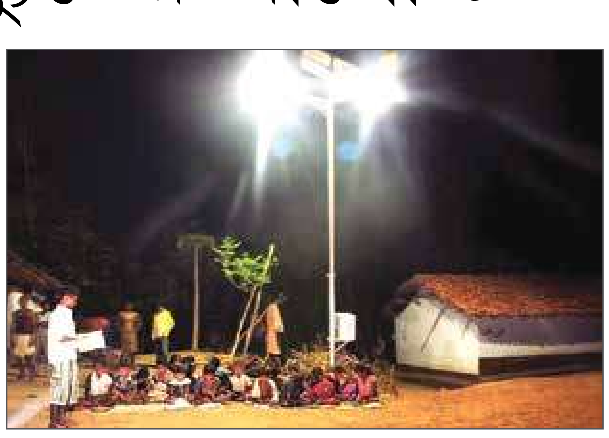

তাঁদের ঘরেও আসবে বিদ্যুতের আলো। সরকার উন্নয়নকে হাতিয়ার করায় তা বাস্তব হল।

ছত্তিশগড়ে চলছে 'মুখ্যমন্ত্রী মাজরাতোলা বিদ্যুৎকরণ যোজনা'। এই যোজনায় রাজ্যের ১৭টি গ্রামের ৫৪০টি পরিবারের মধ্যে ২৭৫ পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। আরও ২৬৫টি গ্রামে পৌঁছোবে।

সরকারি বিবৃতি বলছে, বিদ্যুদয়নকে মিশন হিসেবে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল। একদিকে মাওবাদীদের হুমকি, অন্যদিকে দুর্গম প্রকৃতি। গ্রামে আলো জ্বলছে সৌরশক্তিতে। সমস্যা হল তার রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অনেক গ্রামে সৌর প্যানেল চুরি হয়ে গিয়েছে। ফলে দুর্দশায় পড়ুয়ারা। তাদের কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়েই পড়তে হচ্ছে।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে মাও দমন ও উন্নয়ন চলছে একসঙ্গে। গুণীজনেরা বলেন, গ্রামে শিক্ষার আলো দরকার। কিন্তু সেই আলো ছড়ানোর জন্য বিদ্যুতের আলো যে বড্ড দরকার, তা বুঝেছেন আমাকোড়ো, তাতেকাসা, পেটেমেটা, পুগদার গ্রামের মানুষ। আলো তাঁদের জীবন দিল।

পুরুষের রূপটান

নারীর পাশাপাশি অনেক পুরুষ নিজেদের সৌন্দর্যের সেরাটা বের করে আনতে হাতে তুলে নিচ্ছেন মেকআপ পণ্য। টিকটক, ইনস্টাগ্রাম সহ সামাজিক মাধ্যমে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পুরুষের মেকআপ। আর বিশেষ অনুষ্ঠান হলে তো কথাই নেই, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : সেবক রোডের একটি পার্লারে ঢুকতেই দেখা গেল বিয়ের জন্য মেকআপ করছেন দুই হবু বর। পোশাকের সঙ্গে মানানসই হেয়ার স্টাইল, মেকআপ করে সাজিয়ে দিচ্ছেন একজন পুরুষ মেকআপ আর্টিস্ট।

ছেলেদের আবার মেকআপ?

প্রশ্ন করতেই হেসে মেকআপ আর্টিস্ট বিকি মজুমদার বলেন, 'পুরুষের মেকআপের সঙ্গে তার জেন্ডার আইডেন্টিটি আর সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির কোনও সম্পর্ক নেই। তাই কোনও পুরুষকে মেকআপ করতে দেখে তাঁকে নির্দিষ্ট কোনও 'ট্যাগ' দেওয়া যাবে না। ত্বকের যত্নের ব্যাপারে শুধু মেয়েরাই নয়, ছেলেরাও সচেতন। চাহিদা থাকায় মেকআপের কাজ শিখে মেয়েদের পাশাপাশি স্বনির্ভর হচ্ছেন ছেলেরাও।'

ছেলেদের মেকআপ করতে আগে নাটক, ফ্যাশন শো, নাচেই দেখা যেত। তবে সেই দিন এখন বদলেছে। মেকআপ এখন ছেলেদের কাছে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাছাড়া পুরুষের মেকআপ করার ইতিহাস হাজার বছরের। সতেরো ও আঠারো শতকে পৌরুষ পায় নতুন সংজ্ঞা। এরপর মেকআপ থেকে পুরুষকে আলাদা করে ফেলা হয়। নারী আর পুরুষের পোশাকেও আসে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। আর এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তরুণদের মেকআপের ভিডিও মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ পাচ্ছে।

এ সব দেখেই বিয়ে হোক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান- নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য পার্লারে ছুটছেন ছেলেরাও। ফাউন্ডেশন থেকে কনসিলার, টিন্টেড ময়েশ্চারাইজার, ব্রো জেল, লিপ স্টিক সবকিছুই ব্যবহার করা হয় ছেলেদের সাজে। তবে ছেলেদের আধুনিক পার্টি মেকআপ কেমন হবে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মেকআপ আর্টিস্ট রাজীব সরখেল বলেন, 'ছেলেদের বেশি চড়া পার্টি মেকআপ করলে খুব আর্টিফিশিয়াল দেখায়। তবে নাচ ও নাটকের ক্ষেত্রে স্টেজে যেহেতু লাইটের কারসাজি বেশি থাকে সেখানে চড়া মেকআপ করা হয়। কিন্তু পার্টি মেকআপের ক্ষেত্রে তা করা যায় না।' তিনি জানান, 'গত দু'বছর থেকে ছেলেদের পার্টি মেকআপের চল অনেকটা বেড়েছে। পাশাপাশি মেকআপ শেখার আগ্রহও ছেলেদের মধ্যে বেড়েছে।'

হবু কনেদের যেখানে প্রায় এক বছর আগে মেকআপ আর্টিস্ট বুক না করলে মনমতো আর্টিস্টের কাছে সাজতে পারা মুশকিল হয়ে যায়, হবু বরদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রতিযোগিতা এখনও অনেকটা কম বলে জানাচ্ছেন মেকআপ আর্টিস্টরা। মেকআপ আর্টিস্ট সঞ্জয় রাজপুত বলেন, 'সৌন্দর্য নিয়ে সচেতন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদেরই বেশি রূপটান করতে দেখা যায়। ছেলেদের এই সাজের জন্য কিন্তু অনেকটা টাকাই খরচ করতে হয়।' হিলকার্ট রোডে একটা পার্লারের কর্ণধার মহম্মদ শাকির জানান, মেয়েদের পার্টি মেকআপ একটু বেশি দামি হয় তবে ছেলেদের মেকআপ আটশো টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত রয়েছে। বাঙালি ও অবাঙালি এই প্রজন্মের অনেকেরই এখন সাজের জন্য পার্লারে আসছেন।

শিলিগুড়ির পার্লারের কর্ণধাররা স্বীকার করেছেন, সৌন্দর্যের ধারণা সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে আলাদা। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতেও আলাদা। এটাও ঠিক, পুরুষের মেকআপ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু কেউ যদি মেকআপ করে নিজের সৌন্দর্যকে আরও বাড়াতে চায়, মেকআপ যদি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে, তাহলে সেটাকে লৈঙ্গিক বেড়াজালে আটকে ফেলার কিছু নেই। অনেক পুরুষই মেকআপের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সাজ নিয়ে আলোচনা আর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চান।

৫ হাজারি

পুরুষের মেকআপ করার তথা রূপচর্চার ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো

সতেরো ও আঠারো শতকে মেকআপ থেকে পুরুষকে আলাদা করে ফেলা হয়

আর এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণদের মেকআপের ভিডিও মিলিয়ন ভিউ পাচ্ছে

এখন ছেলেদের রূপটানে আটশো থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হতে পারে

> ত্বকের যত্নের ব্যাপারে শুধু মেয়েরাই নয়, ছেলেরাও সচেতন। চাহিদা থাকায় মেকআপের কাজ শিখে মেয়েদের পাশাপাশি স্বনির্ভর হচ্ছেন ছেলেরাও।
>
> -**বিকি মজুমদার**, রূপটান বিশেষজ্ঞ

> সৌন্দর্য নিয়ে সচেতন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদেরই বেশি রূপটান করতে দেখা যায়। ছেলেদের এই সাজের জন্য কিন্তু অনেকটা টাকাই খরচ করতে হয়।
>
> -**সঞ্জয় রাজপুত**, মেকআপ আর্টিস্ট

জল নিয়ে শহরে ফের জলঘোলা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে ফের রাজনৈতিক তর্জা। এবার জলের সমস্যার জন্য বামেদের দুষলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বাম জমানায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করার দরুন এখন শহরবাসীকে ভুগতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র। যদিও বামেদের পালটা দাবি, শহরবাসী আজ পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন তাদের কারণেই।

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে পানীয় জল পরিষেবার সমস্যা নিয়ে একাধিক ফোন আসে। বিশেষ করে ৪০ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। উত্তর দিতে গিয়ে মেয়র বলেন, 'দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। প্রথম জলপ্রকল্পে ইনটেক ওয়েলে পলি জমে রয়েছে। তাই জল কম যাচ্ছে। আগের বোর্ড পৃথক ইনটেক ওয়েল তৈরি করেনি। আমরা চেষ্টা করছি সমস্যা মেটানোর। আমাদের হাতে তো আর জাদুকাঠি নেই।'

মেয়রের এমন উত্তর শুনে প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য দাবি করেন, তৃণমূল বোর্ড জল নিয়ে কী কাজ করেছে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। অশোকের কথায়, 'তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আছে প্রায় ১৫ বছর হতে চলল। পুর বোর্ডেও প্রায় চার বছর রয়েছে। আমরা যদি না করেই থাকি তবে ওরা এতদিন কেন করল না? যে পরিকাঠামো দিয়ে আমরা সুষ্ঠু পরিষেবা দিয়েছি, এখন সেই পরিকাঠামো দিয়েই ঠিকমতো পরিষেবা দিতে পারছে না বর্তমান বোর্ড।'

রাজনৈতিক আকচাআকচি চলবে। কিন্তু ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। গরম পড়তেই শহরের বহু এলাকায় কুয়োর জল স্তর নেমে গিয়েছে। এমতাবস্থায় পুরনিগমের পরিশোধিত পানীয় জলই ভরসা। কিন্তু ফুলবাড়িতে ইনটেক ওয়েলে পলি জমতে জমতে অনেকটাই স্তর পড়ে গিয়েছে। প্রবেশদ্বারে পলি জমে থাকায় স্বল্প পরিমাণ জল পরিশোধনের জন্যে তোলা যাচ্ছে। এর মধ্যে সিকিমে ভারী বর্ষণের জেরে কাদামাটি মিশ্রিত জল আসতে শুরু করেছে। এর জেরে ইনটেক ওয়েলে আরও পলি জমছে। পাশাপাশি ঘোলাজল পরিশোধনের পরেও ঘোলা থাকছে। ফলে চাহিদামতো জল পাওয়া যাচ্ছে না। যে কারণে শুক্রবার একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়।

বৃহস্পতিবার খুব কম সময়ের জন্য ওই ওয়ার্ডগুলিতে জল সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। সিকিমে ফের বৃষ্টি হলে আবার একই সমস্যা তৈরি হবে। তাই সমস্ত ওয়ার্ডে এখন থেকে প্রতিদিন জলের ট্যাংক ঘোরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। ইতিমধ্যে তিনটে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। তারমধ্যে একটি আগেই চালু হয়েছে। বাকি দুটি দ্রুত চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। এতে তিন-চারটে ওয়ার্ডের সমস্যা মিটবে বলে আশাবাদী পুরনিগম। আরও আটটি ডিপ টিউবওয়েল তৈরির জন্যে টেন্ডার করা হয়েছে।

গৌতম-অশোক বাগযুদ্ধ

> দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। প্রথম জলপ্রকল্পে ইনটেক ওয়েলে পলি জমে রয়েছে। তাই জল কম যাচ্ছে। আগের বোর্ড পৃথক ইনটেক ওয়েল তৈরি করেনি। আমরা চেষ্টা করছি সমস্যা মেটানোর। আমাদের হাতে তো আর জাদুকাঠি নেই।
>
> -গৌতম দেব

> তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আছে প্রায় ১৫ বছর হতে চলল। পুর বোর্ডেও প্রায় চার বছর রয়েছে। যে পরিকাঠামো দিয়ে আমরা সুষ্ঠু পরিষেবা দিয়েছি, এখন সেই পরিকাঠামো দিয়েই ঠিকমতো পরিষেবা দিতে পারছে না বর্তমান বোর্ড।
>
> -অশোক ভট্টাচার্য

সেমিনার

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যবহার, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং নাগরিকদের ব্যস্ততা নিয়ে শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে সেমিনার হল। শনিবার সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে আলোচনা হয় নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে। বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ অনিন্দ্য গুহ। কলেজের সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন। সেমিনারের আহ্বায়ক ডঃ রেণুকা দত্ত জানান, ২১ জন গবেষক পড়ুয়া গবেষণাপত্র পেশ করেছেন। সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথ।

ছাতা বিলি

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : শনিবার পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীদের বৃষ্টি ও গরম থেকে বাঁচার জন্য ছাতা দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'গরমে যাতে পুলিশকর্মীদের অসুবিধা না হয়, সে কারণেই এমন কর্মসূচি।'

মায়োপিয়া পরীক্ষা যন্ত্র

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : বর্ধমান রোডে হাওড়া পেট্রোল পাম্পের পাশে ডক্টর ভাওয়ালস মায়োপিয়া ক্লিনিকে এল মায়োপিয়া টেস্টের আধুনিক যন্ত্র 'মায়োপিয়া মাস্টার'। পূর্ব ভারতে প্রথম শিলিগুড়িতেই কোনও ক্লিনিকে এই অত্যাধুনিক যন্ত্র আনা হল। শনিবার আনন্দের সঙ্গে তা ঘোষণা করেন ডাঃ অর্জুন সি ভাওয়াল। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রবীন্দ্র জৈন, চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাঃ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, আই সার্জন ডাঃ মানস চৌধুরী, লেখক এবং বেসরকারি স্কুলের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষাল, পুষ্টিবিদ সমন্বিতা ভাওয়াল সহ অন্যান্য আরও অনেকে।

অর্জুন সি ভাওয়াল বলেন, 'আগামী ১৯ মে থেকে ২৫ মে মায়োপিয়া সচেতনতা সপ্তাহ। এবছর বিশ্বজুড়ে থিম রয়েছে 'স্ক্রিনস ডাউন, আইস আপ'। এই সময় এবং পরবর্তীতেও স্কুলপড়ুয়াদের বিনামূল্যে স্ক্রিনিং এবং মায়োপিয়া পরীক্ষা করা হবে। চিকিৎসকের কথায়, 'যদি এই মেশিনে ধরা পড়ে যে কারও মায়োপিয়া হওয়ার লক্ষণ রয়েছে, তবে তখনই তা আমরা আটকে দিতে পারব। খাদ্যাভাস, জীবনধারার কিছু পরিবর্তন আনলেই সহজে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।' এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মায়োপিয়া নির্ণয়, অনুমান, ঝুঁকি নিয়ে বিশ্লেষণ, মায়োপিয়া বেড়ে ওঠাকে কমিয়ে ফেলা সম্ভব। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাড়তে থাকা মায়োপিয়া প্রতিরোধ সম্ভব। তাই অনেকেই মনে করছেন, এই নতুন যন্ত্রের ফলে শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গবাসী অনেকটা উপকৃত হবে।

কাজ আটকে দিলেন এলাকাবাসী

সরকারি জায়গায় কমার্সিয়াল ট্রান্সফর্মার

বিতর্কিত ট্রান্সফর্মারের কাজ আটকে আছে।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : একেই ঘনঘন পাওয়ার কাট, কখনও আবার লো ভোল্টেজের সমস্যা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকরা লোড বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আজ অথবা কাল হবে বলে স্থানীয়দের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে এলাকার কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের জন্য ট্রান্সফর্মার বসাতে উদ্যোগী হয়েছিল বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। তাও ব্যক্তিগত বিল্ডিংয়ের জন্য রাস্তার ধারে সরকারি জায়গায় ওই কাজ করা হচ্ছিল। যা শনিবার বন্ধ করে দেন ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে শক্তিগড়ের ৫ নম্বর রাস্তায়।

শুধু কাজ বন্ধ করে দেওয়া নয়, গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি স্মারকলিপি দিতে স্থানীয়রা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির মিলনপল্লির কাস্টমার কেয়ার ইউনিটে গিয়েছিলেন। কিন্তু অফিস বন্ধ বলে কেউ স্মারকলিপি গ্রহণ করেননি। যতদিন না এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান হবে, ততদিন কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে স্থানীয়রা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, ব্যক্তিগত ট্রান্সফর্মার সরকারি জায়গায় বসানো যাবে না। তনুশ্রী দাস, কুমারেশ দত্ত, মিতালি ঘোষের মতো এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, তাঁদের এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা দীর্ঘদিনের। ট্রান্সফর্মার বদলাতে হবে বলে দপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল। ওঁদের কাছে এই মুহূর্তে ট্রান্সফর্মার মজুত নেই বলেও জানানো হয়েছিল। তাহলে কী করে ওই কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের জন্য ট্রান্সফর্মার বসানো হচ্ছে? আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা।

শক্তিগড় ৫ নম্বর রাস্তায় এক ব্যবসায়ী কমার্সিয়াল বিল্ডিং তৈরি করেছেন। ওই বিল্ডিং যে কমার্সিয়ালি ব্যবহার করা হবে, তা তিনি স্থানীয়দের জানাননি বলে অভিযোগ। নেওয়া হয়নি স্থানীয়দের থেকে এনওসি। শনিবার ওই বহুতলে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পৃথক ট্রান্সফর্মার বসাতে আসেন বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা। নিয়ম অনুযায়ী, বেসরকারি কমপ্লেক্সের ভেতরে কোনও এক জায়গায় ট্রান্সফর্মার বসাতে হয়। কিন্তু ওই কমপ্লেক্সের বাইরে সরকারি জায়গায় খুঁটি বসিয়ে ট্রান্সফর্মার বসানো হচ্ছিল। এই কাজের জন্য বেলা ১২টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকার নোটিশও জারি করা হয়। বিষয়টি জানতে পারার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ওই কমেপ্লক্সের মালিক অঙ্কুর বনসলের বক্তব্য, 'আমার কাছে সমস্ত নথি আছে। আমি ২৫ কেভি লোডের জন্য আবেদন করেছি। তার জন্যে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছি।' বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির মিলনপল্লি সিসিই-এর ম্যানেজার প্রশান্ত মহন্তর ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

রাস্তায় বিরোধ

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : ট্রাফিক পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় এক আইনজীবীর সঙ্গে বিরোধ বাধে ট্রাফিক পুলিশের। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির জন্য রাস্তায় অস্থায়ী বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। ওই কাজের জন্য রাস্তাটি দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ওই সময় মোটরবাইক নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে আদালতের দিকে যাচ্ছিলেন ওই আইনজীবী।

পড়ল গাছ

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : কনটেনারের ধাক্কায় পড়ে গেল রাস্তার ধারে থাকা একটি গাছ। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিদ্যুতের তার থেকে গাছের ডালপালা সরানোর পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার পথে স্টেশন ফিডার রোডের ফুড স্ট্রিটে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার জেলা প্রশাসনের তরফে ওই এলাকায় গিয়ে ব্যবসায়ীদের এব্যাপারে সতর্ক করা হয়। এছাড়া এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ শহরে

- আলো ট্রাস্টের আয়োজনে 'দার্জিলিং জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব'। গুণীজন সংবর্ধনার পাশাপাশি ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও শিলিগুড়ির শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বেলা ৪টা থেকে শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হলঘরে।
- হাসপাতাল মোড়ে রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির ভবনে বিকেল ৫টায় আলোচনা সভায় 'শতবর্ষে রক্তকরবী'।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার রাতে উত্তর ভারতনগরের জোড়াপানি সেতু এলাকায় অভিযান চলে। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি কার্তুজ সহ দেশবন্ধুপাড়ার নীচপাড়ার বাসিন্দা রাজা দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, এনজেপি থানার পুলিশ গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে ওই রাতেই কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এনজেপি রেল হাসপাতাল মোড়ের বাসিন্দা বিভাস দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ওই ব্যক্তি কামরাঙ্গাগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল বলে খবর। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

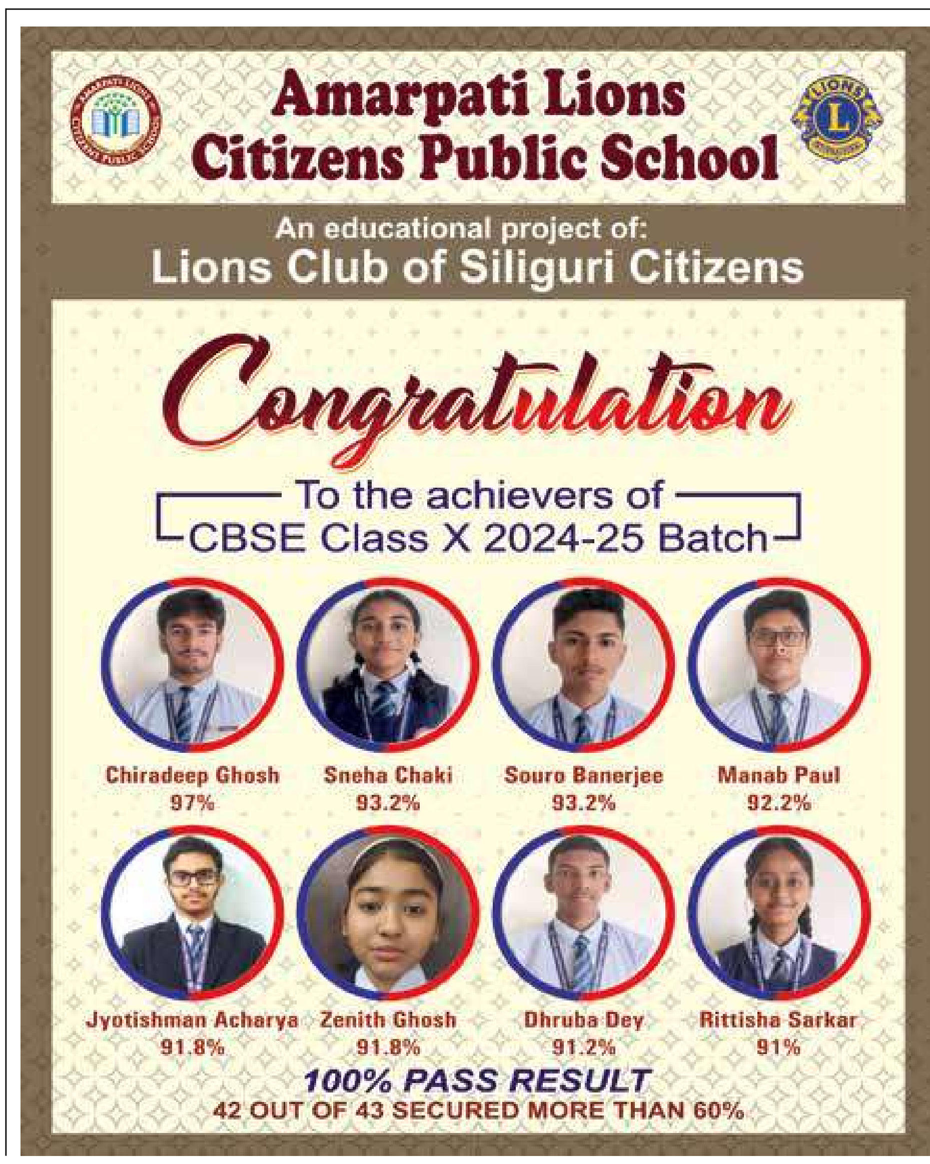

টাকা আটকানোয় সরব বারলা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৭ মে : শনিবার জলপাইগুড়িতে নিজের ঘরে ফিরেই বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের অভিমুখ স্থির করে নিলেন জন বারলা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিস্ফোরক, 'কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের ১০০ দিনের টাকা আটকেছে, আগামীদিনে সব বলব।' গত বৃহস্পতিবার বারলা কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাত থেকে পতাকা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন। শনিবার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি জংশনে নামেন তিনি। সেখান থেকে গাড়ির কনভয়ে লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাড়িতে পৌঁছানোর পথে ডুয়ার্সের নানা স্থানে বিপুল সংবর্ধনায় তাঁকে ভরিয়ে দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। এলেনবাড়ি থেকে বানারহাট- সর্বত্র কার্যত রাজকীয় কায়দায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নাগরাকাটার কর্মসূচিতে বারলা বলেন, 'কাজ করার স্বাধীনতা পেলে খুব ভালো লাগে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সবাইকে নিয়ে মানুষের স্বার্থে কাজ শুরু করব। আশা করছি আগামীতে সবাই ভালো অবশ্যই হবে।' তাঁর পুরোনো দল বিজেপিকে তুলোধোনা করে বারলা বলেন, 'ওরা এখানকার মানুষের এত আশীর্বাদ পেলেও কিছুই করেনি। কেন্দ্রের যাবতীয় প্রকল্প শুধু কাগজ-কলমে থেকে গিয়েছে। বিজেপি মুখে সবকা সাথ সবকা বিকাশ-এর কথা বললেও যেখানে ওদের সরকার নেই সেখানকার কোনও উন্নয়ন করে না। এটা কী ধরনের ইনসাফ? এ রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ কীভাবে বন্ধ করে রেখেছে আগামীদিনে সব জানাব।'

যদিও আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার দাবি 'রাজ্যের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির কারণে টাকা আটকেছে। মানুষের করের টাকার হিসেব দেবে না, এটা হতে পারে না। হিসেব দাও। টাকা নাও।' মনোজের চ্যালেঞ্জ, 'মাদারিহাটে এসে বারলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক।'

নির্বাচনে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন সুশান্ত

জলপাইগুড়ি, ১৭ মে : ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) বেঙ্গল শাখার গত নির্বাচন বাতিল ঘোষণা হতেই পালে হাওয়া পেয়েছে বিরোধী গোষ্ঠী। নতুন করে আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ডাঃ সুশান্ত রায়। তাঁর সক্রিয়তায় চিকিৎসক মহলের ধারণা, আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচনকে ঘিরে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে বিরোধীপক্ষ। অন্যদিকে যাঁর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে আইএমএ হেডকোয়ার্টার বেঙ্গল শাখার নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাতিল ঘোষণা করেছে সেই চিকিৎসক সজল বিশ্বাসও একইভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে উদ্যোগী হয়েছেন। ফলে আইএমএ'র বেঙ্গল শাখার নির্বাচনে সুশান্ত-সজল দুই গোষ্ঠীর সমীকরণ কী হবে, তা নিয়ে চিকিৎসক মহলেও জল্পনা শুরু হয়েছে।

আইএমএ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছে, আগামী দু'মাসের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বেঙ্গল শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করতে হবে। সম্প্রতি শাসকদলের মদতে তৈরি হওয়া প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আইএমএ বেঙ্গল শাখার নির্বাচনে প্যানেল জমা পড়তে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ। সেক্ষেত্রে ডাঃ সুশান্ত রায় নিজে উত্তরবঙ্গ লবির হয়ে আলাদা প্যানেল দেবেন নাকি প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হবেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে।

উপহার

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : সুকনা চা বাগানের হাসপাতালের কাছে দুঃস্থদের হাতে পুরোনো পোশাক, চকোলেট, বিস্কুট তুলে দিল স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিনের কর্মসূচিতে 'এই হাট ভিন্ন, লাগে না কোনও মূল্য' স্লোগানও দেওয়া হয়।

ঘুষের ভিডিও ভাইরাল

সাসপেন্ড অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশকর্তা

সৌরভ দেব ও আব্দুল লতিফ

জলপাইগুড়ি ও গয়েরকাটা, ১৭ মে : কোথাও স্কুটারচালকের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন পুলিশ অফিসার। আবার কোথাও ট্রাফিক বুথের ভিতর টাকা নিচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়ার। জলপাইগুড়িতে দুটি ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। (যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আগে ঘুষ নেওয়ার এমন ভিডিও ভাইরাল হতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে পুলিশ মহলে। পুলিশ অফিসারের টাকা নেওয়ার ঘটনাটি ধূপগুড়ি ব্লকের আংরাভাসা পুলিশ ক্যাম্পের। অপরটি জলপাইগুড়ি শহরের বড় পোস্ট অফিস মোড়ে ট্রাফিক বুথের ভিতর সিভিক ভলান্টিয়ারের টাকা নেওয়ার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভিডিও দুটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া মাত্র দুজনের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'দুটি ঘটনা আমরা জানামাত্রই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখে দুজনকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি শহরে বাইক এবং গাড়ির হেলমেট ও কাগজ পরীক্ষার জন্য প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়েই ট্রাফিক পুলিশের তরফে নিয়মিত চেকিং চলে। নিয়মিত তল্লাশি হয় বড় পোস্ট অফিস মোড়ে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বড় পোস্ট অফিস মোড়ের মাঝখানে থাকা ট্রাফিক পয়েন্টের দিক থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ার এসে রাস্তার পাশে থাকা ট্রাফিক বুথের দিকে ঢুকে পড়লেন। এরপর ট্রাফিক বুথের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে পেছন ঘুরে গুনতে শুরু করলেন। ভিডিও দেখে বোঝা যাচ্ছে যিনি টাকা দিলেন বা তাঁর সঙ্গে থাকা অপর কোনও ব্যক্তি গোপনে

এই লেনদেনের ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করছেন। সিভিক ভলান্টিয়ার এবং যিনি টাকা দিচ্ছেন তাঁদের দুজনের কথোপকথনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সিভিক ভলান্টিয়ারের দাবি মতো তিনি টাকা দিতে পারছেন না।

ডুয়ার্সের গয়েরকাটা থেকে ধূপগুড়ি যাওয়ার পথে ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত আংরাভাসা পুলিশ ক্যাম্পের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮'এর উপর বেশ কিছুদিন ধরে নাকা চেকিং করে চলেছেন ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড ও স্থানীয় ক্যাম্পের পুলিশকর্মীরা। অভিযোগ, শনিবার সকালে আংরাভাসা পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এক স্কুটারচালক তরুণকে আটক করেন। ভাইরাল ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে স্কুটারটি দাঁড় করিয়ে চালককে নামিয়ে পুলিশকর্মী নিজেই স্কুটার চালিয়ে ক্যাম্পের সামনে রাখলেন। এরপর কাগজপত্রে গরমিল থাকায় চালকের থেকে প্রথমে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন ও পরবর্তীতে এক হাজার টাকায় রফা করলেন। চালক পকেট থেকে টাকা বের করে সন্তর্পণে স্কুটারের ওপর বসে থাকা পুলিশকর্মীর হাতে গুঁজে দিলেন। ঘুষের টাকা হাতে পেয়ে চালকের স্কুটারের চাবি হস্তান্তর করলেন ওই পুলিশকর্মী। এই পুরো ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন ওই চালকের সঙ্গে থাকা অন্য আরেক তরুণ। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, স্কুটারচালক জানাচ্ছেন তাঁর কাছে শুধু ওষুধ কেনার টাকা রয়েছে। তিনি ধূপগুড়িতে ওষুধ আনতে যাচ্ছেন। বারবার কাকুতিমিনতি করার পরেও ওই তরুণকে ছাড় দেননি অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার।

ঘুষ নিয়ে তবেই ছেড়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, যেখানে বর্তমানে অনলাইনে জরিমানা করার পদ্ধতি রয়েছে, সেই জায়গায় কীভাবে জরিমানা না করে প্রকাশ্যে টাকা চাইছেন পুলিশ অফিসার। দীপক সরকার নামে এক মাইক্রোফিন্যান্স কর্মী বলেন, 'অফিসের কাজে রোজ এই পথে যাতায়াত করতে হয়। বিগত ৩-৪ মাস ধরে প্রায়শই এমন ঘটনা দেখতে পাই। অনেক সহকর্মীর কাছে টাকা দাবি করা হয়। পুলিশ কাগজপত্র যাচাই করবে ভালো কথা। যদি ঠিকঠাক না থাকে সেক্ষেত্রে জরিমানা করতেই পারে, কিন্তু ঘুষ চাইতে পারে না।'

কড়া পদক্ষেপ

- একটি ভিডিওতে ধূপগুড়ি ব্লকের আংরাভাসা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ অফিসার টাকা নিচ্ছেন
- আরেকটি জলপাইগুড়ি শহরের বড় পোস্ট অফিস মোড়ে ট্রাফিক বুথের ভিতর সিভিক ভলান্টিয়ারের টাকা নেওয়ার ঘটনা
- প্রশ্ন, যেখানে বর্তমানে অনলাইনে জরিমানা করার পদ্ধতি, সেই জায়গায় কীভাবে জরিমানা না করে প্রকাশ্যে টাকা চাইছেন পুলিশ অফিসার

হোটেল-চুক্তি

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি কলকাতায় ওই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং দাগাপুর চা বাগানের ডিরেক্টর বসন্ত বারেলিয়ার মধ্যে এই হোটেল তৈরি নিয়ে চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, বাগানের ২২ একর জমিতে ১৮০টি বিলাসবহুল ঘর থাকবে। বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং শিলিগুড়ি শহরের খুব কাছে দাগাপুর চা বাগানের জমির দাম বর্তমানে বহু কোটি টাকা। সংস্থার দাবি, উত্তর-পূর্ব ভারতে এটাই সবচেয়ে বড় হোটেল হচ্ছে। ২০২৯ সাল থেকেই এখানে অতিথি আপ্যায়ন শুরু হয়ে যাবে। বাগানের লিজে থাকা এই সরকারি জমিতে কোনও প্রকল্প করতে চাইলে আগে রাজ্য সরকারের কাছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয়েছে কি না সেই ধোঁয়াশা রয়েছে। শ্রম দপ্তর থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনের প্রতিটি দপ্তরই হয় মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

জয়ন্তকে সরাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

প্রথম পাতার পর

করেছেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন শিক্ষকরা।

কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি দর্শন বর্মন বলেন, 'সামাজিক ও গণমাধ্যমে শিক্ষকদের সম্পর্কে জয়ন্ত কর বিভিন্ন অপমানজনক মন্তব্য করেছেন। ভিত্তিহীন ও মাত্রাজ্ঞানহীন কথা বলে সভাপতি আমাদের অপমানিত করেছেন। কলেজ পরিচালনার বিষয়ে আমরা সভাপতির খামখেয়ালিপনা, অনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ও স্বজনপোষণের শিকার। সেই কারণে তাঁকে পদচ্যুত করার দাবি জানিয়েছি।'

যদিও টিচার্স কাউন্সিলের চিঠিকে জয়ন্ত গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'অধ্যাপকের অবসরকালীন যে বিধি পরিচালন সমিতি পাশ করেছিল সেখানে একজন অধ্যাপকের ২০০১ এবং ২০১২ সালের ছুটি তৎকালীন পরিচালন সমিতির অনুমোদন ছিল না। সেটি অধ্যক্ষকে বৈঠকের মাধ্যমে পরিচালন সমিতিতে পাশ করিয়ে নিতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি তা ১৩ মে পর্যন্ত করেননি। আমার আর কোনও ফাইলে সই বাকি নেই।' জয়ন্ত বলেন, 'কোনও সময় আমার নজরে আসা কোনও ভুল ফাইল আমি পাশ করতে দিইনি। কলেজের মধ্যে দু'তিনটি বিরোধী রাজনৈতিক দল প্ররোচনা দিয়ে আমাকে হেয় করার চেষ্টা করছে। আগামীদিনে কোনও সমস্যা হলে অধ্যাপক বা শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে বসে সমাধান করব।'

মোদির টিমে থারুর

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

বিরোধীরা তাতে সঙ্গে সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওই দলে শামিল করার জন্য চারজনের নাম পাঠানো হয় শুক্রবার দুপুরে। ওই তালিকায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা, লোকসভায় কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার গৌরব গগৈ, রাজ্যসভা সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেন এবং লোকসভার সাংসদ রাজা ব্রারের নাম ছিল। শশী থারুরের নাম প্রস্তাবই করেনি কংগ্রেস।

তিরুবনন্তপুরমের এই সাংসদের সঙ্গে কিছুদিন ধরে কংগ্রেসের সম্পর্ক ঠিক নেই। কিছুটা বেসুরো বাজছেন শশী। তাঁর মুখে বরং নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তিনি বিজেপিতে নাম লেখাতে পারেন বলে জল্পনাও চলছে। বিদেশে সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদলে শশীকে মনোনীত করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিল।

শনিবার কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক ঘোষিত সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের তালিকায় থারুরকে কংগ্রেস সাংসদ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ওই তালিকায় আছেন বিজেপির রবিশংকর প্রসাদ ও বৈজয়ন্ত পান্ডা, জেডিইউয়ের সঞ্জয় ঝা, ডিএমকের কানিমোঝি, এনসিপি (শারদ পাওয়ার) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এবং শিবসেনার শ্রীকান্ত শিন্ডে। তালিকায় নাম না থাকলেও শুধু শশী নন, কংগ্রেসের আরেক বিক্ষুব্ধ সাংসদ মণীশ তিওয়ারিকে শামিল করা হতে পারে বলে কানাঘুষো চলছে।

সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে রিজিজুর সঙ্গে কথাও বলেন রাহুল। কেন্দ্রীয় সরকার থারুরকে বেছে নেওয়ায় আপত্তি জানান তিনি। কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গতকাল সকালে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে চারজন সাংসদের নাম চাওয়া হয়েছিল। গতকাল দুপুরের মধ্যে সেই তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা।' কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে অবশ্য খুশি থারুর। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পাঁচটি দেশের রাজধানীতে যে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে, ভারত সরকার আমাকে তার নেতৃত্ব দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানোয় আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। সাম্প্রতিক ঘটনায় আমি আমার অবস্থান তুলে ধরব। দেশের স্বার্থে প্রয়োজন পড়লে আমি কখনও পিছপা হব না।'

এই বিতর্কে না জড়িয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, 'ভারত ঐক্যবদ্ধ। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, মতবিরোধকে দূরে সরিয়ে জাতীয় ঐক্যের শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি হল এই প্রতিনিধিদল। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্সের বার্তা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবে ওই দল। তবে অসমের সাংসদ গৌরব গগৈ-এর নাম কংগ্রেস প্রস্তাব করায় প্রশ্ন তুলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

কেন্দ্রের তালিকায় কংগ্রেস, ডিএমকে, এনসিপি ইত্যাদি দলের সাংসদরা থাকলেও তৃণমূলের কেউ নেই। তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেউ প্রতিক্রিয়াও দেননি। তবে সংবাদ সংস্থার খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু নিজে ফোন করেছিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রতিনিধিদলে শামিল হতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কেন তাঁর বদলে অন্য কারও নাম প্রস্তাব করা হল না- সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

প্রতিবাদ সভা

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : বিকাশ ভবনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্ররা বাঘা যতীন পার্ক থেকে ভেনাস মোড় পর্যন্ত একটি মিছিল করলেন। মিছিলের আগে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয়। অন্যদিকে, একই ইস্যুতে এবিটিএ শিবমন্দির বাজারে একটি প্রতিবাদ সভা করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু সহ অন্যরা।

কটাক্ষ ববির

প্রথম পাতার পর

জটিলতা তৈরি হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট এই আন্দোলনের কথা জানলে পরিণাম ভালো হবে না। আন্দোলনরত শিক্ষকরা অবশ্য এসব কথার জবাব দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা কোনও অবস্থাতেই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে নড়তে নারাজ। ফিরহাদের বক্তব্যে এক আন্দোলনকারী বলেন, বোধ থাকলে উনি এমন মন্তব্য করতে পারতেন না।

আরেক আন্দোলনকারীর প্রশ্ন, 'দিনের পর দিন আমাদের রাস্তায় পড়ে থাকাটা নাটক? মানবিকতা থাকলে তিনি এটা বলতে পারতেন না।' বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'পুলিশ আরেকটু সংবেদনশীল হতে পারত।' তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথায়, 'এসএসসি'র মতো পরীক্ষা দেওয়া কতটা কঠিন আর সেই চাকরি সরকারের ভুলে চলে যাওয়াটা বুঝলে ফিরহাদ হাকিমরা সমস্যাটা বুঝতেন।'

সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতে, 'প্রশাসন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে যে কোনও লড়াইকে নাটক বলে মনে হবে।' লাঠিচার্জে যে শিক্ষকরা আহত হয়েছিলেন, তাঁদের স্কুল থেকে শনিবার পড়ুয়ারা অবস্থান মঞ্চে আসে। রাস্তায় বসে তাদের 'নৈতিকতার পাঠ' দেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। শেখানো হয় 'একতাই বল'। কোনও পড়ুয়ার বয়স ৫, কারও বা ৭, কেউ আবার বয়সে কিছুটা বড়।

এরা পুলিশের হাতে শান্তির বার্তা দিতে তুলে দেয় গোলাপ ও দুটি করে পেন। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা যাতে অমানবিক না হন, সেই বার্তা দিতেই তাঁদের দেওয়া হয় একটি করে ভাঙা পেন। আর পুলিশকর্মীদের সন্তানদের উদ্দেশে দেওয়া হয় ভালো পেন। পড়ুয়াদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'যাঁদের কাছে শিক্ষা পেলে, মারলে তাঁদেরই মাটিতে ফেলে!'

মানবিকতার বার্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেজে অবস্থান মঞ্চে আসেন একজন। তিনি এসেছিলেন আইএনটিইউসি, সেবাদলের হয়ে। তিনিও পুলিশের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে বলেন, 'শিক্ষকদের মারধর করা মানে শিক্ষাকেই অপমান করা। বাংলা মানে যে শান্তি ও সম্প্রীতির জায়গা, তা মনে করাতে আমার এখানে আসা।'

শুক্রবার এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার অভিযোগ করেছিলেন, বিকাশ ভবনে আটকে পড়া এক অন্তঃসত্ত্বাকে বের করতে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছিল। শনিবার সেই অন্তঃসত্ত্বার সঙ্গে অধিকার মঞ্চের নেতাদের মোবাইলের কল রেকর্ডিং প্রকাশ্যে এনে সেই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল।

ক্রেতার বেশে গয়নার দোকানে অভিযুক্ত তরুণ। হিলকার্ট রোডে।

ক্রেতা সেজে গয়না চুরি

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ মে : চোখের সামনে চুরি, তারপর চম্পট। যতক্ষণে হুঁশ হল, ততক্ষণে চোখের আড়াল। সিনেমার গল্পে এমন মেলে। সবে দোকান খুলে পরিষ্কার করছিলেন বিনয়কুমার ভোঁসলে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে তাঁর সোনার গয়নার দোকান। 'এখানে বাচ্চাদের দুল কিংবা আংটি পাওয়া যাবে?' প্রশ্নটা শুনে তাকিয়ে বিনয় দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণ। গায়ে চেক জামা, চোখে চশমা।

সকাল সকাল খরিদ্দার দুয়ারে ভেবে বিনয়ের মনে হয়েছিল, দিনের শুরুটা মন্দ হল না। তড়িঘড়ি তিনি তরুণকে সাদরে বসার অনুরোধ করেন। ক্রেতা-লক্ষ্মীকে কাপড়ে মোড়া ছোটদের সোনার গয়না বের করে দেখানো শুরু করেন। হাতে গয়না নিয়ে বাছতে শুরু করে ওই তরুণ। কিন্তু এরপর যা ঘটে, তা কল্পনাও করতে পারেননি বিনয়। মুখের গুটখা বা চুইংগাম বাইরে ফেলার ভান করে সোনা নিয়ে চম্পট দেয় সেই তরুণ।

শিলিগুড়িতে চুরি নতুন নয়। কার্যত প্রতিদিনই শিলিগুড়ির বিভিন্ন থানায় চুরির বহু অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ অভিযান চালায়। গ্রেপ্তারও হয় অনেকে। তা সত্ত্বেও চুরিতে লাগাম নেই। তা আরও একবার প্রমাণ হল শনিবার হিলকার্ট রোডের ওই দোকানে। দিনের আলোয় ওই চুরিতে শহরবাসীর আতঙ্ক আরও বাড়ল। কোথাও কি নিরাপত্তা নেই তাহলে?

দোকানদার বিনয়ের আক্ষেপ আর যাচ্ছে না। তাঁর ভাষায়, 'ভাবিনি ওর মনে এত বড় অভিসন্ধি ছিল।' তিনি বলেন, 'ওই তরুণকে আগে কোনওদিন দেখিনি। ভাবিনি আচমকা এরকম হবে। বসতে বলার পর প্রথমে ওই তরুণ বসতে চায়নি। দু'বার বলার পর বসেছিল। এরপর সোনা দেখানোর সময় দাঁড়িয়ে পড়ে। ২০ গ্রাম সোনা চুরি করে পালিয়েছে।'

পিছন পিছন ছুটে শেষরক্ষার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন বটে বিনয়। যদিও আগে থেকে তরুণটি রেকি করে রাখায় খুব সহজে বিনয়ের চোখের আড়ালে চলে যেতে পারে। অভিযোগ পাওয়ার পর সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বটে, কিন্তু শনিবার রাত পর্যন্ত সেই 'ওস্তাদ' চোরের হদিস পায়নি।

শনিবার আরও একটি চুরি হয়েছে জলপাই মোড়ে। একটি দোকানের টিনের শেড কেটে চুরি হয়েছে। দোকানের মালিক জয়প্রকাশ শা বলেন, 'সকালে দোকান খোলার পর নজরে আসে ওপরে টিনের শেড কাটা। ড্রয়ারে কোনও টাকা নেই। কিছু সামগ্রীও উধাও।' প্রায় লক্ষাধিক টাকা চুরি হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

দুটি ঘটনারই তদন্ত করছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখছি। তদন্ত চলছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারব।'

সিএজি রিপোর্ট নিয়ে চুপ বিশ্ববিদ্যালয়

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৭ মে : কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অডিট করে রিপোর্ট দেওয়ার পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় আট মাস। অথচ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপই করেনি। তাহলে সিএজি-কে দিয়ে অডিট করিয়ে কী লাভ হল, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সর্বত্র।

গত বছরের ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ মে পর্যন্ত সিএজি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অডিট করে। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর সিএজি তাদের অডিট রিপোর্ট পেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ্যে আনতে না চাইলেও অক্টোবরেই তা ফাঁস হয়ে যায়। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে কোটি কোটি টাকা খরচে অসংগতির কথা বলা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গাড়ি, কম্পিউটার সামগ্রী কেনা থেকে শুরু করে নির্মাণকাজ সহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংগতির কথা সিএজি-র প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। ওই টাকা খরচে যে কয়েক কোটি টাকার বেনিয়ম হয়েছে তাও বলা হয় রিপোর্টে। নিয়মানুসারে, অডিট রিপোর্ট হাতে আসার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা। কিন্তু রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তেমন কোনও বৈঠকই করেনি।

সিএজি রিপোর্ট সামনে আসার পর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একাধিকবার আন্দোলন করে দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানিয়েছে। কিন্তু তাতে আখেরে কাজ কিছু হয়নি। এবিভিপির জেলা সংযোজক দীপ দত্ত বলেন, 'সিএজি-র রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা বিগত দিনে আন্দোলন করেছি। বর্তমান উপাচার্য বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু উপাচার্যের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যপালের কাছেও লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা দুর্নীতিতে যুক্ত আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ দুর্লভ সরকার বলেন, 'আমরা সিএজি-কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে, এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের (ইসি) বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে আমরা কিছু করতে পারছি না।'

রবীন্দ্রনাথের বেশে গোলাপ হাতে নীরব প্রতিবাদ। চাকরিহারাদের বিক্ষোভ মঞ্চে। শনিবার কলকাতায়।

স্বাস্থ্যবিধি লাটে, ছাড়ে প্রতিযোগিতা

প্রথম পাতার পর

রেস্তোরাঁ থেকে পোলাও অর্ডার করেন। সময়মতো খাবার চলেও আসে। তৃপ্তি করে খেতে খেতে হঠাৎ-ই তাঁর চোখে পড়ে মৃত আরশোলার দেহ। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপের মাধ্যমে সংস্থার কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ, তারা কিছু করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। দেওয়া হয় রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে অনলাইনে রিভিউ লেখার পরামর্শ।

এরপর সরাসরি রেস্তোরাঁতেই ফোন করেন তিনি। সেখান থেকে নাকি দুর্ব্যবহারের পর কেটে দেওয়া হয় ফোন। সুশান্তর বক্তব্য, 'বাইরের খাবার খেতে কার ওপর ভরসা করব বলুন। কে কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে রাঁধছে, সেটা তো ঘরে বসে বোঝা সম্ভব নয়। প্রশাসনের উচিত নিয়মিত নজর রাখা। তাহলে হয়তো কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে।'

চটজলদি খাবার হাতে পাওয়ার সুযোগ তো রয়েছেই, দোসর ছাড়ের মরীচিকা। সেখানেই লুকিয়ে বিপদ। দামের ওপর যে রেস্তোরাঁ যত বেশি ছাড় দিতে পারবে, স্বাভাবিকভাবে তার বিক্রিবাট্টা বেশি হবে। এই অ্যালগরিদম জানা সকলের। তাই গুণমান নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন না অধিকাংশ ব্যবসায়ী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বা ভালোমানের সামগ্রী ব্যবহারে যে টাকা খরচ হয়, তা বাঁচিয়ে বরং বেশি অঙ্কের ছাড় দেওয়া লাভজনক তাঁদের কাছে। শহরজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা খাবারের দোকানের রমরমা কারবারের নেপথ্যে এই ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলোর কিন্তু বড় ভূমিকা। সুভাষপল্লি বা ডাবগ্রামে বসে যে কেউ অর্ডার করতে পারেন প্রধাননগরের ফাস্ট ফুড দোকানের মোমো। এভাবে কারবারের পরিধি বাড়ে। হয় লক্ষ্মীলাভ। কিন্তু দায়িত্ববোধ? সাধারণের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যেন জলভাত অর্থ উপার্জনের নেশায় মেতে ওঠা ব্যবসায়ীদের কাছে। এসব অবিলম্বে রোখা দরকার, দাবি মানুষের। আর রুখতে পারে একমাত্র প্রশাসন।

অ্যাপ খুলে ভালো রিভিউ পড়ে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কিছু নেই, ওই ক্রেতাও কিন্তু আপনার মতো রেস্তোরাঁ কিংবা ক্লাউড কিচেনের রান্নাঘরে ঢুঁ মারেননি। সেটা সম্ভবও নয়। পুরনিগম ও স্বাস্থ্য দপ্তর সজাগ থাকলে তবেই ফাঁক গলে মাছি ঢুকে বাসি খাবারের ওপর উড়ে বেড়ানো বন্ধ হতে পারে। বছরে এক-দু'বার মুষ্টিমেয় দোকানে অভিযান চালালে এই প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব নয়, দাবি শহরবাসীর। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব অবশ্য আশ্বাস দিলেন, 'শহরের প্রত্যেক রেস্তোরাঁ এবং ক্লাউড কিচেনের রান্নাঘরে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হবে।' বর্তমান পরিকাঠামোয় বাস্তবে সেটা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

শহরে আনুমানিক ১২০০ থেকে ১৫০০-এর কাছাকাছি ক্লাউড কিচেন রয়েছে। অনলাইন খাবার ডেলিভারি সংস্থাগুলো থেকে সংগৃহীত তথ্যও বলছে, সংখ্যাটি প্রায় এক হাজার। এর বাইরে এমন অনেক ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁরা নিজেরাই ডেলিভারি করেন। মূলত স্বনির্ভর হতে এই পথ বেছে নিয়েছেন মহিলারা। এঁদের রান্নাঘরে উঁকি দেবে কে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবেই বা কারা? প্রশ্ন অনেক, উত্তর অজানা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের যে পরিকাঠামো রয়েছে, তা দিয়ে আদৌ সার্বিক নজরদারি সম্ভব? ধন্দ রয়েছে। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকারের বক্তব্য, 'যে ভয়ানক ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখলাম, তারপর নজরদারি বৃদ্ধির দাবি জানানোর জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। অবিলম্বে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ করতে হবে প্রশাসনকে।'

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কথায়, 'লাগাতার অভিযান চালিয়ে রেস্তোরাঁ ও হোটেলের মালিকদের প্রতি কড়া বার্তা দেওয়া দরকার। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক নয়।'

চার স্বজন খুনে ফাঁসির সাজা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৭ মে : বাবা, মা, বোন ও ঠাকুমাকে খুন করে বাড়িতে পুঁতে রেখেছিল 'গুণধর' ছেলে। সেই বাড়িতেই প্রায় চার মাস ধরে বসবাসও করছিল। ২০২১ সালের ১৯ জুন কালিয়াচক-৩ ব্লকের এই বিরলতম ঘটনায় আসিফ মহম্মদের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করল মালদা জেলা আদালত। তবে সাজা শোনার পরও আসিফের শারীরিক ভাষার কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

সকাল থেকেই মালদা জেলা আদালত চত্বরের বিভিন্ন প্রান্তে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল, যাবজ্জীবন নাকি মৃত্যুদণ্ড। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ জেলা আদালতে নিয়ে আসা হয় আসিফ মহম্মদকে। পরনে হলুদ টি-শার্ট, সাদা হাফ প্যান্ট। কালো কাপড় দিয়ে মুখটা ঢাকা। দুপুর দুটো নাগাদ জেলা জজ আদালতে তোলা

হয় নিজের পরিবারের চার সদস্যকে খুনে দোষী সাব্যস্ত আসিফ মহম্মদকে।

এজলাস শুরু হতেই বিচারক শুভায়ু বন্দ্যোপাধ্যায় আসিফকে প্রশ্ন করেন, খাবার খেয়েছে কি না, জলপান করবে কি না। কম্পিউটার নিয়ে আসিফের আগ্রহ, ভবিষ্যতে পড়াশোনার ইচ্ছে রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও করতে শোনা যায় বিচারককে। প্রতিটি বিষয়েই হ্যাঁ-তে জবাব দেয় আসিফ। খুনের প্রসঙ্গ আসতেই আসিফ বিচারককে জানায়, 'আমি খুন করিনি।'

জবাব শুনে বিচারক পালটা প্রশ্ন করেন, আদালত যখন আগে জানতে চেয়েছিল, তখন কেন বলনি? ঠান্ডা মাথায় আসিফের জবাব, 'শরীর খারাপ ছিল।' পুলিশ কি বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছিল? বিচারকের এপ্রশ্নের জবাবে আসিফের উত্তর, 'পুলিশ যখন আসে আমি ছিলাম না। বাড়িতে কে ছিল জানা নেই। আমি কলকাতায় মেসোর সঙ্গে ছিলাম। নিউটাউন থানা থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বিচারক বলেন, 'তোমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।' এরপরেই দূরের সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিফকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। ততক্ষণে এজলাসে উপস্থিত প্রায় সকলের চোখ আসিফের দিকে। আসিফের শারীরিক ভাষা দেখে অনেকেরই মনে হয়েছে, যেন এসবের কোনও তোয়াক্কা করছে না সে।

এরপরেই দু'পক্ষের ক্লোজিং স্টেটমেন্ট শোনেন মালদা জেলা আদালতের বিচারক। সরকারপক্ষের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় ১৯৮০ সালের বচ্চন সিং বনাম স্টেট অফ পঞ্জাব সহ একাধিক রায়দানের উদাহরণ টেনে তুলে ধরেন বলেন, কেন তিনি এই ঘটনায় ফাঁসির সাজা দাবি করছেন।

১৪
বিশেষ নিবন্ধ
সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫
ছোটগল্প
রেহান কৌশিক
আয় মন বেড়াতে যাবি
শৌভিক রায়

১৬
দীর্ঘ কবিতা
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতাগুচ্ছ
অনিন্দিতা গুপ্ত রায়
ধারাবাহিক পূর্বা সেনগুপ্ত

গল্পের গোরু কতটা সহজেই গাছে উঠতে পারে তা সম্প্রতি ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সবাই টের পেয়েছেন। গণমাধ্যমের একাংশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পিছনে ব্যবসার নিখুঁত অঙ্ক। সেই ফেক নিউজকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অভিজ্ঞতা এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে।

ভুয়ো খবর

বিশ্বাসের পাল্লায় এআই-ভাই

রামসিংহাসন মাহাতো

আমরা হাঁচি-টিকটিকি মানি। মঙ্গলচণ্ডী এবং শীতলাপুজোর প্রসাদ খাই। আবার পিরের দরগাতেও শিন্নি খেয়ে পরিবারের মঙ্গলকামনায় মোমবাতি জ্বালাই। এসবের সঙ্গে ভুয়ো খবর বা ফেক নিউজ আর গুজবেও আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে। একেবারে শিশুকাল থেকেই যত রাজ্যের ভুয়ো খবর আমাদের বিশ্বাস করতে শেখানো হয়।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই ফেক নিউজের পাল্লায় পড়ে। মুখে বুলি ফুটতেই ওরা শুনতে পায়, চাঁদ হচ্ছেন আমাদের মামা। চাঁদমামা। আর এক মামা বাঘ, আমাদের বাঘমামা। বাড়ির উঠোনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাও। ওখানে গেলেই ধরে নিয়ে যাবে। শিশু চোখ বড় বড় করে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে একসময় পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলে এই সব তথ্য।

ছেলেমেয়েদের স্কুলে পা দেওয়ার আগে পর্যন্ত ফেক নিউজের প্রাথমিক বিদ্যালয় হল আমাদের বাড়ি। তারপর স্কুলে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা বই পড়ে, সিনেমা দেখে জানতে পারে, মায়ের ডাকে উত্তাল দামোদর সাঁতরে পার হয়ে বীরসিংহ গ্রামে পৌঁছেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ওরা জেনে যায় রোমে যখন আগুন লেগেছিল সম্রাট নিরো তখন মনের আনন্দে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আরও বড় হয়ে, অনেক পরে সেই ছেলেমেয়েরা জানতে পারে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিদ্যাসাগরজীবনী গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর'-এ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দামোদর সাঁতরে পার হওয়ার কথা লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। এসব জানার পর তখন কাজেকর্মে ব্যস্ত সেই ছেলেমেয়েদের আর প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান করে দেখার মতো সময়, সুযোগ এবং ধৈর্য থাকে না।

আর যাদের কৌতূহল আছে তারা তথ্য তালাশ করে জানতে পারে, দামোদরের পাড়ে 'দামোদর নদীর চর' বলে একটি গ্রাম ছিল। নদী পার হতে গেলে সেখানে জলে ডোবা একটি রাস্তা পার হয়ে যেতে হত। তা থেকেই সাঁতরে দামোদর পার হওয়ার মিথটি তৈরি হয়। বিদ্যাসাগর দামোদর পার

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিদ্যাসাগরজীবনী গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর'-এ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দামোদর সাঁতরে পার হওয়ার কথা লিখেছেন।

হয়েছিলেন সাঁতার দিয়ে নয়, খেয়ানৌকায়। কারণ এখনকার চেহারার সঙ্গে উনিশ শতকের দামোদরকে মেলানো যাবে না। তখন বাঁধ ছিল না। দামোদর ছিল দুর্দম, বাঁধনহারা। জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিত দু'পাশের গ্রামের পর গ্রাম। আক্ষরিক অর্থেই দামোদর তখন বাংলার হোয়াংহো।

আর ৬৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রোমে যখন আগুন লাগে সম্রাট নিরো তখন ছিলেন রোম থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে আন্টিমে শহরে। খবর পেয়ে তিনি রোমে আসেন এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। এখানেই শেষ নয়, যে বেহালা বাজানোর কথা প্রবাদে আছে, তার চল হয়েছে রোমের অগ্নিকাণ্ডের ১০০০ বছর পর।

এইসব কারণেই ফেক নিউজে বিশ্বাস করার প্রবণতা আমাদের প্রবৃত্তিতেই রয়েছে। আসল ঘটনা খতিয়ে দেখা বা জানার জন্য অপেক্ষা করার মানুষ নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু অনেক বড় উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে ফেক নিউজ যখন ছড়ানো হয় তখন তাঁরও বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

যেমন ধরা যাক, আরজি কর পর্বের 'বন্ধুরা আমি সোমা বলছি' ভাইরাল অডিওটির কথা। এই অডিও শুনে বিভ্রান্ত হননি এমন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে বিরল। অথচ সেটা পুরোটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাজিয়ে এবং তখনকার সময় ও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে প্রচণ্ড বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এখন আর কারও বুঝতে বাকি নেই যে এই ফেক অডিও ছড়ানোর পেছনে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছিল। আর এর থেকে এটাও প্রমাণিত যে, এরাজ্যে ফেক নিউজ ছড়ানোর পেছনে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা উচ্চকোটির শিক্ষিত সম্প্রদায়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এই জীবনের পাতায় পাতায় মিথ্যাচার

গৌতম সরকার

ভুল সবই ভুল
এই জীবনের পাতায় পাতায়
যা লেখা, সে ভুল।

কিংবদন্তি গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গানটি কিছুটা বদলে নিই যদি! ভুলের বদলে যদি ভুয়ো উচ্চারণ করি! চারপাশে ভুয়োর উৎপাতে মনে হতেই পারে, এই জীবনের পাতায় পাতায় যা আছে, সে ভুয়ো...। সব ভুয়ো! ফেক নিউজ কথাটি আজকাল খুব চালু। বাংলায় বললে ভুয়ো খবর। যুদ্ধের বাজারে ভুয়ো খবরের আরও বেশি ছড়াছড়ি।

তবে প্রশ্নটা হল, ভুয়ো হলে সেটা আবার খবর নাকি! খবর মানে তো সত্য। সুনির্দিষ্ট তথ্যের পরিবেশন। মানুষ যাতে সত্য জানতে পারে, সত্য উপলব্ধি করতে পারে, সত্য অনুভব করতে পারে। খবর পরিবেশনে তাই সত্যনিষ্ঠায় সর্বাধিক অগ্রাধিকার। ভুয়ো হলে যে সেটা খবরই নয়। অথচ কী অবলীলায় এই সেদিন যুদ্ধের খবরে কয়েক ঘণ্টা সজোরে উচ্চারিত হতে থাকল, করাচি দখল করা ভারতের সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

শেখ হাসিনা সরকারের পতন ছিল সত্য, তথ্যভিত্তিক। কিন্তু পাকিস্তানের পতন সময়ের অপেক্ষা বলে চিৎকার ছিল মনগড়া, জ্বলন্ত মিথ্যা। তার সঙ্গে তথ্যের সম্পর্ক ছিল না। তথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে খবর বলব কেন! খবর শুধু সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নয়, আমার-আপনার আদানপ্রদান করা তথ্যও খবর। তথ্যে যদি সত্য না থাকে, তবে তা খবরের সংজ্ঞায় পড়ে না। সেটা তখন মিথ্যাচার।

বাংলাদেশি ছিটমহলে থেকে ভারতের স্কুলে পড়া ছিল অসম্ভব। আইনকে ফাঁকি দিতে তাই ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা কাউকে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার বাবা বানিয়ে দেওয়া হত স্কুলের রেকর্ডে। ঠিকানা থাকত সেই 'ভুয়ো' বাবার।

এমন মিথ্যাচার নতুন নয়, যুগে যুগে ছিল। মহাভারতে পাণ্ডব-কৌরবের যুদ্ধেও তার নমুনা মেলে। যুধিষ্ঠিরের মুখে 'অশ্বত্থামা হত...' মিথ্যাচারই বটে। যদিও সেই মিথ্যাচারের পর পুরাণের মতে 'সত্যবাদী' যুধিষ্ঠির নাকি অনুশোচনায় ভুগেছিলেন। তাই অশ্বত্থামা হত উচ্চারণের পর 'ইতি গজ' বলে পাপস্খলনের চেষ্টা করেছিলেন। দ্বাপর যুগে অনুশোচনা হয়তো ছিল। কিন্তু ঘোর কলিতে সেই অনুতাপ বা তাগিদ কম। নেই-ই বলা যায়।

তাই অনায়াসে ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইমরান খানের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়ে যায়। পাকিস্তানের জেলে বন্দি ইমরানের এক্স হ্যান্ডেল কিন্তু সক্রিয়। অথচ তাঁকে নিয়ে মিথ্যাচারের (ভুয়ো খবর শব্দবন্ধনীটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করলাম না) শেষ নেই। মৃত্যুসংবাদের আগে তিনি জেলে যৌন নিপীড়নের শিকার বলেও প্রচার হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

মিথ্যাচার প্রাণের তাগিদেও করে থাকেন অনেকে। ভারত বা বাংলাদেশের মধ্যে বিনিময়ের আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সাবেক ছিটমহলগুলি তো বেঁচে ছিল মিথ্যার ওপরেই। স্কুলে পড়তে পিতৃপরিচয় বাধ্যতামূলক। ঠিকানাও দরকার। বাংলাদেশি ছিটমহলে থেকে ভারতের স্কুলে পড়া ছিল অসম্ভব। আইনকে ফাঁকি দিতে তাই ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা কাউকে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার বাবা বানিয়ে দেওয়া হত স্কুলের রেকর্ডে। ঠিকানা থাকত সেই 'ভুয়ো' বাবার।

আবার সন্তান প্রসবের জন্য কোনও প্রসূতি ভারতের কোনও হাসপাতালে ভর্তি হলে তিনি মূল ভূখণ্ডের কোনও বাসিন্দার নাম স্বামী বলে নথিভুক্ত করাতেন। যুদ্ধে আর প্রেমে নাকি মিথ্যায় অন্যায় নেই। যদিও প্রবাদটির ধাক্কায় কত যে সর্বনাশ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বিবাহিত জীবন বা পেশা বা পরিচয় গোপন রেখে প্রেমের পরিণতির অনেক মর্মান্তিক কাহিনী আমাদের জানা। সেটাও তো সত্যের অপলাপ।

ছিটমহলের মিথ্যা কিন্তু যুদ্ধ বা প্রেমের কারণে নয়। নিছক দেশহীন, নাগরিকত্বহীন একদল মানুষের বেঁচে থাকার কষ্টকর তাগিদে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সেবার তো কেরিয়ারটাই প্রশ্নের মুখে পড়েছিল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বাংলা হরফের প্রথম কারিগর ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা মুদ্রণে তিনি বিপ্লব এনেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই ছাপার আকারে সাবালক হয়েছিল বাংলা সংবাদপত্র। তবে মুদ্রণযন্ত্রে একটার পর একটা অক্ষর বসিয়ে মিথ্যা বাক্য তৈরি হবে এটা হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি তিনি। বিবর্তনের নিয়মে সংবাদপত্র এখন গণমাধ্যমের অংশমাত্র। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স হ্যান্ডেলও এখন গণমাধ্যমের অন্যতম ভাগীদার। সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মতো নিয়ন্ত্রণহীন গণমাধ্যমে ভেসে বেড়ানো হাজারো মিথ্যা প্রতিনিয়ত ধুয়ে দিচ্ছে কিনারায় দাঁড়ানো সাধারণ মানুষদের।

'সংবাদ' বা 'খবর' সমাজ পরিচালনার অন্যতম অনুঘটক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণেও সেই অনুঘটকের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। সেই অনুঘটকই এখন রূপ বদলে ভয়ংকর হয়েছে। ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি, দাঙ্গা লাগানো অথবা রাজনৈতিক কোন্দল বাধিয়ে সমাজকে দিগভ্রষ্ট করায় মিথ্যা খবরের জুড়ি মেলা ভার।

বছর ২০ আগের কথা বলি। সেটা ২০০৫ সালের ২২ বা ২৩ সেপ্টেম্বর। তারিখ মনে আছে কারণ তার এক বা দু'দিন আগেই গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনে পুলিশ আধিকারিক, আন্দোলনকারী সহ কয়েকজন মারা গিয়েছেন। দিনহাটার ভেটাগুড়িতে রাস্তা অবরোধ করে বসে আছেন বংশীবদন বর্মনরা। তখন আমি ওই যাকে বলে 'শখের সাংবাদিক'। কলকাতার কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল না। পাশের বাড়ির ফোন নম্বর বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া ছিল। সন্ধ্যায় সেখানেই ফোন এল এক পত্রিকা সম্পাদক রাজেশ দে'র।

ফোন ধরতেই রাজেশদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোদের ওখানে আজ আবার গ্রেটারের সঙ্গে পুলিশের মারামারিতে যে ১০ জন মারা গেল তাদের নামগুলো বল তো তাড়াতাড়ি।' আমার তো সেকথা শুনে আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। যতবারই বলছি নতুন করে কোনও গণ্ডগোল হয়নি উনি বিশ্বাসই করতে চান না। রাইটার্সে খবর পৌঁছে গেলেও আমি কেন বাড়ির পাশের খবর জানি না তার জন্য আমাকে উলটে ধমক দিয়ে ফোন কেটে দিলেন। সাইকেল চালিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ভেটাগুড়িতে। গিয়ে প্রমাণ হল আমি ঠিক বলেছিলাম আর রাজেশদা ভুল। যে সময়ের কথা বলছি তখন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না। তা সত্ত্বেও দিনহাটা থেকে ৭৫০ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল গণ্ডগোলে মৃত্যুর ফেক নিউজ। এখন তো সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে মিথ্যা খবরের গতি আলোর থেকেও বেশি।

২০০৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে পাঁচজন মারা যায়। কীভাবে মিথ্যা খবর পরিবেশন হয় তা সেদিন সামনে থেকে ভালোভাবেই বুঝেছিলাম। মৃত্যু এবং নিখোঁজের সংখ্যা নিয়ে যে যার মতো ব্যাখ্যা করছিল। বিকেলে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি অফিসের সামনে দলের নেতা নৃপেন রায় সাংবাদিকদের কাছে মৃত হিসাবে সিতাইয়ের আদাবাড়ির একজনের নাম ঘোষণা করে দিলেন। খুব সম্ভবত পরের দিন দু'একটি সংবাদপত্রে সেই নাম প্রকাশিতও হয়েছিল। বাস্তবে সেই ব্যক্তি মারা যাননি।

২০১০ সালের একটা ঘটনা বলি। তখন আমি পুরোদস্তুর সাংবাদিক। উত্তরবঙ্গ সংবাদের দিনহাটার প্রতিনিধি। একদিন সকালে একটি দৈনিকের প্রথম পাতার একটি সংবাদ দেখে ভিরমি খাওয়ার জো। 'তৃণমূল সমর্থক এক ব্যবসায়ীর চোখ উপড়ে নিলেন বাম হার্মাদরা'- এটাই ছিল খবরটির মূল কথা। সেই খবর নিয়ে রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে গেল। বেলা তিনটে নাগাদ উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি দপ্তর থেকে মণিদা (মণিমোহন ঢালি) ফোন করে কেন আমরা খবরটা মিস করলাম তা জানতে চাইলেন। খবরটা যে মিথ্যা সেটা ব্যাখ্যা দিয়েও মণিদাকে সন্তুষ্ট করা গেল না। আসলে ঘটনাটা আমার পাড়াতেই ঘটেছিল। তাঁর দোকানের সামনে ঘটা একটি গণ্ডগোল আটকাতে গিয়েই বেকায়দায় লেগে ওই ব্যবসায়ীর চোখ মারাত্মকভাবে জখম হয়। রাজনৈতিক হামলার কোনও বিষয়ই তাতে ছিল না। কিন্তু ফায়দা তুলতে নেতারা ঘটনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানালেন। ওই একটি খবর আমার সাংবাদিকতা জীবনে ইতি টানতে বসেছিল। সেই খবর দেখার পর পাড়ার লোকদের সব রাগ গিয়ে পড়ল আমার উপর। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে যা নয় তাই বলতে শুরু করল। সবটাই হজম করতে হল। বাড়ির লোকজন কথা শোনাতে শুরু করল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিশেষ নিবন্ধ

জলপাই রঙের স্টেথোস্কোপ

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চুরানব্বই সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষে আমার পোস্টিং হল আখনুর হাসপাতালে। আখনুর তখনও সন্ত্রাস উপদ্রুত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি যদিও লাইন অফ কন্ট্রোলের কাছে হওয়ায় সন্ত্রাসবাদী হামলা সেখানে জারি ছিল। পরবর্তীতে একদিকে বাচ্চাদের পাঁচশো টাকার বিনিময়ে সেনাবাহিনীকে পাথর ছোড়া সন্ত্রাসবাদী দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, অন্যদিকে সরকারি জনহিতকর কর্মসূচির সঙ্গে সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেনাত্রাণ, ধৃত বা মৃত সন্ত্রাসবাদীদের সন্তানদের সেনা পরিচালিত অনাথাশ্রমে পুনর্বাসন দেওয়া সমানতালে চলতে দেখেছি। সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তা করত আর সেনাবাহিনী আত্মরক্ষার স্বার্থে কিছুটা পালটা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিলেও মানবাধিকার কমিশন এবং দেশের মানুষের কাছে স্বেচ্ছাচারী প্রতিপন্ন হত। স্বল্প সময়ে আমার পরিবর্তিত পোস্টিং হয়, মণিপুরের লিমাকংয়ে একশো আশি নম্বর মিলিটারি হাসপাতালে।

সে সময় ভোর পাঁচটায় গৌহাটি থেকে সামরিক গাড়ির কনভয়ে প্রতিরক্ষাবাহিনী সহ রওনা দিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে নাগাল্যান্ড পেরিয়ে মণিপুরে যেতে হত। সেই যাত্রায় সবসময় আমাদের ভরসা ছিল দু'পাশে শেষরাত থেকে দাঁড়িয়ে থাকা রোড ওপেনিং পার্টির বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের সশস্ত্র সৈনিকরা। ওরা রাস্তা মাইন ডিটেক্টর দিয়ে যাচাই করে কনভয় কমান্ডারকে জানালে তবে যাত্রা শুরু হত। সামরিক বার্তা আসত রেডিও ট্রান্সমিটারে সাংকেতিক ভাষায়। যেমন- 'চুল্লা জ্বালা দিয়া' অর্থাৎ রাস্তা প্রস্তুত আর কনভয় নিরাপদে পৌঁছোনোর পর বলা হত 'চুল্লা বুঝা দিয়া।' সেসময় দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নাগা সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড বা এনএসসিএন-এর আইএম শাখার আক্রমণে নাগাল্যান্ড মণিপুর বিপর্যস্ত। সন্ত্রাস দমনকারী রাষ্ট্রীয় রাইফেল বাহিনীর অধিকাংশ তখন এই অঞ্চলে। প্রতি পদে মাইন, আরডিএক্স, মর্টার আর আইডির বিস্ফোরণ মৃত্যুর হাতছানি।

সাতাত্তর মাউন্টেন ব্রিগেডের হাসপাতালে সবাই ছিল পুরুষ নার্স। এলাকায় মহিলা নার্স বা সৈনিক পরিবার নিষিদ্ধ। আমি সেখানে সর্বকনিষ্ঠ এবং একমাত্র মহিলা অফিসার। জেলে বন্দি এক সন্ত্রাসবাদীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। হাতে-পায়ে শেকল পরানো নাগা তরুণটির চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা থাকত। পরীক্ষার সময় একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকত দুই বন্দুকধারী সৈনিক, অসুখের বিষয়ে ছাড়া কথা বলার অনুমতি ছিল না। তাই ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞেস করা হয়নি কেন সে এই জীবন বেছে নিয়েছিল! ওই হাসপাতালে উখরুল, চূড়াচাঁদপুর থেকে জঙ্গি সংঘর্ষে আহত গুলিবিদ্ধ বা দগ্ধ সেনারা ভর্তি হত। এলাকায় বেরোতে হলে অন্তত পাঁচ গাড়ি প্রতিরক্ষাবাহিনী নিয়ে যেতে হত। কাছেই ছিল

সন্ত্রাস অধ্যুষিত ইম্ফল।

এর বছরখানেক পর আমার পোস্টিং হল সেনাপতিতে, চুয়াল্লিশ নম্বর ব্রিগেডে। অ্যাডভান্সড ড্রেসিং স্টেশন নামের ডাক্তারি ইমার্জেন্সি বিভাগের প্রধান হিসেবে। এরকম জায়গায় মহিলা অফিসারদের তখন পোস্টিং হত না বললেই চলে, মেডিকেল ছাড়া অন্য বিভাগে তখন মহিলারা সবে আসতে শুরু করেছেন।

আগে দেখেছি সেনাবাহিনী সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে হাসপাতালে নিয়ে আসত চিকিৎসা আর মানবাধিকার কমিশনের নজর এড়াতে শারীরিক সুস্থতার প্রামাণ্য সার্টিফিকেটের জন্য। অথচ সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর পক্ষে মানবাধিকারের প্রশ্ন উঠত না। কার্বাইন আর স্টেথোস্কোপের দ্বন্দ্বে আমি এই সার্টিফিকেটে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতাম। একবার এক সেনা অফিসার এক সন্ত্রাসবাদীকে মেরে লংকাগুঁড়ো মেশানো জলে ডুবিয়ে দেওয়ায় তার মৃত্যু ঘটে। অফিসারটির বিরুদ্ধে মানবাধিকারের মামলা হয়, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কোপে পড়েন কোর কমান্ডান্ট। সেনাবাহিনীর হৃত ভাবমূর্তি

সাতাত্তর মাউন্টেন ব্রিগেডের হাসপাতালে সবাই ছিল পুরুষ নার্স। এলাকায় মহিলা নার্স বা সৈনিক পরিবার নিষিদ্ধ। আমি সেখানে সর্বকনিষ্ঠ এবং একমাত্র মহিলা অফিসার। জেলে বন্দি এক সন্ত্রাসবাদীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। হাতে-পায়ে শেকল পরানো নাগা তরুণটির চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা থাকত। পরীক্ষার সময় একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকত দুই বন্দুকধারী সৈনিক, অসুখের বিষয়ে ছাড়া কথা বলার অনুমতি ছিল না। তাই ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞেস করা হয়নি কেন সে এই জীবন বেছে নিয়েছিল! ওই হাসপাতালে উখরুল, চূড়াচাঁদপুর থেকে জঙ্গি সংঘর্ষে আহত গুলিবিদ্ধ বা দগ্ধ সেনারা ভর্তি হত।

পুনরুদ্ধারে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বারা রাস্তা, স্কুল, বাড়ি তৈরি এবং বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের অর্ডার আসে। ওই শিবিরে মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল। আমাকে সেনাপতিতে পাঠানো হয়।

সেনাপতিতে প্রকাশ্য দিবালোকে এক ইন্টেলিজেন্স আধিকারিককে গুলি করে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির কেউ না কেউ ছিল সন্ত্রাসবাদী। আমরা সেখানে সেনা অধিকৃত একটি স্কুলে থাকতাম। ব্রিগেড কমান্ডান্ট, আমি আর দু'চারজন ছাড়া বাকিরা থাকতেন সেনাদের তৈরি আশ্রয়ে। আমাদের কর্মস্থল ছিল তাঁবুতে। সেনা ছাউনিও ছিল পাহাড়ের গায়ে। পরিবার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের সঙ্গে সুন্দরী নাগা মহিলারা গোপনে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সেনাবাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করত। এই সংসর্গের ফলে অনেকে যৌন রোগ এমনকি এইডসে আক্রান্তও হতেন। একবার এক অসুস্থ সৈনিকের সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে জাখামা গ্রুপ হাসপাতালে যাচ্ছিলাম, সঙ্গে আমার একজন নার্সিং সহায়ক। আত্মরক্ষার জন্য চিকিৎসকদের কার্বাইন আর পোর্টেবেল ফিল্ড টেলিফোন দেওয়া হত। সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণত চিকিৎসকদের আক্রমণ করত না। শুনেছিলাম এক চিকিৎসক একবার ঘটনাচক্রে মাইন ফেটে মারা গেলে তারা দুঃখপ্রকাশ করে ব্রিগেড কমান্ডারকে চিঠি লিখেছিল। আমি অবশ্য কখনই রোগী পরিবহণের সময় ওগুলো সঙ্গে নিতাম না, আমার ভরসা ছিল আমার স্টেথোস্কোপের ক্ষমতায়। কুয়াশা আচ্ছন্ন পথে সন্ত্রাসবাদীরা সেদিন আমাদের গাড়ি থামিয়েছিল। ওদের পোশাক ছিল অবিকল আমাদের সেনাবাহিনীর জংলা ক্যামোফ্লেজ আর মাথায় আমাদের সেনাদের মতো কালো কাপড়। রোড ওপেনিং সেনারা ধুলোর জন্য কালো কাপড় দিয়ে তখন মাথা-মুখ ঢেকে রাখত। আমি অ্যাম্বুল্যান্সের সামনের সিটে বসেছিলাম। ওরা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, ভিতরে রোগী আছে কিনা। তারপর দরজা খুলে যাচাই করে ছেড়ে দিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই আমাদের বন্ধু চিকিৎসক ক্যাপ্টেন মনোজ তাঁর কমান্ডিং অফিসারের গাড়িতে করে সেই রাস্তা দিয়ে আসার সময়ে মাইন ব্লাস্টে মারা যায়।

আমার সন্ত্রাসবাদী সাক্ষাতের দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল বেশ ব্যতিক্রমী। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের যে মিটিং ঘরে রোজ সকালে অফিসারদের ব্রিফিং হত সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের ছবি টাঙানো থাকত শনাক্তকরণের জন্য। একদিন রোগী দেখছি, চোখে পড়ল দীর্ঘদেহী এক সুদর্শন পুরুষ মাথায় কাউবয় টুপি পরে লাইনে দাঁড়ানো, কোলে বছর দুয়েকের ফুটফুটে একটি মেয়ে। মেয়েটির দু'পায়ের চামড়ায় জীবাণুর সংক্রমণে ঘা হয়ে গিয়েছে। ইনজেকশন দিতে হবে হপ্তাখানেক। শুনে ভদ্রলোক ইংরেজিতে জানালেন, তাঁর পক্ষে বারবার আসা সম্ভব নয় তবে আমি যদি এম্পিউল দিয়ে দিই তিনি মেয়েকে ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। অগত্যা প্রথম ডোজের পর এম্পিউল বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু হঠাৎই যেন মনে হল ওঁকে কোথাও দেখেছি। পরদিন সকালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে চোখ পড়তে বুঝলাম কেন চেনা লেগেছিল। মাসখানেক পর তিনি কালো আঙুর, লাইল্যাক ফুল আর কার্ড নিয়ে এসেছিলেন। মেয়ের আরোগ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে।

পরে ব্রিগেড কমান্ডারকে জানিয়েছিলাম সে কথা। পিতৃতুল্য কমান্ডান্ট বলেছিলেন, 'ডক (ডাক্তারদের এই সম্বোধন সেনাবাহিনীতে প্রচলিত) তু বাতায়া নাহী! হাম উসে ঢুন্ড রাহে হায় কব সে।' আমি বলেছিলাম, 'স্যর, হাম পাহেলে ডক্টর হায় ফৌজি বাদ মে, ও বিমার বাচ্চি লেকে আয়েথে, আপ উনকো ঢুন্ড লে না।' আমার উত্তরে বর্ষীয়ান যোদ্ধা হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন। এই ব্রিগেডেই তিনটি পাহাড় পেরিয়ে পায়ে হেঁটে আমাদের একটি পোস্টে সন্ত্রাসবাদী হামলায় আহত সেনাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হেলিকপ্টারে উদ্ধারও করেছি।

সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে যখন শান্তিপূর্ণ জীবনে কার্গিল যুদ্ধে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের ডাক এল। জীবনে সেই একবার আমার সদ্য আস্বাদিত মাতৃত্বের কারণে আফসোস হয়েছিল, দেশের প্রয়োজনে সদ্যোজাত মেয়েকে ফেলে যুদ্ধে যেতে পারিনি বলে। সেদিন বুঝেছিলাম, জলপাই রং আমার অন্তরাত্মায় চিকিৎসক সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে আমার অজান্তেই।

এই জীবনের পাতায় পাতায় মিথ্যাচার

তেরোর পাতার পর

এর বাইরেও জগৎ আছে...। প্রতিবেদনটা লিখতে লিখতে হোয়াটসঅ্যাপে ভেসে উঠল রিজার্ভ ব্যাংকের সাবধানবাণী- ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতলবে ফেক কল থেকে সতর্ক থাকুন। এই ডিজিটাল অ্যারেস্টের কারণে কত লোকের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত টাকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সেও আরেক ধরনের মিথ্যাচার!

ফলে 'এই জীবনের পাতায় পাতায়' শুধু ভুল নয়, মিথ্যাচার সঙ্গী হয়ে যাচ্ছে। মিথ্যাচারের ঘেরাটোপে জীবন। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা আটকে যাচ্ছে অসত্যের ফাঁসে। তথ্যের ভিত্তিতে নয়, উত্তেজনা তৈরি করে সংবাদপত্রের পাঠক, টেলিভিশনের টিআরপি বাড়ানোর লক্ষ্যে এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতা আমাদের ঘিরে ফেলছে।

সত্য-মিথ্যার এই ভেদ ঘুচে যাওয়া বেশি করে অনুভব করেছিলাম কোভিডকালে। একে তো অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তার উপর নেই কাজ তো খইভাজের মতো ঘরবন্দি মানুষ বেশি করে আশ্রয় নিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। করোনাজনিত ভয়, উদ্বেগ, হতাশায় মানুষ যে কোনও রটনা, গুজব ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরছিল।

তারপর ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠল ক্ষমতার কারবারিদের (প্রচলিত শব্দে রাজনৈতিক দল) প্রচারের প্রধান মাধ্যম। বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ, মিছিল-মিটিং, ফেস্টুন-ব্যানারের চেয়ে অনেক শক্তিশালী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের কার্যকারিতা। সেই প্রচারে গত কয়েক বছরে মতাদর্শ, দলীয় লাইন ইত্যাদির বদলে ঠাঁই পেতে থাকে পারস্পরিক বিদ্বেষ, ধর্মীয় মেরুকরণ ইত্যাদি।

যত দিন যাচ্ছে, তত সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠছে বিপক্ষকে কুরুচিকর ভাষায় গালাগাল, বেফাঁস মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রোশ উগরে দেওয়ার প্রতিযোগিতার প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন দলের আইটি সেল সেই প্রতিযোগিতাকে আরও উসকে দিয়েছে। সেই প্রতিযোগিতার হাত ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জাঁকিয়ে বসেছে মিথ্যাচার (চালু কথায় ফেক নিউজ)। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার মিথ্যাচারকে আরও পোক্ত করেছে।

মালদার মোথাবাড়ির ঘটনা বলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গাজার ছবি পশ্চিমবঙ্গের কোনও ঘটনার বলে ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারের লাগাম টানেনি কোনও কর্তৃপক্ষ। না সোশ্যাল মিডিয়ার পরিচালকরা, না সরকার বা প্রশাসন। দলগুলি উলটে ভোটের স্বার্থে এই বেলাগাম মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার সেই প্রবণতা প্রভাবিত করেছে মূল ধারার সংবাদমাধ্যমকে। অতীতে সংবাদমাধ্যমে খবর বাছাই ও তথ্য যাচাই আবশ্যিক কাজ ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় বাতাসের বেগে খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সেই শর্তগুলি থেকে দূরে সরে গিয়েছে সংবাদমাধ্যমের একাংশ। বলা ভালো, সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। একশ্রেণির সংবাদমাধ্যম আবার ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক তাগিদে সেই শর্তগুলিকে পদদলিত করছে। পরিণাম? দেশজুড়ে, বিশ্বজুড়ে খবরের নামে মিথ্যাচারের বিস্ফোরণ।

ফ্যাক্ট চেকের কিছু ব্যবস্থা আছে বটে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া মিথ্যার দাপটে যাচাই করা তথ্যকে অবিশ্বাসের প্রবণতা এখন মাত্রাছাড়া। তথ্য যাচাইয়ে কিছু মানুষ নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেলেও অবিশ্বাসীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়া তো বটেই, সংবাদমাধ্যমের একাংশের কার্যকলাপ সেই অবিশ্বাসকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট। গুজব, রটনা ও মিথ্যাচারের মিলিত রূপে পল্লবিত হচ্ছে তথাকথিত ফেক নিউজ।

অবিশ্বাসের দলে না থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হওয়ার ভয়ে মুখ বুজে থাকা মানুষের সংখ্যাটা কম নয়। যাঁরা ট্রোলড হয়েও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলে চলেন, তাঁদের হেনস্তা কখনো-কখনো অসহনীয় হয়ে ওঠে। শালীনতার বেড়া ডিঙিয়ে সেই আক্রমণ সকলের পক্ষে হজম করা কঠিন। ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির মতো দুঁদে আমলাকে এমন হেনস্তার মুখে নিজের এক্স হ্যান্ডেল ব্লক করতে হয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষ সাহস পাবেন কী করে!!

সংবাদের নাম করে এই মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি এই উত্তর-সত্য (পোস্ট ট্রুথ) যুগের অনিবার্য অংশ। বস্তুনিষ্ঠ, সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ, দৃঢ় সংকল্প সাংবাদিকতা কিছুটা হলেও অসত্যের এই সাইক্লোনকে কিছুটা আটকে দিতে পারে। দুর্ভাগ্যের যে, সেই ক্ষেত্রটায় খামতি অনেক। তাছাড়া ভোট ও মেরুকরণের তাগিদ সত্যনিষ্ঠার কফিনে একটার পর একটা পেরেক পুঁতে চলেছে। অসত্যের কালো অন্ধকার থেকে মুক্তির আলোর রেখা আপাতত দিগন্তে দেখা যাচ্ছে না।

বিশ্বাসের পাল্লায়

তেরোর পাতার পর

তাঁদের উদ্দেশ্য বোঝা বা কারসাজি ধরা গণেশ বা শিবের বাহন নন্দীকে দুধ খাওয়ানো পাবলিকের কম্ম নয়।

শিক্ষিতদের ছড়ানো ভুয়ো খবরের ফাঁদে উন্নত দেশের শিক্ষিতদেরও পড়তে হয়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে জিতে প্রথমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেটা ২০১৬ সাল। সেই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিলারি ক্লিনটন। নির্বাচনের তিন মাস আগে তাঁর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে ফেক নিউজ ছড়ানো হল যে, হিলারি শিশু যৌনকর্মীদের পরিচালনার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।' ট্রাম্পের অনুগামীরা ফেসবুকে খবরটি ৩ কোটি বার শেয়ার করেন। আমেরিকার প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাঁরা ভুয়ো খবরটি দেখেছেন তাঁদের অর্ধেকেরও বেশি স্বীকার করেছেন যে তাঁরা খবরটি বিশ্বাস করেছিলেন। আর ভোটের ফল ট্রাম্প জিতেছিলেন, হিলারি হেরেছিলেন।

ফেক নিউজের মার্কিন পরিস্থিতির দিকে চোখ বোলালে বোঝাই যাচ্ছে ধূপগুড়ি এবং বসিরহাটের ফেরিওয়ালাদের ছেলেধরা সন্দেহে মার না খাওয়ার কোনও জোরালো যুক্তি নেই। এ কী সেরিবা-সেরিবানের সময় নাকি? মিনি আর কাবুলিওয়ালার সময়ও তো কবেই পার হয়ে গিয়েছে। যে কেউ পাড়ায় ঘুরে বেড়ালেই হল। এখন দিনকাল ভালো নয়। তার ওপর শুধু ছেলেধরা নয়, মেয়েধরাও আছে। আর সেই গুজব দমকা হাওয়ার মতো ছড়াচ্ছে সমাজমাধ্যমে। সত্য না জেনেই বহু মানুষ বিভিন্ন রকম পোস্ট করে দিচ্ছেন শুধু শুনেই। আর সমীক্ষা বলছে সমাজমাধ্যমে সত্য সংবাদের চেয়ে মিথ্যা সংবাদের শেয়ার হওয়ার সম্ভাবনা ৭০% বেশি। তাই অসহায় ফেরিওয়ালাদের অধিকাংশ সময় বিভ্রান্তির শিকার হয়ে নিগৃহীত হতে হচ্ছে। যার ফলে এলাকাও অশান্ত হয়ে উঠছে। যখন সোশ্যাল মিডিয়ার এত রমরমা ছিল না, তখন পায়ে কালো সুতো বাঁধার বা কানের লতির পেছনে চুন দেবার খবর কানে কানে ছড়াত। নানা বিশ্বাস থেকেই মানুষ সেসব মানতেন। তুলনায় সেই সব ভুয়ো খবরের সামাজিক ক্ষতি কম ছিল। এখন ভার্চুয়াল মাধ্যমের বিস্ফোরণের দুনিয়ায় এই প্রবণতায় মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তারকাদের ডিপ ফেক ছবি-ভিডিও বানিয়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার নানা উদাহরণ সামনে এসেছে। তাছাড়া যে কোনও লোকের মুখে যে কোনও বক্তব্য বসিয়ে দেওয়া যায়। এই ধরনের ভুয়ো ভিডিওর মাধ্যমে খুব সহজেই সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানো যায়। ডিপ ফেক ভিডিও ব্যবহার করে বিনিয়োগে জালিয়াতির ঘটনাও ঘটেছে। নামী ব্যবসায়ীর মুখে বসানো হয়েছে, কোথায় কীভাবে বিনিয়োগ করলে লাভ হবে সেই সব তথ্য। তা দেখে অনেকেই সেই মতো পদক্ষেপ করে প্রতারিত হয়েছেন, হচ্ছেন।

সুতরাং কিছু বিশ্বাস করার আগে দয়া করে একটু ভাবুন। তার চেয়েও আগে শিশুদের ভুল তথ্য শিখিয়ে মানুষ করার আগে সাতবার ভাবুন। নাহলে আগামী প্রজন্মের সামনে সমূহ বিপদ।

সেবার তো কেরিয়ারটাই

তেরোর পাতার পর

বাড়ির লোকজন কথা শোনাতে শুরু করল।

অন্যদিকে, অফিসেও আমার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। এক ভুল খবরের জেরে আমার অবস্থা তখন স্যান্ডউইচের মাঝের কাঁইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।

'মিথ্যা খবর'-এর প্রসঙ্গ উঠলেই বিমল গুরুংয়ের কথা মনে পড়ে। ২০১৭ সালের জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দার্জিলিংয়ে বসেছিল রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক। সেই দিনই ভাষার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে বিমলের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। ভাষা থেকে আন্দোলন মোড় নেয় পৃথক রাজ্যের দাবিতে। পরে তা রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। ১১ জন গুলিতে প্রাণ হারান। বিমল পালিয়ে যান। তাঁর খোঁজে ১৩ অক্টোবর, শিরুবাড়ির জঙ্গলে পুলিশি অভিযানের সময় গুলিতে প্রাণ হারান পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক। পলাতক বিমলকে নিয়ে তখন ফেক নিউজের ছড়াছড়ি। দিনের পর দিন যে যার মতো মনগড়া খবর লিখে গিয়েছেন বিমলকে নিয়ে। কখনও লেখা হল, বিমল বোরখা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও বলা হল, নেপালের একটি হোটেলে মিটিং বসিয়ে দলের এক নেতাকে জুতো ছুড়ে মেরেছেন। বিমলের পায়ে ঘা হয়েছে বা হাফপ্যান্ট পরে প্রাতর্ভ্রমণ করছেন- গ্রহণযোগ্য কোনও বক্তব্য, প্রামাণ্য নথি, ছবি ছাড়াই বিভিন্ন সংবাদপত্রে 'এসব' প্রকাশিত হয়েছে। বছর দুয়েক আগে একদিন দুপুরে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের দুই আধিকারিক দেখা করার জন্য হাজির হলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি দপ্তরে। একথা সেকথার পর জানালেন তাঁদের আগমনের কথা। শিলিগুড়ি শহরে রোহিঙ্গারা ঘাঁটি গেড়েছে বলে কোনও একটি হিন্দি চ্যানেলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তা দেখেই ওপরমহল থেকে ওই গোয়েন্দা আধিকারিকদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু দিন ১৫ নিজেদের মতো অনুসন্ধান করেও তাঁরা কিছুই পাননি। ওই বিষয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য আছে কি না তা জানতেই এসেছিলেন। পরে জেনেছিলাম একটি বিশেষ দল গঠন করে অনুসন্ধান করেও সংশ্লিষ্ট খবরের সত্যতা মেলেনি।

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ির সেবক রোডে হঠাৎ দেখা সিবিআইয়ের দীর্ঘদিনের পরিচিত এক আধিকারিকের সঙ্গে। ভুয়ো খবর ছড়িয়ে নিজেদের ফায়দা লোটার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কীভাবে আলাদা সেল তৈরি করে কাজ করছে তার অনেক গোপন খবর শোনালেন। ভালোবেসে সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছিলাম। এখন চারদিকে ভাঁড়ু দত্তদের সংখ্যা বাড়ছে। সামাজিক দায়িত্বের বদলে ফেক নিউজের মাধ্যমে যেভাবে রাজনৈতিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছেন গণমাধ্যমের এক শ্রেণির কর্মীরা তাতে দ্রুত আকাশে সিঁদুরে মেঘ ছড়াচ্ছে।

নির্জনতার রূপকথা

রেহান কৌশিক
আঁকা : অভি

হঠাৎ চোখ পড়ল চিলেকোঠায়। এত দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হল কেউ নড়াচড়া করছে! অবাক হল শ্রুতি।

রাস্তার ওপারে বাড়িটা জরাজীর্ণ। ঠিক প্রাগৈতিহাসিক কোনও অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল। দেওয়ালের নানা জায়গায় জংলা গাছ শিকড় ছড়িয়েছে। অধিকাংশ জানলায় পাল্লা নেই। ধাতব শিকগুলো রোদে-জলে কবেই উধাও!

পরিত্যক্ত বাড়িটায় কি কেউ এল? বাংলোর দোতলা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। শ্রুতি বইয়ের র‍্যাক থেকে বাইনোকুলারটা নামাল।

বাইনোকুলারে চোখ রাখতেই ভাঙাবাড়ির চিলেকোঠা স্পষ্ট হল। একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। হলদে আলো ছড়িয়ে আছে টেবিলে এবং সেখানে একটা লোক টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী যেন করছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। জানলার দিকে পিঠ। পিঠ অল্প ওঠানামা করছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা কিছু একটা করছে।

মহুলডুংরি জায়গাটা নিরিবিলি। ময়ূরঝুঁটি পাহাড়ের কোলে বিন্দি নদী। নদীর পর ঢেউখেলানো পাথুরে ভূমি। এদিক-ওদিক, যতদূর চোখ যায় ছোটখাটো ডুংরি। তাদেরই আশপাশে শিমুল, পলাশ, শাল, মহুলের গাছ। সংখ্যায় খুব কম।

জায়গাটার নাম কেন মহুলডুংরি, কে জানে! হয়তো এককালে অজস্র মহুলগাছ ছিল। পুরো জায়গাটাকেই গ্রেভইয়ার্ড বলে মনে হয়। ডুংরিগুলো যেন এক-একজন সাহেবের কবর। বিদেশে এসে আর নিজের দেশে ফিরতে পারেনি। মারা গেছে। সেই কতকাল আগে থেকে কবরগুলো উঁচুনীচু পাথুরে মাটির ওপর নিঃশব্দে জেগে আছে। রাস্তা দিয়ে স্কুটি চালিয়ে কলেজ যাওয়া-আসার ফাঁকে এমনই উদ্ভট ভাবনা মাথায় ঘোরে শ্রুতির।

শ্রুতিদের বাংলো বিন্দি নদীর তীরে। অদূরে কয়লাখনি। শ্রুতির বাবা সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায় খনির ইঞ্জিনিয়ার। সেই সূত্রে এই বাংলো। আশপাশে আরও কয়েকটি বাংলো আছে। খনির অন্য অফিসারদের। শ্রুতিদের বাংলো একদম দক্ষিণে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে পাহাড় ডিঙোনো হাওয়া বিন্দি নদীর জল ছুঁয়ে উঠে এসে ঝাপটা দেয়। নীচে যে রাস্তাটা চলে গেছে শহরের দিকে, কালো পিচের মসৃণ এই রাস্তা ধরেই স্কুটি চালিয়ে কলেজ যায় শ্রুতি।

দু'বছর হল এখানে এসেছে। কোনওদিন বাড়িটায় কাউকে দেখেনি। তাই এত বিস্ময়। শ্রুতি বাইনোকুলারে আবার চোখ রাখল। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। টিকোলো নাক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। মাঝবয়সি। ছিপছিপে। সুদর্শন।

বাইনোকুলার নামিয়ে রাখল। কারও প্রাইভেসিতে নাক গলানো অনুচিত---মনে হল শ্রুতির। জানলা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার কথা বেমালুম ভুলে গেল। ভালো করে স্নান করল। কলেজ থেকে ফিরে স্নান করলে আরাম লাগে। মাথায় টাওয়াল জড়িয়ে টোস্ট ও কফি বানাল। মাইন থেকে বাবার ফিরতে ইউজুয়ালি বেশ রাত হয়।

শ্রুতি যখন আট, মা মারা গেছে। বরাবরই একা থাকতে হয়েছে। ফলে এই নির্জন বাংলো, বিন্দির পাশে জেগে থাকা নিঃশব্দ পাহাড়, পাহাড়ি উপত্যকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ডুংরিগুলোর নিশ্চল শুয়ে থাকা, শাল, মহুয়া, শিমুলের শব্দহীন দাঁড়ানোর ভিতর সে নিজের নিঃসঙ্গতাকে আলাদা করতে পারে না। বরং এই একাকিত্ব, এই নির্জনতা ভালোই লাগে। তবে ইদানীং একটা কথা বারবার মনে হয়। কথাটা ফ্রেঞ্চ রাইটার বালজাকের। সলিটিউড ইজ ফাইন বাট ইউ নিড সামওয়ান টু টেল সলিটিউড ইজ ফাইন।

সামওয়ান! সামওয়ান! এই সামওয়ান কে? এই সামওয়ান কোথায়? টোস্ট শেষ করে কফি মগ নিয়ে বিছানায় কাত হয়। টুং টুং মেসেজ নোটিফিকেশন আসে। মোবাইলের স্ক্রিন সোয়াইপ করে। হোয়াটসঅ্যাপে একটা ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছে লিটন। লিটন একটা পাথরের ওপর বসে আছে। হাতে গিটার। পাথুরে মাটির ওপর দুটো কফি মগ। মগ থেকে বাষ্প উঠছে। অদূরে জড়ো করা নুড়ি-পাথরের অস্থায়ী চুলায় কাঠ জ্বলছে। আগুনের ওপর লোহার স্ট্যান্ড থেকে ঝুলছে জল গরম করার কেটলি। পাহাড়ি দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লিটন গাইছে---মহব্বত বরসা দে না তু, শাওন আয়া হ্যায়...

আসলে লিটন গাইছে না। টনি কক্করের গান ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করে শুট করেছে। ক্লিপের সঙ্গে মেসেজে লিখেছে---টু মগস, ওয়ান সানসেট, নো নোটিফিকেশনস। ওয়ান মগ ইজ ফর মি। অ্যানাদার? অ্যানাদার শব্দটার পর তিনটে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়েছে।

মেসেজটা দেখে মুচকি হাসল শ্রুতি। মনে মনে বলল---বেচারা! কফিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে রিং করল সাহানাকে।

বল।

লিটন আবার মেসেজ করেছে।

নাচছে না গাইছে?

গাইছে। মহব্বত বরসা দে না তু...

ওয়ান মগ ইজ ফর মি, অ্যানাদার? এসব লিখেছে তো?

অবাক হল শ্রুতি। সাহানা জানল কী করে!

কী রে চুপ করে গেলি কেন?

না। অ্যাকচুয়ালি...

অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শ্রুতি কেন অবাক হবে না, তা খোলসা করল না সাহানা। গুম হয়ে গেল শ্রুতি। লাস্ট দু'হপ্তা লিটন তাকে আপ্রাণ ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে। সাহানা বলল, তোকে তো বলেছিলাম, আর যাকে পাত্তা দিস, লিটনকে নয়। খতরনাক বাটারফ্লাই... ফুল হলে ভুল করবি, ডার্লিং। লিটন মধু খেয়ে উড়ে যাবে।

সাহানার কথা শুনে গা গুলিয়ে উঠল। অস্বস্তি হচ্ছে শ্রুতির। কোনওরকমে একটা দুটো কথা বলে ফোন কেটে দিল।

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইল। হঠাৎ পোড়ো বাড়িতে আসা আগন্তুকের কথা মনে পড়ল। শ্রুতি বিছানা থেকে নেমে জানলা খুলল এবং খুলে চমকে গেল।

লোকটা চিলেকোঠার ঘরে নেই। ছাদে অল্প কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন নিশ্চল কোনও মূর্তি। আকাশভরা জ্যোৎস্না। তাই দেখা যাচ্ছে।

আবার বাইনোকুলার হাতে নিল শ্রুতি। চোখ রাখতেই একদম স্পষ্ট হল। লোকটা টেলিস্কোপে আকাশ দেখছে।

লোকটা আকাশ দেখছে। আর সে দেখছে লোকটাকে। ভাবতেই কেমন যেন হাসি পেল শ্রুতির। সেই সঙ্গে কৌতূহল। লোকটা কে? কোথা থেকে এল? কী নাম? মেসেজ সংক্রান্ত মনের তিতকুটে ভাব উধাও হয়ে গিয়েছে।

বাংলোর নীচে বাবার গাড়ি থামল। জানলা থেকে সরে এল শ্রুতি। নীচে নামতেই সুরঞ্জন বললেন, ফিরতে দেরি হয়ে গেল।

একই কথা প্রতিদিন বলো কেন?

সুরঞ্জন হাসলেন। এ-হাসি বিষণ্ণতায় জড়ানো। শ্রুতির দিকে তাকিয়ে বললেন, অভ্যাস।

অবান্তর অভ্যাস ত্যাগ করা কি ভালো নয়?

একটু বিচলিত দেখাল সুরঞ্জনকে। বললেন, কিছু অভ্যাসের সঙ্গে সুন্দর স্মৃতি গাঁথা হয়ে থাকে। তাই কিছু অভ্যাস হয়তো অবান্তর নয়। থাক না। ক্ষতি কী?

শ্রুতির মনে পড়ল---বাইরে থেকে বাসায় ফিরলেই মায়ের সামনে ঠিক এই কথাটাই বলত। এখন লজ্জা লাগছে শ্রুতির। অনুশোচনাও।

দোতলায় উঠে এল। চোখ চলে গেল সেই ছাদের দিকে। লোকটা এখনও ছাদে। টেলিস্কোপের ভিউপয়েন্টে মুখ গোঁজা। তবে টেলিস্কোপের মুখটা ছিল পুব-দক্ষিণে। এখন একদম পুবে। তফাত বলতে এটুকুই।

পারদ ফোঁটার মতো টলমলে রুপোলি জ্যোৎস্না। আবছায়া পাহাড়, গাছপালা, নদী ও ডুংরি ছড়ানো বিজন প্রান্তরে গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়ানো জ্যোৎস্না ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে বিন্দির বুকে। জলের রং করে তুলছে গাঢ় রুপোলি। নানা গাছপালার ফাঁকে শরীরে নীলচে আগুন নিয়ে উড়ছে অজস্র জোনাকি। এই নির্জন, এই নরম চরাচরে শ্রুতির বুকের ভিতর আশ্চর্য এক মনকেমনের কম্পন ছুঁয়ে গেল!

মনে পড়ল---ঠিক এমন কম্পন আগেও একবার টের পেয়েছিল। এই তো কয়েক মাস আগে, কলেজ ক্যান্টিনে। বাইরে মেঘলা দুপুর। ছায়াচ্ছন্ন আলোর বুকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিদানা প্রজাপতির মতো ভাসছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাতে গিটার তুলে নিয়েছিল শতদ্রু। কর্ডে রিনরিন করে বেজে উঠেছিল---তুমকো পায়া হ্যায় তো জ্যায়সে খোয়া হু / ক্যাহ্ না চাহুঁ ভি তো তুমসে ক্যায়া কহুঁ...

শাহরুখ দীপিকার রোমান্টিক দৃশ্যটার কথা ভেবে বন্ধুরা টেবিল চাপড়ে গলা মেলাল। শ্রুতির কিন্তু শাহরুখের কথা মনে হল না। শেষের কবিতার অমিতের কথা মনে হল। শিলংয়ের কোনও পাহাড়ি নির্জনে লাবণ্যকে কি কখনও এমন করে গান শুনিয়েছিল অমিত?

পরক্ষণেই লজ্জা হল। ধ্যাৎ। অমিত তো নিবারণ চক্রবর্তী ছদ্মনামে কবিতা লিখত। গান তো কখনও গায়নি। অমিত নয়, শাহরুখ নয়, শতদ্রু নয়, হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে কেউ কি তাকে গান শোনাবে? কবিতা শোনাবে? কখনও? কোনওদিন?

ছোটগল্প

লাবণ্য নয়, দীপিকা নয়, সে শ্রুতি। কেউ কি আসবে? কেউ? যার কাছে সে তার নিজস্ব নির্জনতার মুহূর্তগুলো বলতে পারবে? কথার সঙ্গে কথা মিশে গড়ে উঠবে নির্জনতার এক আশ্চর্য রূপকথা?

আজ, এই মুহূর্তে কোনও একজনের জন্য বুকের ভিতর হুহু করে উঠল। বুকের গভীরে শুধু একটা কথারই প্রতিধ্বনি বারবার ফিরে আসছে---ইউ নিড সামওয়ান টু টেল সলিটিউড ইজ ফাইন!

রাত্রিতে ভালো ঘুম হল না। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই লোকটার কথা মনে পড়ল। বাইনোকুলার নিয়ে দ্রুত জানলা খুলল। দেখল, লোকটা ছাদে বসে একমনে জুতো সেলাই করছে। সাধারণ জুতো নয়। সেনারা যেমন জুতো পরে, অবিকল সেরকম। জুতো সেলাইয়ের দৃশ্যটা চমৎকার নয়। কিন্তু তার কাজ করার একাগ্রতাটা চমৎকার। ভালো করে তাকাল। বাবা না হলেও বাবার কাছাকাছি বয়স। শান্ত মুখমণ্ডল অদ্ভুত এক মায়ায় জড়ানো। লোকটাকে দেখে মন ভালো হয়ে গেল।

মোবাইলে রিং হল। সাহানা কলিং। রিসিভ করল শ্রুতি, এত সকালে!

শোন না, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করেছিস?

কিছু করেছি। অনেকগুলো পারিনি।

পারিসনি নাকি করিসনি?

পারিনি। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল শ্রুতি।

আজ কলেজে আনবি। কী করেছিস একটু দেখব। আমি কিছুই পারিনি।

আজ কলেজ যাব না। হঠাৎ বলল শ্রুতি।

কেন রে?

শরীর ভালো নেই। অক্লেশে মুখ দিয়ে মিথ্যে বেরিয়ে গেল।

কী হয়েছে? জ্বর।

জ্বর না। তবে শরীর ভালো না।

কথা শেষ করে শ্রুতি আবার জানলার দিকে এগোল। দেখল, লোকটা ছাদে নেই। চিলেকোঠার ঘরেও তাকে দেখা যাচ্ছে না। মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কয়েকটা কবিতার লাইন মনে এল---স্পষ্ট আমি দেখি তাকে, মধ্যরাতে ছাদে যখন টেলিস্কোপে চোখ রেখে সে দেখে আকাশটাকে। / স্পষ্ট আমি দেখি তাকে, আমার তো বেশ ভালোই লাগে, মাঝবয়সি লম্বা মানুষটাকে। / যখন দাঁড়ায় খোলা হাওয়ায় / অদৃশ্য কেউ পর্দা সরায় / আমার চোখে উড়তে থাকে বিকেল-রংয়ের খুব চেনা এক পাখি। / ইচ্ছে করে পাখির মতো মানুষটাকে বুকের ভিতর আদর করে রাখি। / নাম জানি না। বেশ তাতে কী? / মনে মনে নাম রেখেছি---পলাশকাকু। / পলাশকাকু বুঝতে পারো কেমন করে ছড়ায় আবির বসন্তের এ-দিন? / জানতে পারো পলাশকাকু, কলেজ পড়া একটি মেয়ে কোন সাহসে চোখের পাতায় যত্নে সাজায় ঋণ? / ফিজিক্স-নোটে মেঘ নেমেছে, আলোর গতি, ভরের সূত্র বৃষ্টিতে থইথই / এমন দিনে পলাশকাকু সত্যি করে বলো আমায়---আমি তোমার বান্ধবী কি নই?

চমকে উঠল শ্রুতি। কবির নাম মনে নেই। কিন্তু যিনি লিখেছেন, এ তো হুবহু তারই কথা! কবিরা কি সব জানে? সব কথা বুঝতে পারে? মানুষের না-বলা সব কথা? কে জানে!

তিনদিন কলেজমুখো হল না শ্রুতি। কী এক অলৌকিক মায়াঘোরে গ্রস্ত সমস্ত শরীর, সকল চেতনা! নিজের ভিতর যেন অন্য এক অচেনা মানুষকে বয়ে বেড়াচ্ছে সে! সারাক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকে মানুষটাকে এক ঝলক দেখার জন্য। কখনও দেখা মেলে। কখনও মেলে না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই কতবার প্রশ্ন করেছে---তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ, শ্রুতি? তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ? উত্তর দেয়নি প্রতিবিম্ব। বাবার রুম থেকে পুরোনো তানপুরা এনে মেঝেয় রেখেছে। তার সামনে বসে জিজ্ঞেস করল---পলাশকাকু, তুমি কি সেই সামওয়ান, যাকে আমি আমার নির্জনতার কথা অকপটে বলতে পারি?

হাসল তানপুরা। বলল, তুমি তো শুধু বলতে চাইছ না, শ্রুতি। তুমি তোমার নির্জনতা নিয়ে আশ্রয় চাইছ। নরম আশ্রয়।

তাই যদি হয়, তুমি কি আমার সেই আশ্রয়?

আবার মৃদু হাসি ফুটে উঠল তানপুরার ঠোঁটে। এই হাসি ভালো লাগল শ্রুতির। তানপুরা বলল, এই আশ্রয় পেতে হলে তোমাকে যে অস্থিরতা ত্যাগ করতে হবে, শ্রুতি।

মানে?

যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির মাঝে সৈনিকরা যখন বাংকারে আশ্রয় চায়, তাদের তীব্র অস্থিরতা থাকে। সেই অস্থিরতার কারণ, মৃত্যুভয়। কিন্তু তুমি চাইছ ভালোবাসার আশ্রয়। হৃদয়ের আস্তানা। ভালোবাসার আশ্রয়ে অস্থিরতা নিয়ে নয়, শান্ত, স্থিতধী হয়ে প্রবেশ করতে হয়।

রাত্রিদিন তার তানপুরা, তার পলাশকাকুর সঙ্গে আশ্চর্য রূপকথার গল্প গাঁথা হতে থাকে। শ্রুতি ভাবে---এই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। সুন্দর সময়।

পঞ্চমদিনের রাত্রি সমস্ত তছনছ করে দিল। স্থানীয় পুলিশ ও স্পেশাল এসটিএফ তল্লাশি চালাচ্ছে জরাজীর্ণ বাড়িতে। কুখ্যাত এক টেররিস্ট নাকি আত্মগোপন করেছিল এখানে। নিরীহ বাড়িটায় লোকজনের কোলাহল, মিডিয়ার বুম, ক্যামেরায় ছয়লাপ।

সকালের কাগজ হাতে উঠে এলেন সুরঞ্জন। মেয়ের দিকে কাগজ এগিয়ে দিয়ে কিছু বলতে যেতেই ইশারায় বাবাকে থামিয়ে দিল শ্রুতি। কাগজে দেখল ভাঙাবাড়ির ছবি। টেররিস্ট পলাতক, সে কথাও লিখেছে। হঠাৎ কেঁদে উঠল শ্রুতি। বলল, আমার পলাশকাকু সন্ত্রাস নয়, আকাশ ভালোবাসে। আমার প্রেমিক রক্ত নয়, নির্জনতা ভালোবাসে। বাবা, এ-এক রাষ্ট্রের গভীর চক্রান্ত!

সুরঞ্জন নিজের মেয়েকে এই মুহূর্তে ঠিক চিনতে পারলেন না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন, শ্রুতি নয়, অচেনা এক মেয়ে খবরের কাগজটা দুমড়েমুচড়ে দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল জানলার বাইরে, শূন্যে।

বিহুর দিনে অহোমরাজের রাজধানীতে

শৌভিক রায়

'দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ / জাঁজী নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ' (আমি দিখৌ নদী ছেড়ে যেতে পারব না/ আমি জানজি নদী ছেড়ে যেতে পারব না)...

বসে আছি দিখৌ নদীর তীরে। বৈশাখের প্রথম দিনে। আর সত্যিই মনে হচ্ছে এই নদী আর শহর ছেড়ে যেতে পারব না। রঙালি বিহুর গানের মাদক সুর যেন পৌঁছে দিচ্ছে এক অলৌকিক দেশে।

রঙালি বিহু দেখব বলে বৈশাখের প্রথম দিনে পৌঁছে গিয়েছিলাম শিবসাগরে। কিন্তু এত জায়গা থাকতে হঠাৎ শিবসাগর কেন? কারণ ছিল অবশ্যই। আসলে এই শহরটি ১৬৯৯ থেকে ১৭৮৮ পর্যন্ত অহোম রাজাদের রাজধানী ছিল। ছয়শো বছর রাজত্ব করেছিলেন অহোম রাজারা। প্রথম শতাব্দীতে চিনের ইউনান প্রদেশ থেকে এই অহোমরা ইন্দোচিন ও উত্তর মায়ানমারে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কালক্রমে তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন অসমের প্রবল পরাক্রমশালী শাসক। অবশ্য শিবসাগর ছিল অহোম রাজাদের চতুর্থ রাজধানী। মাওমরিয়ান বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচতে রাজা গৌরীনাথ সিংহ দশ হাজার অনুগামী নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ফলে, অতীতে রংপুর নামে পরিচিত এই জায়গাটির সমৃদ্ধ ইতিহাস যেমন মন টানছিল, তেমন দেখতে চেয়েছিলাম এখানকার বিহুর আয়োজন। সত্যি বলতে, ঠকিনি। জগদ্বিখ্যাত রংঘরের সামনে জমকালো বিহু উৎসব চোখ ধাঁধিয়ে দিল মুহূর্তেই। অহোম রাজাদের বংশধরের হাতির পিঠে আগমন, আট থেকে আশি পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতার গান আর নাচ, জাঁকজমক সত্যিই দর্শনীয়। তবে রংঘরের বিহু উৎসবে কিছুটা যেন কৃত্রিমতা রয়েছে। বেশি ভালো লেগেছে, সাধারণ মানুষের বিহুর সাজে পথে নেমে পড়ে, একে অন্যকে হলুদ রঙে রাঙিয়ে দেওয়া আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুভেচ্ছা জানানো। আনন্দ উৎসবে সেদিন সবাই এক। সামাজিক, আর্থিক অবস্থান সেখানে গৌণ। প্রকৃতির আর মনের রং মিশে গিয়ে সবাই যেন একই পথের পথিক।

রংঘর

শিবডোল

রংঘর আসলে একটি প্যাভিলিয়ন। এখানে বসে রাজা সামনের খোলা মাঠে হাতি সহ নানা জন্তুর খেলা দেখতেন। ১৭৪৪ সালে রাজা প্রমত্ত সিংহ এটি তৈরি করেন। দুইতলার এই নির্মাণটি স্থাপত্যের দিক থেকেও অনন্য। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে কিমি ছয়েক দূরের রংঘর এলাকায় সেদিন লোকে লোকারণ্য। তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, জোড়হাট ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে অনেকেই এসেছেন বিহু দেখতে। এই রাজ্য থেকে অবশ্য শুধু আমরাই। রংঘরের আরও একটি গুরুত্ব আছে। ১৯৭৯ সালে, অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়ার শহর শিবসাগরের এই রংঘরেই জন্ম নিয়েছিল আলফা।

রংঘরের উলটোদিকে তলাতল ঘর কারেংঘর নামেও পরিচিত। এই প্রাসাদের চারটি তল মাটির ওপরে, তিনটি মাটির নীচে। নীচের তলে ছিল সেনানিবাস আর রানিমহল। সুড়ঙ্গপথও ছিল অতীতে। যদিও সেটি বন্ধ এখন। রঙালি বিহুর শোভাযাত্রা শুরু হয় এখান থেকেই। সেটিতে অংশ নেওয়া সৌভাগ্য মনে হল। ভালো লাগছিল আক্ষরিক অর্থে 'রংপুর' বা 'আনন্দের শহরের' অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসবে অংশ নিয়ে। যেভাবে প্রাচীনকাল থেকে এখানকার মানুষেরা তাঁদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন, তা সত্যিই শ্রদ্ধার। কাছের গোলাঘরটিও প্রসিদ্ধ। মেলা বসেছিল পুরো এলাকাটিতে।

আয় মন বেড়াতে যাবি...

শিবসাগর সংলগ্ন জয়সাগরের এই এলাকা থেকে ছয় কিমি দূরে এবার এলাম বড়পুখুরিতে। 'বড়পুখুরি' যে সত্যিই এত বড়, ধারণা ছিল না। দিঘির শহরের মানুষ আমি। কিন্তু এই বিরাট জলাশয়কে ঠিক কী বলা যাবে, বুঝে উঠতে সমস্যা হচ্ছিল। মানচিত্রে 'শিবসাগর ট্যাঙ্ক' নামে চিহ্নিত হলেও, স্থানীয় মানুষরা আদর করে 'বড়পুখুরি' নামে ডাকেন তাকে। ১৭৩৪ সালে রাজা শিব সিংহের মহিষী রানি বড় রাজা অম্বিকা ২৫৭ একরের এই বিরাট জলাশয় নির্মাণ করেন। রাজার নামে জলাশয়ের নাম রাখা হলেও, আদতে এটি কিন্তু মহাদেব শিবকে উৎসর্গ করা হয়। জয়সাগরেও এরকম একটি জলাশয় আছে। সেটির আয়তন ৩১৮ একর। মায়ের স্মৃতিতে, ১৬৯৭ সালে, অহোমরাজ রুদ্র সিংহ তৈরি করেছিলেন সেটি। জয়সাগরের পারে দেখা যায় জয়ডোল নামের বিষ্ণু মন্দিরের সঙ্গে শিবডোলের।

তবে বড়পুখুরির দক্ষিণ তীরের শিবডোল বেশি পরিচিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের তো বটেই, সারা দেশের মধ্যেই অন্যতম উঁচু শিব মন্দির এটি। মন্দিরের একদিকে দেবীডোল অর্থাৎ মা দুর্গার মন্দির। অন্যদিকে বিষ্ণুডোল। ১৭৩৪ সালে নির্মিত ৩২ মিটার উঁচু শিবডোল আর একই চত্বরে থাকা অন্য দুটি মন্দিরে ঢুকতেই, পবিত্র বাতাবরণে, মন প্রসন্ন হয়ে গেল। বড়পুখুরির বিভিন্ন দিকে থাকা অহোম তাই জাদুঘর, আনন্দরাম বড়ুয়া উদ্যান, অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্মৃতিস্তম্ভ, শিবসাগর যুবদল থানেশ্বর দত্ত প্রেক্ষাগৃহ, বৌদ্ধ বিহার, টেনিস কোর্ট, সার্কিট হাউস, সংশোধনাগার ইত্যাদিও এই এলাকার আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

প্রাচীন সমৃদ্ধ শহরটি থেকে ফেরার সময় তাই বোধহয় মন বলছিল বারবার, 'আগলে যাবও নোৱাৰোঁ / উভতি চাবও নোৱাৰোঁ' (আমি আর এগোতে পারছি না/ আমি পিছনে ফিরেও তাকাতে পারছি না।)

কবিতা

দলছুটের ইতিকথা
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনাকে মারার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছি
কিন্তু ক্ষমা চেয়েও জিজ্ঞেস করছি
কী করলেন, যখন
চাকু-গুপ্তি-বল্লমগুলো ছুটে এল আপনার দিকে?
বিশ্বাস করুন, ওদের আদৌ বাবা আছে কি না
তাই নিয়ে সন্দেহ আমাদেরও প্রবল
কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলিনি কারণ
ওরা আপনার বিরুদ্ধে...
আর আপনি ঠিক কার,
তা জানার আগেই জেনেছি
রাস্তা এঁকে দিলেও যে ভেড়াটা দলছুট হতে চায়
তাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই...

সকালে গালাগালি দিয়ে বিকেলে যে জয়ধ্বনি দেয়
সে আমাদের বন্ধু
ড্রেনের জল ছিটোতে ছিটোতে শান্তিজলের ঘট দেখায় যে
বন্ধু সেও
ঘাসের ভিতর লুকিয়ে থাকা সাপ
ঝোপের পিছনে দাঁড়ানো শেয়াল
জেলা থেকে জেলায় রং পালটাতে থাকা গিরগিটি
রূপকথার পর রূপকথায় সঙ্গিনী বিক্রি করা সওদাগর
বন্ধু সবাই;
শুধু বন্ধুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে করতে নির্বাসিত আপনি,
শত্রু আমাদের;
আপনাকে মরতেই হবে।

আপনি সক্রেটিস নন, লোরকাও না
কিন্তু মুশকিল হল
পৃথিবীতে যেখানে যখন একশো মাইকের বিপ্রতীপে একটা গলা
ভিড়ের উলটোদিকে একা মানুষ
তখনই তৈরি হতে শুরু করে পালটা আখ্যান
কলোনিতে কলোনিতে পাঁচকাঠা করে জমি পাওয়া প্রজাপতিদের দিকে
আঙুল তোলে
গীতবিতান বুকে করে দণ্ডকারণ্যে চলে যাওয়া শুঁয়োপোকারা...

ভিন্নমত আসতে শুরু করে ভিন্ন দিক থেকে
জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বয়
যাদের বিদায় গানে গানে মোড়া ছিল
ফিরে আসতে চেয়ে তারাই যে গুলি খেয়েছে
সেই সত্য
নগ্ন যুবতীর টাটকা লাশের মতো
পড়ে থাকে মাকন্দো কিংবা মরিচঝাঁপিতে;
আর গ্লোবাল সমস্যার নিরসনে লোকাল মার্ডার জরুরি বলে,
নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েও,
খুঁজতে থাকি আপনাকে।

আচ্ছা, আপনি খুঁজে পান না আমাকে?
খড়ের গাদায় সুচের মতো,
স্পর্শেই রক্তপাত ঘটিয়ে
মহাশূন্যে পৃথিবীর নির্মাণের মতো,
আরম্ভেই অন্ধকার লিখে
যদি একদিন চিতায় তুলে দিই
কিংবা নামিয়ে আনি কবরে
মহাকালের দেওয়া গানস্যালুটে
আপনি কি শুধু 'হত্যা'ই শুনবেন?
শুনতে পাবেন না, ক্ষমা চাইছি,
নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছি?

কবিতা

পাখিসংবাদ
অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

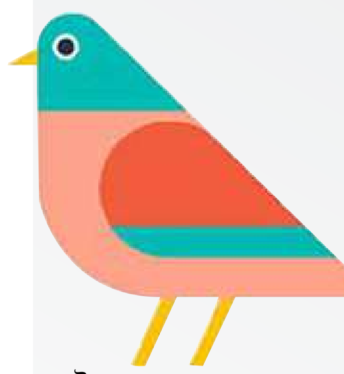

এক।
পাখি কি জানে তার নামটি পাখি?
ওদের ডানায় প্রণয়ের চিহ্ন
ওদের ঠোঁটে গেরস্থালির খড়কুটো
ওদের উড়ে আসা আলোর দিকে
পাখির মাংস সুস্বাদু জেনে শিকারির দল তাঁবু ফেলে
তারপর সেই রক্তের লাল
গড়াতে গড়াতে স্নায়ুর ভিতর ঢুকে পড়ে
ঘুমের ভিতর ভেসে ওঠে মৃত পাখিদের চিৎ হয়ে পড়ে থাকা
রন্ধনশালার দেওয়ালজুড়ে
পোড়া মাংসের গন্ধ ভারী
মরা পাখির ডানা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে আততায়ীর গলা
শিশুটি দৌড়োতে দৌড়োতে তখন পাখি হয়ে ওঠে
সব পাখি ঘরে তবু ফেরে না কখনো...

দুই।
খাঁচায় বন্দি পাখি ডানা ঝাপটায়।
কান ফেটে যায় ঘুমের ভিতর
ঘুম ফেটে যায় স্বপ্নের ভিতর
উল্লাসধ্বনি বদলে যায় হরি ওঁ তৎ সতে
বেরিয়ে আসে রংচঙে মুখ
মুখের ভিতর থেকে লুকোনো দাঁত ও চেরা জিভ
যে কোনও মুহূর্তে
লাল কালো পিঁপড়ের দল ঢুকে যাবে
নাক কান চোখ ফুটো করে
তুমি বলছ মুখোশ নামাও
সে বলছে মুখ হারিয়ে গেছে
সমবেত কাড়া নাকাড়ায় বধির হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ
অলৌকিক চাবির খোঁজে শিশুটি দৌড়োয়
সঞ্জীবন শব্দটি শিখে নিতে হবে তাকে একদিন

তিন
মৃত পাখিটিও আসলে পাখিই।
অথচ সমস্ত অপমান ও যন্ত্রণার গায়ে
কারা যেন চিহ্ন বসিয়ে দিচ্ছে
দেওয়াল জুড়ে শরীর জুড়ে
ফুল কুড়োতে গিয়ে
ঝলসে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে হাত
মৃত্যু ও আঘাতের ওপর
ডাকটিকিটের মতো সেঁটে দেওয়া
হা হা শব্দ উড়ে আসছে
বিঁধে যাচ্ছে পাঁজরের মাঝখানে
খাঁচার ভিতর অচিনপাখি
মরে কাঠ
সেই কাঠ থেকে কোনও বাঁশি বা বেহালা বানানো হবে না কোনওদিন
শিশুটি অবাক হয়ে বর্ণপরিচয় খোঁজে
হাসি শব্দের মানে মা যে তবে অন্য কিছু শিখিয়েছিল!

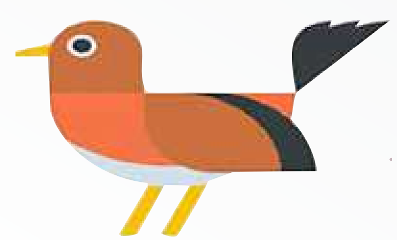

চার
পাখির ডাক শুনে জাগে পাখিসব।
অনেকেরই তবু সকাল আসে না জেনেও অন্য অন্য পাখি ডাকে
মরা পাখিটির সুরে অবিকল
ঠিক তখনি
ফুলেদের রং বদল
হাওয়ার ঘ্রাণ বদল
বেঁচে থাকার যাবতীয় উপাখ্যান বদল বুঝি বা
একটা না পেরোনো নদী
একটা না ডিঙোনো পাহাড়
মানচিত্র বুকে বেঁধে সুবিশাল ডানা
আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত আকাশ পাখিময়
সাদা একটা পালকের খোঁজে শিশুটি শ্রমণ হতে চায়

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবতা

পূর্বা সেনগুপ্ত

আমাদের বঙ্গভূমে যেসব সাহিত্যিক, কবিকার জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জীবনে ও রচনায় কখনও কি তাঁদের গৃহদেবতা উঁকি দিয়েছেন? বর্ধমাননিবাসী কবি কমলাকান্ত বা হালিশহরের রামপ্রসাদের জীবনে আরাধ্য দেবীই হয়ে উঠেছেন গৃহদেবতা ও সংগীত রচনার উপাদান। তাঁদের জীবনে সাধনা ও সাহিত্য কেমন যেন মিলেমিশে গিয়েছে। জীবনের প্রতিটি স্তরেই তাঁরা দেব উপলব্ধিতে ঋদ্ধিমান। আর সাহিত্যের সঙ্গে সর্বদা জুড়ে রয়েছে অধ্যাত্মভাবনার রেশ। এই রেশটুকু খুঁজে পাওয়ার আশায় আমরা মধ্যযুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ক্ষণটি থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। এই ক্ষেত্রে আমরা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীর মধ্যে প্রবেশ করব।

১৮৩৮ সালের ২৬ জুন, চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের কাঁঠালপাড়ায় প্রাচীন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর এই বিশিষ্ট বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার ও তার আদি নিবাস কিন্তু নৈহাটিতে ছিল না। তা ছিল হুগলি জেলার দেশমুখো নামে এক গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রামজীবন চট্টোপাধ্যায় এই কাঁঠালাপাড়ার অধিবাসী বিখ্যাত রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। রঘুদেব ঘোষাল ছিলেন তৎকালে কাঁঠালপাড়ার এক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি। তাঁর কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় জামাতা রামজীবনের পুত্র, রঘুদেব ঘোষালের নাতি রামহরি চট্টোপাধ্যায় দেশমুখো গ্রাম ছেড়ে এই কাঁঠালপাড়ায় এসে বসবাস করতে থাকেন। রামহরি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ। রামহরির পৌত্র যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। মায়ের নাম ছিল দুর্গাসুন্দরী দেবী। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা হলেন শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও আরেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক তেমনই সেই পরিবারের সদস্যরা ছিলেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ কর্মে ব্যাপৃত। বঙ্কিম পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষার সূচনা মেদিনীপুরেই হয়।

আমরা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীর মধ্যে প্রবেশ করব না। আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্র হল গৃহদেবতা। হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে এই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কোনও আরাধ্য কুলদেবতা ছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু রামহরি চট্টোপাধ্যায় যখন রঘুদেব ঘোষালের সম্পত্তি লাভ করলেন তখন রঘুদেব ঘোষাল আরাধিত ও প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতাকে নিজ কুলদেবতা রূপে স্বীকৃতি দিয়েই, তাঁকে গ্রহণ করে তিনি কাঁঠালপাড়ায় বসবাস শুরু করলেন। মন্দিরে রঘুদেব ঘোষাল আরাধিত ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবতা হলেন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউ। তিনি রাধাবল্লভ হলেও রাধাহীন, কেবল কৃষ্ণমূর্তি। কোনও অনুষ্ঠানে আমরা বলরামের সঙ্গে তাঁকে আরাধিত হতে দেখি। রঘুদেব ঘোষাল কী করে এই মূর্তি লাভ করেছিলেন সে নিয়ে বেশ চমকপ্রদ কাহিনী আছে। বঙ্কিমভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় তার পুত্র সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে এই বিগ্রহলাভের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। এই কাহিনীতে বলা হচ্ছে, রঘুদেব ঘোষাল কাঁঠালপাড়ার খুবই সভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এই অঞ্চলে তাঁর বেশ কয়েকটি পুকুর ছিল। একদিন এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কাঁঠালপাড়ায় এসে তারই সাহারপুকুর নামে একটি পুকুরের পাড়ে, গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ছিল শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউ-এর মূর্তি। সন্ন্যাসী তাঁর আরাধ্য দেবতা নিয়ে ভ্রমণ করতেন এবং যথাসময়ে ভিক্ষান্ন দিয়ে তাঁর সেবা করতেন। একদিন সেই সন্ন্যাসী ঝুলিটি পাড়ে রেখেই পুকুরে স্নান করতে গিয়েছেন। স্নান সেরে এসে তিনি অবাক! তাঁর আরাধ্য শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউ ঝুলি থেকে বের হয়ে ঠিক পুব দিক বরাবর এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আরাধ্যের এই লীলা ভক্তের কাছে তাঁর ইচ্ছাকে ব্যক্ত করল। সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রাণের দেবতার আর ঘুরতে ভালো লাগছে না। তিনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গৃহস্থের পূজা লাভে ইচ্ছুক। ভগবানের ইচ্ছাকেই সর্বস্ব জেনে আরাধনা করেছেন সন্ন্যাসী। তিনি পথের ভিক্ষু, কিইবা প্রাণের ঈশ্বরকে ভোগ দিতে পারেন। সামান্য ভিক্ষায় তাঁর নিজের জীবনটুকু চলে মাত্র। তাতে যখন শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউর মন ভরছে না তখন তিনি কোনও সম্পন্ন গৃহস্থের হাতেই তাঁকে

সমর্পণ করবেন বলেই স্থির করলেন। শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউ পুব দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তাই সন্ন্যাসী পুব দিক বরাবর খোঁজ নিয়ে জানলেন সেদিকে রঘুবীর ঘোষাল নামে ধর্মপ্রাণ অথচ ধনী ব্যক্তি বাস করেন। তিনি রঘুবীর ঘোষালের গৃহকেই শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউ-এর পছন্দ বুঝতে পেরে তাঁকেই সেই বিগ্রহ দান করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন আশ্চর্যের ব্যাপার মুর্শিদাবাদে পৌঁছালে কোনও অজানা কারণে সন্ন্যাসীকে নবাব বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। পরে অজানা কারণে তাঁকে মুক্তিও দিলেন। মুক্তি প্রদানের পর নবাব কাঁঠালপাড়ায় শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউয়ের সেবার জন্য কিছু দেবোত্তর জমি দান করেন সঙ্গে মন্দির নির্মাণের জন্য কিছু অর্থও। এইভাবে শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউ এই ঘোষাল পরিবারের গৃহদেবতা হয়ে ওঠেন। এরপর তা রঘুবীর ঘোষালের কন্যার শ্বশুরগৃহ চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কুলদেবতা। বিগ্রহ পূজিত হতে থাকল, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউয়ের পাশে রেখে আরাধনার জন্য বলরাম বিগ্রহ তৈরি করেন। এইভাবে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে উৎসবগুলির দেখা যায় তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হতে থাকে।

পর্ব - ৪৬

তৎকালে পারিবারিক দেবতা নিয়ে সামাজিক বা গ্রাম্য উৎসবের সূচনা হওয়া বিচিত্র ছিল না। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউকে নিয়েও শুরু হল সেরকম এক উৎসব। সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল কাঁঠালপাড়ায় এই শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউকে কেন্দ্র করে রথ উৎসবের প্রচলন। এই উৎসবটি কিন্তু রঘুদেব ঘোষালের প্রচলিত উৎসব নয়। এটি বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ শুরু করেন ১৮৬২ সালে, বা ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। এই উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরের তমলুক নিবাসী এক শিল্পীকে দিয়ে শ্যামাচরণ কাঠের ওপর পিতলের পাত দেওয়া রথটি তৈরি করেন। তৈরি হলে তা নৌকা করে রূপনারায়ণ নদী হয়ে গঙ্গাপথে কাঁঠালপাড়ায় এসে পৌঁছায়। নিষ্ঠার সঙ্গে রথ নির্মাণ করিয়ে তার ওপর বলরাম ও রাধাবল্লভজিউ কৃষ্ণকে বসিয়ে শুরু হল রথ টানা। অন্দরমহল থেকে প্রথম রথের রশি টেনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী। তাঁর নামেই রথ উৎসব উৎসর্গীকৃত। প্রসঙ্গত বোঝাই যায়, এই রথে কিন্তু কৃষ্ণ জগন্নাথ প্রভুর রূপে আসীন হন না। এখানে রাধাবল্লভজিউ বিগ্রহ রূপেই অধিষ্ঠিত হন তিনি আর সঙ্গে থাকেন তাঁর ভ্রাতা বলরাম। কালো কানাই আর শুভ্রকান্তি বলাই। কাঁঠালপাড়ার রথ উৎসব আজও জনপ্রিয় উৎসব, এই সময় আটদিন ধরে বিরাট মেলা বসে। সেই কালে উৎসবটি আরও জনপ্রিয় ছিল এবং মেলার আকারও বৃহৎ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানেই থাকুন না কেন, রথের সময় কাঁঠালপাড়াতে থাকতেই পছন্দ করতেন। ১৮৭৫ সালে এই রথের মেলাতেই একটি মেয়ে হারিয়ে যায়। সে নিয়ে কি শোরগোল! আর এই উত্তেজনার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি 'রাধারাণী'। পাঠক, এখুনি মনের মধ্যে সেই রাধারাণীর হারিয়ে যাওয়া, সেই বেল ফুলের গন্ধ ভেসে এল তো! এই রথের মেলাই সৃষ্টি করেছিল তাঁকে। রথের চাকায় কিছু অসুবিধে থাকায় মাত্র এক বছর রথ সাহিত্য সম্রাটের নির্দেশে বন্ধ থাকে। ১৮৬২ সালের রথযাত্রার দিনই শিয়ালদা থেকে রানাঘাট রেল চলাচল ব্যবস্থার সূচনা হয়। সেই সময় এই পারিবারিক রথের মেলা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে কর্তৃপক্ষ মেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করতেন।

শোনা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা অক্ষরমালা একদিনে আয়ত্ত করেছিলেন। শৈশব মেদিনীপুরে অতিবাহিত হলেও তিনি ১৮৪৯-এ ফিরে আসেন কাঁঠালপাড়ায়। এই সময় তিনি কাঁঠালপাড়ার বাসিন্দা শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময়ই সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রিয়কায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি নিতান্তই অল্পবয়স্ক। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও জয়দেব প্রণীত গীতগাবিন্দ তাঁর ঠোঁটস্থ ছিল। যদিও বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণির কাছে মহাভারতের পাঠ নিয়েছিলেন এবং এই তর্কচূড়ামণিই তাঁকে কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন কিন্তু আমাদের মনে হয় এই তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এ আংশিক সত্য, কারণ গৃহদেবতা শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা রূপে বন্দিত। তাঁর উপস্থিতি ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের নির্ভরতা বঙ্কিমচন্দ্রকে কৃষ্ণচরিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করেছিল। আমরা কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলছেন, 'কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ঐতিহাসিক সমালোচনা এই প্রথম।... কৃষ্ণচরিত্র বঙ্গ সাহিত্যে পরম সম্পদ – সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন, 'কৃষ্ণ সর্বত্র, সর্বসময়ে, সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরান্মুখ- ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।'- কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যা কেবল তাঁর মেধার মাধ্যমে নির্মিত হয়নি, তার গভীরে ছিল পরম পুরুষের প্রতি প্রেম। বঙ্কিমের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে তৎকালের বিদেশি সমালোচকগণ যে নেতিবাচক দিকগুলোকে তুলে ধরেন তার একটি উত্তর প্রদান করা। এই কার্যে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অগাস্ত কোঁৎ – এর প্রত্যক্ষবাদী বা Positivism-এর আঙ্গিকে কৃষ্ণচরিত্রকে সাজিয়েছেন। ননীচোর কৃষ্ণ তখন বহুজনের হিতের জন্য ননীচোরা হয়ে উঠেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' ছাড়াও ধর্মতত্ত্ব ও অন্যকিছু প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে গীতা ও মহাভারতেরও বিভিন্ন তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টা অভিনব। আর এই চেষ্টা ফলবতী হওয়ার পেছনে ছিল শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউয়ের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা ও আনুগত্য। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় তিনি ব্যথিত হতেন। যে ব্যথা তাঁকে প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র নির্ণয়ে উদ্বোধিত করেছিল। মূলত গৃহদেবতার প্রভাব সাহিত্যকর্মে কি অপরিসীম হয়ে দেখা দেয় তা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবতা বিষয়ে আলেচনাকালে উপলব্ধি করলাম। গৃহে অধিষ্ঠিত দেবতা যে গৃহের অভিভাবক, কর্তা!- এই ভাবটি পরিবার থেকেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। সেই শিক্ষাই সৃষ্টি করে দেবচরিত্র অনুসন্ধানের নতুন আঙ্গিক। ঠিক যেমনটি হয়েছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে।

প্রথমবার ৯০ পার
পুরো খুশি নন নীরজ

দোহা, ১৭ মে : 'অম্লমধুর অনুভূতি।' বক্তা ভারতের তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া।

শুক্রবার দোহা ডায়মন্ড লিগে নিজের কেরিয়ারের সেরা 'থ্রো' করেছেন নীরজ। ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করছেন তিনি। ভারতের প্রথম জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে ৯০ মিটার স্পর্শ করে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন দুইবারের এই অলিম্পিক পদক জয়ী। বিগত কয়েক বছর ধরে নীরজ ঝা পারফরমেন্স করেছেন, তাতে তাঁকে সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট বললেও কেউ আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।

তবে নতুন কোচ জান জেলেজনির কোচিংয়ে ৯০.২৩ মিটার ছুড়েও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি নীরজ। জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার ৯১.০৬ মিটার থ্রো করে প্রথম স্থান পেয়েছেন। সেইজন্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়া নীরজ বলেছেন, 'অম্লমধুর অনুভূতি হচ্ছে। আমি ৯০ মিটার পার করতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। আবার দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে হতাশ লাগছে। এর আগে তুর্কু ও স্টকহোমেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করেও দ্বিতীয় হয়েছিলাম।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ওয়েবারের পারফরমেন্স দেখে ভালো লাগছে। ও ৯১ মিটার থ্রো করেছে। আমরা দুজনই শেষ পর্যন্ত ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করেছি। দুইজনই দীর্ঘদিন ধরে ৯০ মিটার পার করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। অবশেষে সফল হয়েছি।'

গত বছর কুঁচকির চোট ভালোই ভুগিয়েছে নীরজকে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গত বছর কুঁচকির চোটের জন্য নিজের সেরাটা দিতে পারিনি। এই বছর অনেকটা ভালো পারফরমেন্স করছি। আশা করছি আগামী প্রতিযোগিতাগুলিতে ৯০ মিটারের বেশি ছুড়তে পারব।' চলতি বছরের শেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। শুক্রবার রাতে প্রথম থ্রোয়ে ৮৮.৪৪ মিটার ছুড়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামার টিকিট পেয়ে যান নীরজ। বিশ্বসেরার আসরেও ভারতের সোনার ছেলে সেরাটা দিতে চান।

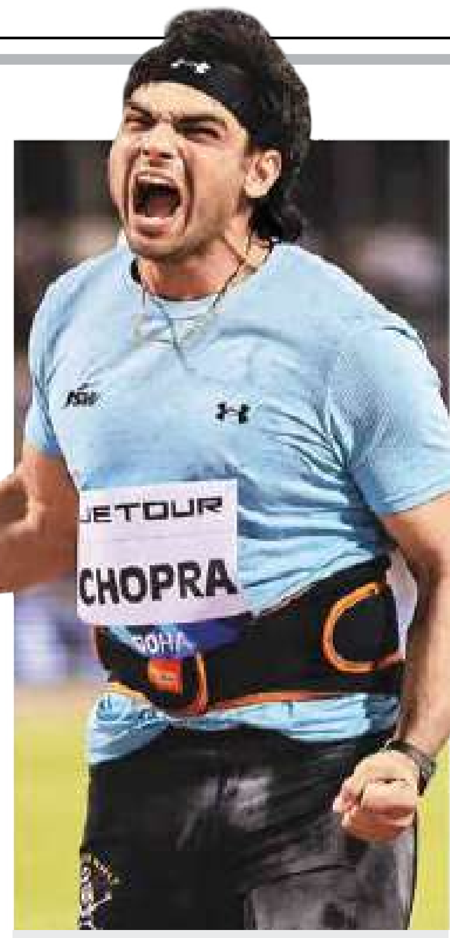

অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

এদিকে, নীরবের পারফরমেন্সে উচ্ছ্বসিত দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'এক অসাধারণ কৃতিত্ব। নিজের কেরিয়ারের প্রথমবার ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করেছেন নীরজ। ওকে অভিনন্দন জানাই। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল পেয়েছে নীরজ। গোটা দেশ ওর জন্য গর্বিত।' নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও।

> অম্লমধুর অনুভূতি হচ্ছে। আমি ৯০ মিটার পার করতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। আবার দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে হতাশ লাগছে। এর আগে তুর্কু ও স্টকহোমেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করেও দ্বিতীয় হয়েছিলাম। -নীরজ চোপড়া

দোহা ডায়মন্ড লিগে

নীরজের থ্রো

প্রথম ৮৮.৪৪ মিটার। দ্বিতীয় ফাউল

তৃতীয় ৯০.২৩ মিটার। চতুর্থ ৮০.৫৬ মিটার

পঞ্চম ফাউল। ষষ্ঠ ৮৮.২০ মিটার

প্লে-অফের টিকিটে চোখ কিংসের

বিদেশি ইস্যুতে পালটা যুক্তি শ্রেয়সের

জয়পুর, ১৭ মে : ধরমশালা থেকে জয়পুর।

ঠিক দশদিনের ব্যবধানে ফের মুখোমুখি পাঞ্জাব কিংস-রাজস্থান রয়্যালস। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, মিসাইল, ড্রোন হানার মাঝে নিরাপত্তাজনিত কারণে মাঝপথে যে ম্যাচ বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তারপর স্থগিত আইপিএল-ও।

শনিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে ফের শুরু মেগা লিগের। আগামীকাল নতুন শুরুর দ্বিতীয় দিনেই সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে পাঞ্জাব-রাজস্থান দ্বৈরথ। রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন রাজস্থান রয়্যালস (১২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট) আগেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে।

পাঞ্জাব কিংস সেখানে রাজকীয় মেজাজে। ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের অন্যতম দাবিদার। ছিটকে যাওয়া, নড়বড়ে রাজস্থানকে হারিয়ে রবিবাসরীয় টক্করে টিকিট পাকা করে নেওয়ার মেজাজে রিকি পন্টিং-শ্রেয়স আইয়ার জুটি। লক্ষ্যপূরণে ব্যাটিংয়ে ভরসা তরুণ ওপেনিং জুটি।

প্রভসিমরান সিং ও প্রিয়াংশ আর্য-প্রতি ম্যাচেই সাফল্যের মঞ্চটা বেঁধে দিচ্ছেন। ভেস্তে যাওয়া ধরমশালা ম্যাচেও শতাধিক রানের যুগলবন্দি গড়েছিলেন। রবিবার সেখান থেকেই কাজ শুরু করতে মুখিয়ে থাকবেন। প্রিয়াংশ শুরু থেকে ঝড় তুলে বোলারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছেন, সেখানে প্রভসিমরান ইনিংসটাকে শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, মহেশ থিকশানা, ফজলহক ফারুকিদের পক্ষে যা সামলানো সহজ হবে না। চাপ বাড়াতে রয়েছেন কিংস অধিনায়ক শ্রেয়সও।

রাজস্থানের ব্যাটিংয়ের মূল ভরসাও তরুণ ওপেনিং জুটি। যশস্বী জয়সওয়াল এবং চলতি লিগের বিস্ময়বালক বছর চোদ্দোর বৈভব সূর্যবংশী। মাঝে রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমেয়াররা থাকলেও ধারাবাহিকতা

বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠানোর প্রস্তুতিতে রাজস্থানের বৈভব সূর্যবংশী।

মূল সমস্যা দুজনের। ফলে অর্শদীপ সিং, যুযবেন্দ্র চাহাল সমৃদ্ধ পাঞ্জাব বোলাররা শুরুতে ধাক্কা দিতে পারলে তা কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবে দ্রাবিড়ের দলের পক্ষে।

বিদেশিদের নিয়ে দুই দলেই অবশ্য টানাপোড়েন। পাঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়স যদিও এই ইস্যুকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। পালটা যুক্তি, এটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। ভারতীয় ক্রিকেটাররাই যথেষ্ট লিগকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাঞ্জাব কিংসের পোস্ট করা একটি ভিডিওয় শ্রেয়স বলেছেন, 'অনেকের কথা (বিদেশি ক্রিকেটার) বলা হচ্ছে। প্রত্যেকেই অসম্ভব প্রতিভাবান। কিন্তু দিনের শেষে মনে রাখতে হবে এটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ।'

কালকের ম্যাচ, বাকি আইপিএল শ্রেয়সের জন্য জবাবের মঞ্চও। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির অবসরের পর শ্রেয়সকে টেস্ট দলের অন্যতম ভরসা ধরা হচ্ছে। যদিও শুক্রবার ইংল্যান্ড সফরের জন্য ঘোষিত 'এ' দলে সম্ভাব্য টেস্ট টিমের একঝাঁক তারকা থাকলেও জায়গা হয়নি শ্রেয়সের। সমর্থকদের ধারণা, ইংল্যান্ড সফরেও ব্রাত্য রাখা হবে শ্রেয়সকে। তারই পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন নির্বাচকরা।

কাঠগড়ায় অবশ্য হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। শ্রেয়স-ভক্তদের দাবি, গম্ভীর যতদিন হেডকোচ থাকবেন, ততদিন এই বঞ্চনা চলতে থাকবে। টেস্ট টিমে ফেরা কঠিন হবে। পরিস্থিতি বদলাতে ব্যাটই আপাতত অস্ত্র। রাজস্থান ম্যাচে যে অস্ত্র কাজে লাগানোর বাড়তি তাগিদ থাকবে শ্রেয়সের। প্লে-অফের লক্ষ্যপূরণে সেদিকেই তাকিয়ে প্রীতি জিন্টার দল।

অনুশীলনের পথে পাঞ্জাব কিংসের প্রভসিমরান সিং।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

রাজস্থান রয়্যালস বনাম পাঞ্জাব কিংস

সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : জয়পুর

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

দিল্লির ওপেনিংয়ে হয়তো রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : ছবিটা বদলে গিয়েছে। আইপিএল আচমকা স্থগিত হওয়ার পর মাঝে কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দিন। আর তার মধ্যেই অনেক ক্রিকেটার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। অনেকে ফিরে এসেছেন আবার। কিন্তু সবাই নন।

স্থগিত হওয়া আইপিএল ফের শুরুর সময় সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের তো বটেই, বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা জোরে বোলার মিচেল স্টার্ক ভারতে ফেরেননি। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে তাঁকে এখনও দলে পায়নি দিল্লি। এমন অবস্থায় রবিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে নামছেন অক্ষর প্যাটেলরা। দিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলতি মরশুমে স্পিনাররা দাপট দেখিয়েছেন। আগামীকাল দিল্লি বনাম গুজরাটের ম্যাচেও সেই ছবি বজায় থাকবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আগামীকাল রাতের ম্যাচ দুই দলের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জিতলেই শেষ চারে শুভমানের গুজরাট

১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে গুজরাট। আগামীকাল দিল্লির দখল নিতে পারলেই শেষ চার নিশ্চিত। সঙ্গে দলের অধিনায়ক শুভমান গিলের দিকে আপাতত ক্রিকেট দুনিয়ার নজর। বড় অঘটন না হলে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে জাতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেতে চলেছেন শুভমান। ফলে শুভমানকে নিয়ে ক্রিকেটমহলের আগ্রহ কিছুটা হলেও বেশি। তাছাড়া শুভমানের সঙ্গে নজরে বি সাই সুদর্শনও। গুজরাটের হয়ে তাঁদের ওপেনিং জুটি বাকি সব দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সুদর্শনও ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকছেন নিশ্চিতভাবেই। তার আগে আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে গুজরাটের সহকারী কোচ পার্থিব প্যাটেল অধিনায়ক শুভমানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'শুভমান দুর্দান্ত প্রতিভা। দারুণ অধিনায়ক। ও এমন একজন অধিনায়ক, সাজঘরে যার উপস্থিতি সবসময় টের পাওয়া যায়।'

ফুরফুরে গুজরাটের তুলনায় চাপে দিল্লি। টানা চারটি ম্যাচ জিতে আইপিএলে দুর্দান্ত শুরু করেছিল দিল্লি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই ছন্দে ব্যাঘাত ঘটেছে। ১১ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দিল্লি আপাতত অস্বস্তিতে। বাকি থাকা সব ম্যাচ জয়ের চ্যালেঞ্জ রয়েছে অক্ষরদের সামনে। সেই চ্যালেঞ্জের জন্যই সম্ভবত আগামীকাল গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে লোকেশ রাহুলকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানোর কথা ভাবছে দিল্লি ক্যাপিটালসের টিম ম্যানেজমেন্ট। দিল্লির এমন সিদ্ধান্তের নেপথ্যে হয়তো ইংল্যান্ড সফরও রয়েছে। বিলেতে টেস্ট সিরিজে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুল ওপেন করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার জন্যই তাঁকে দিয়ে ওপেন করাতে চাইছে দিল্লি। বাংলার অভিষেক পোড়েলের উপরও দিল্লির ভরসা রয়েছে।

দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নতুন দায়িত্ব নিতে তৈরি হচ্ছেন লোকেশ রাহুল।

গুজরাট টাইটান্সকে ভালো শুরু দিতে তৈরি হচ্ছেন বি সাই সুদর্শন।

চেলসি ম্যাচ ইউরোপা লিগের প্রস্তুতি : অ্যামোরিম

লন্ডন, ১৭ মে : ইংলিশ হেরেই চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে চেলসির কাছে ১-০ গোলে হেরেছে রুবেন অ্যামোরিমের দল। ৭১ মিনিটে 'দ্য ব্লুজ'-এর হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মার্ক কুকুরেল্লা।

চেলসির বিরুদ্ধে হারলেও এই ম্যাচকে ইউরোপা লিগের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন লাল ম্যাঞ্চেস্টার কোচ অ্যামোরিম। ইপিএলে তাঁর দল হতশ্রী পারফরমেন্স করলেও ইউরোপা লিগের ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে প্রতিপক্ষ টটেনহাম হটস্পার। ফাইনাল জিতে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলাই লক্ষ্য ইউনাইটেড কোচের। অ্যামোরিম বলেছেন, 'চেলসি ম্যাচকে ইউরোপা লিগের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছি। যদি ফাইনালের কথা ভেবে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতাম, তাহলে বড় ভুল হত। ছেলেরা প্রমাণ করেছে, তারা পারফর্ম করতে পারে। প্রতিপক্ষকে সবসময় চাপে রাখার ক্ষমতা রয়েছে ছেলেদের। এই ম্যাচ আমাকে ফাইনালের প্রথম একাদশ বেছে নিতে সাহায্য করবে।'

ইপিএলে ৩৭ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড লিগ তালিকায় ১৬তম স্থানে রয়েছে। আপাতত ইউরোপার ফাইনালকেই পাখির চোখ করছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

রিয়ালে সই হুইজসেনের

মাদ্রিদ, ১৭ মে : চলতি মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদকে বারবার ভুগিয়েছে ডিফেন্স। চোটের জন্য ড্যানি কার্বাহাল, এডের মিলিটাওদের সেভাবে পায়নি তারা। এবার ডিফেন্সের সমস্যা মেটাতে এএফসি বোর্নমাউথ থেকে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ডিন হুইজসেনকে সই করাল তারা।

২০ বছরের হুইজসেনের সঙ্গে ২০৩০ পর্যন্ত চুক্তি করেছে রিয়াল। আসন্ন ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে তিনি লস ব্লাঙ্কোজদের হয়ে খেলবেন। হুইজসেন মালাগার হয়ে তার ফুটবল কেরিয়ার শুরু করেন। পরে জুভেন্তাস, রোমা ও বোর্নমাউথে খেলেছেন তিনি।

ক্লাব বিশ্বকাপের আগে রিয়ালের দায়িত্ব নিতে চলেছেন জাভি অলন্সো। তিনি ইতিমধ্যেই ক্লাবকে একজন ভালো ডিফেন্ডার নেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী হুইজসেনকে দলে নিল রিয়াল।

অধিনায়ক বুমরাহতে না বলছেন শাস্ত্রী

মুম্বই, ১৭ মে : টি২০-র তকমা ঝেড়ে টেস্ট ক্রিকেটার।

তাঁর হাত ধরেই ক্রমে বিশ্বের সেরা পেসারের শিরোপা অর্জন। সেই রবি শাস্ত্রী অধিনায়ক হিসেবে জসপ্রীত বুমরাহকে দেখতে চান না। বুমরাহ নাকি শুভমান গিল-রোহিত শর্মার শূন্য জুতোয় কে পা গলাবেন? প্রশ্নটা ঘিরে জোর জল্পনা।

গৌতম গম্ভীরের প্রথম পছন্দ হওয়ার কারণে এগিয়ে শুভমান। বুমরাহ অপরদিকে রোহিতের সময় সহ অধিনায়ক ছিলেন। রোহিতের অবর্তমানে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্যও রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রাক্তন হেডকোচের ভোট বুমরাহর বিপক্ষে! আর তা জানিয়েছেন সঞ্চালক তথা জসপ্রীত বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনকেই।

কেন, সেই কারণও ব্যাখ্যা করলেন রবি শাস্ত্রী। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সফরের পর প্রথম পছন্দ ছিল বুমরাহই। কিন্তু আমি চাই না ও অধিনায়ক হোক। বুমরাহকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিলে বোলার বুমরাহকে হারানোর আশঙ্কা থাকবে।' অস্ট্রেলিয়া সফরে সিডনিতে শেষ টেস্টে পিঠে চোট পান বুমরাহ। যার জন্য মাস তিনেকের বেশি সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও খেলতে পারেননি।

চিকিৎসকদের মতে, বুমরাহর পক্ষে টানা টেস্টের ধকল ঝুঁকির হবে। শাস্ত্রীও আগে বলেছিলেন, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত, বুমরাহকে টানা তিনটি টেস্ট না খেলানো। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, 'টানা ম্যাচ খেলতে হলে সেই ধকল সামলাতে হবে ওর শরীরকে। গুরুতর চোট কাটিয়ে ফিরে এসেছে। আইপিএলে খেললেও চার ওভারের বেশি বল করতে হচ্ছে না। টেস্টে সেখানে দিনে ১০-১৫ ওভারের চাপ থাকবে। অধিনায়ক হলে মানসিক চাপও থাকবে বুমরাহর ওপর।'

শাস্ত্রীর যুক্তি, বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ। ওকে নিয়ে কোনও ঝুঁকির পথে হাঁটা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে শুভমান গিল, ঋষভ পন্থের মতো কাউকে অধিনায়ক করে, বুমরাহ যাতে চাপমুক্ত হয়ে বোলিংয়ে মনোনিবেশ করতে পারেন, তা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

শাস্ত্রীর মতে, শুভমান, ঋষভরা তরুণ হলেও সময় দিলে তৈরি হয়ে যাবে। 'এই মুহূর্তে শুভমানকে ঠিকঠাক মনে হচ্ছে। বয়স ২৫-২৬। ফলে হাতে সময় রয়েছে। ওকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ঋষভও আছে। বর্তমান বয়স নয়, মনে রাখা উচিত, ওরা দুইজনে আগামী দশক ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। শেখার সময় রয়েছে। দুইজনের মধ্যে একজনকেই বেছে নেওয়া উচিত,' পরামর্শ শাস্ত্রীর।

রোহিতের স্ট্যান্ডে খুশি দ্রাবিড়

> আইকনিক ওয়াংখেড়েতে খেলতে এবং সাফল্য পেতে তুমি সবসময় মুখিয়ে থাকো। জানি না, এই মাঠে তোমার নামে স্ট্যান্ড হবে, এই রকম স্বপ্ন কখনও দেখেছ কিনা। এটাই বাস্তব এখন! এই সম্মানের যোগ্য তুমি। রোহিত শর্মা স্ট্যান্ডে তোমার আরও ছক্কার জন্য মুখিয়ে থাকলাম।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

এদিকে, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার নামে স্ট্যান্ড হওয়াকে স্বাগত জানান রাহুল দ্রাবিড়। হিটম্যানকে শুভেচ্ছা বার্তায় মজা করতেও ছাড়েননি 'দ্য ওয়াল'। দ্রাবিড় লিখেছেন, 'রোহিত, আমার ধারণা, তুমি ওই স্ট্যান্ডগুলিতে এত ছক্কা মেরেছ যে, একটা স্ট্যান্ড তোমার নামে করতে হল। অনেক অভিনন্দন।' টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী কোচ দ্রাবিড় আরও বলেছেন, 'আইকনিক ওয়াংখেড়েতে খেলতে এবং সাফল্য পেতে তুমি সবসময় মুখিয়ে থাকো। জানি না, এই মাঠে তোমার নামে স্ট্যান্ড হবে, এই রকম স্বপ্ন কখনও দেখেছ কিনা। এটাই বাস্তব এখন! এই সম্মানের যোগ্য তুমি। রোহিত শর্মা স্ট্যান্ডে তোমার আরও ছক্কার জন্য মুখিয়ে থাকলাম। আর ওয়াংখেড়েতে খেলা দেখার টিকিট প্রয়োজন পড়লে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সেটাও পরিষ্কার।'

বল নয়, ব্যাট হাতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্র্যাকটিসে ঝড় জসপ্রীত বুমরাহর।

ভারত 'এ' দলে কোচ হৃষীকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মে : আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় 'এ' দলের কোচের নাম ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ক্রিকেটার হৃষীকেশ কানিতকার এই দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর দুই সহকারী হিসেবে রয়েছেন বাংলার দুই প্রতিনিধি। দীর্ঘসময় বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকা রাজীব দত্ত হয়েছেন ভারতীয় 'এ' দলের বোলিং কোচ। আর ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন জয়দীপ ভট্টাচার্য। ৩০ মে থেকে বিলেতের মাটিতে ম্যাচ রয়েছে ভারতীয় 'এ' দলের। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় 'এ' দল বিলেত সফরে রওনা হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ার দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করেই 'এ' দলের কোচ ও সহকারী নির্বাচন হয়েছে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে সুতীর্থা-ঐহিকা

দোহা, ১৭ মে : বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন বাংলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়-ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। শনিবার প্রথম রাউন্ডে তারা ৪-১১, ১১-৯, ১০-১২, ১১-৯, ১১-৭ পয়েন্টে তুরস্কের ওরজে ইয়ালমাজ-এসে হাজাচকে হারিয়েছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট পেয়েছেন মহিলাদের ডাবলসে ভারতের আরেক জুটি দিয়া চিতালে-যশস্বীনী ঘোরপাড়ে। প্রথম রাউন্ডে তারা ৯-১১, ১১-২, ১১-৯, ১১-৮ পয়েন্টে মারখাবো মাগদিয়েভা-আসেল এরকেবায়েভার বিরুদ্ধে জয় পান। পুরুষদের ডাবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মানব ঠাক্কর-মনুশ শা। তাঁরা ১১-৭, ১১-৮, ১১-৬ পয়েন্টে পিটার হ্বিবার-ডেনি কোজুলকে হারিয়েছেন। তবে মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন শ্রীজা আকুলা।

সমর্থকদের জন্য টিকিট স্ক্যানের ব্যবস্থা চান সৃঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মে : মোহনবাগানে নির্বাচনি উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।

বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা ও প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসুকে শুক্রবার আইনি নোটিশ পাঠান ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত। এদিন সৃঞ্জয় বলেছেন, 'এই চিঠির উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি। আমার আইনজীবী আইনের ভাষাতে দিয়েছেন। ওই সব নিয়ে আমি আর বাড়তি কিছু বলতে চাই না।' তাঁকে নিঃশর্ত এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে ওই নোটিশে। তিনি কী করবেন জানতে চাওয়া হলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'উনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন। আমার উত্তর চিঠিতেই আছে। শুক্রবার ওঁর সাংবাদিক সম্মেলনে উনি অনেক অসত্য বলেছেন। তাই এই সব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই।'

এদিন ভারতসেরা মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তাদের লোগো ও জার্সির উদ্বোধন করেন মোহনবাগানের প্রাক্তন সচিব। সেখানেই জানান জিতে এলে সমর্থকদের জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা। সৃঞ্জয় বলেছেন, 'আমরা শুধু সদস্য নয়, সমর্থকদের জন্যও কিছু ভাবনাচিন্তা করেছি। তারাও যাতে টিকিট পান তার জন্য শহরের তো বটেই রাজ্যেরও নানা জায়গাতে কাউন্টার করে টিকিট পৌঁছে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে আমাদের। এছাড়া ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটে কিউআর কোড স্ক্যান করার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করব। কারণ, অনেক দূর দূর থেকে আমাদের সমর্থকরা খেলা দেখতে আসেন। তাদের পক্ষে আগে এসে টিকিট নেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। এছাড়াও আমরা চেষ্টা করব নানাভাবে ক্লাবের সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করতে।'

এদিকে দেবাশিস জানান, তিনি আগামী বৃহস্পতিবার ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন।

নাইটদের প্লে-অফ আশা শেষ বৃষ্টিতে

বেঙ্গালুরু, ১৭ মে : ৯ দিনের অপেক্ষা।

পারদ চড়ছিল আইপিএলের শেষ পর্বের শুরুর ম্যাচ ঘিরে। যদিও বেঙ্গালুরুজুড়ে গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে প্রমাদ গুনছিলেন অনেকে। আশঙ্কাই সত্যি। বৃষ্টির ধাক্কায় শনিবাসরীয় এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে একটা বলও বাইশ গজে পড়েনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা, সাজঘরে আটকে থাকা দুই দলের

শীর্ষে বিরাটের আরসিবি

হতাশার জলছবি।

কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরলেন চিন্নাস্বামীর দর্শকরা। ম্যাচ বাতিলে পয়েন্ট ভাগাভাগি। ১ পয়েন্টের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে গেলেও এদিনই আরসিবি-র (১২ ম্যাচে ১৭) প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণ হয়নি। প্রতিপক্ষ শাহরুখ খানের নাইট শিবিরে তখন বিদায়ঘণ্টা।

১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। বাকি শুধু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ। জিতলে ১৪ পয়েন্ট। কিন্তু লিগ

বৃষ্টি থেকে ম্যাচ বাঁচাতে ঢেকে রাখা হয়েছিল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম।

টেবিলের ৬ নম্বর পজিশন থেকে প্রথম চারে ঢুকে পড়া সম্ভব হবে না।

দিনের শুরুটা হয়েছিল বিরাট কোহলিকে ঘিরে চিন্নাস্বামীর উৎসব ঘিরে। টেস্ট অবসরের পর প্রথমবার মাঠে নামেন তাঁদের প্রিয় তারকা। বিরাটকে স্বাগত জানাতে আইপিএলে প্রথমবার সাদা পোশাকে সেজে ওঠা বিরল গ্যালারির দেখা মিলল। বুকে লেখা 'ইন্ডিয়া'। পিঠে বিরাট ১৮। হাতে বিরাটকে নিয়ে নানান ফেস্টুন, ব্যানার।

কোথাও লেখা, 'টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছ, কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে নয়।' কেউ লিখে এনেছেন, 'আমাদের কাছে চিরকাল একজনই কিং-বিরাট কোহলি।' যদিও কিং কোহলিকে ঘিরে তৈরি মঞ্চে বিকেল থেকেই বৃষ্টির একবল্গা দাপট। বেচারা বিরাট, সাজঘরে আটকে থাকলেন সারাক্ষণ। সেখান থেকেই টিম হোটেলে ফিরে যাওয়া।

গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টিতে ভাসছে গার্ডেন সিটি। চিন্নাস্বামীর জমা জলে টিম ডেভিডের ডাইভ, সাঁতার কাটার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। আজ যে অঝোরে বারিধারায় সমর্থকদের বিরাট-আশায় জল ঢালল। জল ঢালল গতবারের চ্যাম্পিয়নদের প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকার আশাতেও।

টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতে সাদা ১৮ নম্বর জার্সি গায়ে খেলা দেখতে চলেছেন সমর্থকরা। শনিবার।

রাত সাড়ে আটটার দিকে বৃষ্টি কিছুটা থামে। ম্যাচ রেফারি, আম্পায়ারদের নিয়ে মাঠ পর্যবেক্ষণও করেন। কিছুটা আশার আলো। শুরু হয় আউটফিল্ড শুকোনোর কাজ। মাঠকর্মীরা নেমে পড়েন। সুপারসপারের চক্কর সবুজ আউটফিল্ডে। কিন্তু নাছোড় বৃষ্টি সেই ক্ষীণ আশাতেও ব্রেক লাগিয়ে দেয়।

ভেঙে চুরমার শাহরুখ ব্রিগেডের প্লে-অফের দৌড়ের ক্ষীণ আশা। ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। হাতে আরও একটা ম্যাচ থাকলেও এখান থেকে শেষ চারে ওঠার রাস্তা বন্ধ। চতুর্থ দল হিসেবে চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স, রাজস্থান রয়্যালসের পর ছিটকে যাওয়া। অথচ, বেঙ্গালুরুতে পা রেখে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়েই বাজিমাতের মেজাজে ছিলেন আন্দ্রে রাসেলরা। গত কয়েক ম্যাচে ছন্দে ফিরছিলেন দ্রে রাস। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলছিলেন, 'মাঝের বিরতিতে ছন্দে কিছুটা ব্রেক লাগলেও জানি কীভাবে সুইচ অন করতে হয়।' জড়তা কাটিয়ে উঠতে প্র্যাকটিসে জোর দিয়েছিলেন। সঙ্গে শরীরকে ঠিক রাখতে দৌড়, শারীরিক কসরত। মজার সুরে জানান, প্র্যাকটিসে বেশ কিছু বল গ্যালারির ছাদে পাঠিয়েছেন। ম্যাচে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান। বিধিবাম। সেই সুযোগ পাননি আজ। বদলে বিদায়ের যন্ত্রণা নিয়ে ফেরা। আগামীর ভাবনায় ভুলভ্রান্তি নিয়ে ময়নাতদন্ত, কাটাছেঁড়া, বদলের দাবিটা নিশ্চিতভাবে আরও জোরালো হওয়া।

প্যালেসে এফএ কাপ

লন্ডন, ১৭ মে : ২০২২-'২৩ মরশুমে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে ত্রিমুকুট জিতেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। পেপ গুয়ার্দিওলার প্রশিক্ষণে প্রায় সেই দলটাই এবার তারা ধরে রেখেছিল। কিন্তু ফল হল উলটো। এবারের মরশুম ম্যান সিটির কাটল ট্রফিহীন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্বপ্ন আগেই শেষ হয়ে যায়। শনিবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ১-০ গোলে হেরে এফএ কাপও ঘরে তুলতে পারল না সিটি। বদলে

ট্রফিহীন মরশুম ম্যান সিটির

প্রথমবার এফএ কাপের মতো কোনও বড় ট্রফি জিতল প্যালেস। ১৬ মিনিটে প্যালেসকে এগিয়ে দেন এবেরেচি এজে। তবে ছয়টি সেভ করে প্যালেসের জয়ের নায়ক গোলকিপার ডিন হেন্ডারসন। যার মধ্যে রয়েছে ওমর মারমৌশের পেনাল্টিও। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত সেভ করেন তিনি। তবে হেন্ডারসন ভিএআরের দৌলতে লাল কার্ড দেখার হাত থেকে হাত থেকে বেঁচে যান। শুরুতে সিটির আক্রমণের চাপে বক্সের বাইরে এসে হাত দিয়ে

গোলের পর ক্রিস্টাল প্যালেসের এবেরেচি এজেকে ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের। শনিবার লন্ডনে।

বল ধরেছিলেন হেন্ডারসন। কিন্তু তা রেফারির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ভিএআর-ও সিটির পেনাল্টির দাবি নাকচ করে দেন।

কোহলির অবসরে অবাক সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মে : শরীর ভালো ছিল না একেবারেই। দিন কয়েক বাড়ি থেকেই বার হননি। সুস্থ হয়ে শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার লেক ক্লাবে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর সেখানে এক অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহারাজ তাঁর বিস্ময় গোপন করেননি। জানিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাট কোহলির আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত তাঁকে অবাক করেছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কথায়, 'একজন ক্রিকেটার বা ক্রীড়াবিদ কখন অবসর নেবে, সিদ্ধান্তটা সেই ঠিক করে। রোহিত-বিরাটরা নিজের ইচ্ছায় টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছে। ওদের দুর্দান্ত কেরিয়ারের কথা চিরকাল মনে রাখবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।' রোহিতের পর কোহলিও টেস্ট ছেড়েছেন। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে বিরাটের অবসরের সিদ্ধান্তে আপনি কি অবাক? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই মহারাজের জবাব, 'হ্যাঁ, কোহলির অবসরের সিদ্ধান্ত অবাক করেছে আমায়।'

কুড়ির ক্রিকেট আগেই ছেড়েছিলেন তাঁরা। সম্প্রতি রোহিত-বিরাটরা টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভারতীয় ক্রিকেট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তার মধ্যেই সামনে ইংল্যান্ড সফর। যেখানে রোহিতের উত্তরসূরির খোঁজ চলছে। টেস্টে নতুন ভারত অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের নাম রয়েছে সবার আগে। শুভমানকেই কি টেস্ট অধিনায়ক করা উচিত? এমন প্রশ্নের সামনে সতর্ক সৌরভ বলছেন, 'জাতীয় নির্বাচকরাই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন। আমার কিছু বলার নেই।' ভারত বনাম পাকিস্তান যুদ্ধ শুরুর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কয়েকদিন আগেই। স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আইপিএলও। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আইপিএল যখন ফের শুরু হল, তখন ইডেন গার্ডেন্স থেকে প্রতিযোগিতার ফাইনাল আহমেদাবাদে চলে যেতে বসেছে। এমন ঘটনা সামনে আসার পর সিএবি-র তরফে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ম্যাচ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ আজ মুখ খুলেছেন। বলেছেন, 'এত সহজে ম্যাচ সরে যায় নাকি। চেষ্টা চলছে ইডেনে ফাইনাল আয়োজনের। ইডেনেই ফাইনাল হওয়া নিয়ে আমি আশাবাদী এখনও।'

ম্যাচের সেরা সানদুপ লামা (মাঝে)।

জিতল দার্জিলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেটে শনিবার দার্জিলিং ৬ উইকেটে হারিয়েছে কার্সিয়াংকে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে টসে হেরে কার্সিয়াং প্রথমে ২২.৩ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। সর্বোচ্চ ১২ রান এসেছে অনিরোধ সুনদাসের ব্যাট থেকে। ম্যাচের সেরা সানদুপ লামার শিকার ৯ রানে ৩ উইকেট। জবাবে দার্জিলিং ১৪ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সুশান্ত গুরুংয়ের অবদান ৩০ রান। আয়ুষ সুব্বা ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট। রবিবার খেলবে শিলিগুড়ি ও কালিম্পং।

ছক্কার ফুলঝুরিতে ফাইনালে এবিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে ফাইনালে উঠল কোচবিহার এবিএস রয়্যালস। রবিবার সন্ধে ৬.১৫ মিনিটে খেতাবি লড়াইয়ে তাদের সামনে উত্তর দিনাজপুরের ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্স। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১১০ রানে হারিয়েছে অসমের এনএফ রেলওয়ে টাইটান্সকে। ছক্কার ফুলঝুরিতে এবিএস-এর ফাইনালের পথ সহজ করে দেয় তাদের ওপেনিং জুটি। মহেন্দ্র সিং ধোনির রাজ্যের আরও এক উইকেটকিপার অঙ্কিত সিংয়ের (৪৯ বলে ৮৩) সঙ্গে প্রথম উইকেটে ১৪৭ রানের জুটি গড়েন অলোক কৃষ্ণদেব কুমার (৪৪ বলে ৭৯)। দুইজনে মিলে মেরেছেন ১৫টি ওভার বাউন্ডারি। এরপর তাদের আর কেউ বড় রান না পেলেও এবিএস শেষ করে ২০৮/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে এনএফ রেলওয়ে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়েছে। মায়াঙ্ক কুমারের (১২/৪) দাপটে তারা ১৫.২ ওভারে ৯৮ রানে গুটিয়ে যায়।

আয়োজকরা ছুটির দিনে ফাইনালে দর্শক টানতে এক গুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি জয়জিৎ চৌধুরী বলেছেন, 'মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে আমরা পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে চলেছি ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়াকে।' আয়োজকদের তরফে মনোজ ভার্মা ঘোষণা করেছেন, আগামীকাল কোনও দর্শক ওভার বাউন্ডারি ক্যাচ

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন কোচবিহার এবিএস-এর অঙ্কিত সিং।

করতে পারলে গ্যাস ওভেনের সঙ্গে ৫০০ টাকা পাবেন। ভালো প্ল্যাকার্ড ও আকর্ষণীয় সাজে উপস্থিত হয়েও জিতে নেওয়া যাবে পুরস্কার। আগামীকাল চার-ছক্কার জন্যও ব্যাটারদের পুরস্কৃত করা হবে।

চ্যাম্পিয়ন বিএসকে

চোপড়া, ১৭ মে : দাসপাড়া ক্রিকেট কাউন্সিলের ১২ দলীয় এমএলএ কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি বিএসকে। শনিবার ফাইনালে তারা ৫ রানে ইসলামপুর রুদ্রাক্ষকে হারিয়েছে। দাসপাড়া হাইস্কুল মাঠে প্রথমে বিএসকে ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। জবাবে রুদ্রাক্ষ ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা মুন্না সরকার ৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা উদয় লেফটি।

অধিনায়ক বুমরাহতে না বলছেন শাস্ত্রী

-খবর সতেরোর পাতায়